গোবিন্দ-গীতামৃত।

উদ্বোধন।

গোবিন্দগীতামৃত অতি সুমধুর মনোহারী কাব্য; ব্রজধামে ব্রজরসরাজের মাধুরীময় লীলার সার অংশ লইয়া ইহা রচিত। ইহা গোপীপ্রেম, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, নিকুঞ্জলীলা, বৃন্দাবনলীলা অবসান এবং রাই উন্মাদিনী নামক ছয় খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে এক একখানি পৃথক পুস্তক পৃথকরূপে আছে। এই সকল গুলিই অতিশয় প্রেম উদ্দীপক ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, ইহাঁদের স্তবরাজিতে সকলেরি হৃদয় ভক্তিপ্রেমে প্লাবিত করে এবং শ্রীকৃষ্ণ পদে আশক্তি জন্মাইয়া দেয়। পুস্তকগুলি গোবিন্দের গীতে পূর্ণ বলিয়া কাব্যখানি "গোবিন্দগীতামৃত" নামধেয় হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতার এবং রাধা আদ্যাশক্তি বলিয়া প্রকাশ আছে।

সেই পুরুষ প্রকৃতিরূপী শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপালাভে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমাদর্শনরূপ এই কাব্যখানি প্রকাশিত হইল। গৌর-লীলা রাধাকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া যাইবার তরণী। জগৎ যাহাতে তাঁহার অনুরূপ অনুকরণ করে, একাগ্রচিত্তে সেই নিরাকার পূর্ণব্রহ্মকে আকারধারী বাসুদেব ভাবিয়া পূজা করে, প্রেম ও ভক্তিভাবে ডাকিতে শিখে এবং পরমানন্দ অনুভব করিয়া শান্তিসাগরে নিমগ্ন হয় ও চরমে কৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া হরিপদারবিন্দ লাভ করে, গৌর নিরবচ্ছিন্ন তাহাই শিক্ষা দিয়া-

ছিলেন। যদি কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক হইতে চাহেন, তবে প্রেমময়, করুণানিধান জগদ্‌গুরু প্রাণের গৌরাঙ্গের অনুসরণ করুন। তিনি নিজে হরি হইয়া হরিনামামৃত পান করিতে শিখাইয়া গিয়াছেন; আজ সেই হরিনাম প্রচার করিবার মানসে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। শ্রীগৌরাঙ্গকৃপায় যেরূপ হইয়াছে, ভগবদ্ভক্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

প্রকাশক।
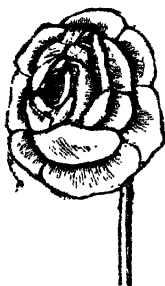
বিজ্ঞাপন।

"গোবিন্দগীতামৃত" অতি মনোহর কাব্য। ইহা পাঠ করিলে মনঃপ্রাণ ভগবৎ রসে আর্দ্র হয়, মন স্বর্গ-সুখ অনুভব করে, দেহ রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন আনন্দ-অশ্রু বর্ষণ করে, হৃদয় সুখে স্পন্দন করে, জীবাত্মা পরম হর্ষে পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হয়, সংসার-যাতনা বিদূরিত হয়, সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান জন্মে, শোক দুঃখের কষ্ট থাকে না, মন ভক্তি-রসে প্লাবিত হয়, এবং নিরন্তর সেই ভগবানের পদ অনুসরণ করিতে শিখে। পুস্তকখানি যিনি যতই আলোচনা করিবেন, ভগবানের স্তব পাঠে তাঁহার মন ততই পবিত্র হইবে। ইহা সন্ধ্যা ও গায়ত্রী সদৃশ চিত্তমালিন্য দূর করে। দীনতারণ দয়াময়ের লীলা পর্য্যালোচনায় যেন তাঁহারি সঙ্গ সুখ অনুভূত হইতে থাকে। এই কাব্যের প্রথমাংশ "গোপী-প্রেম" ইহাতে গোপ-গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম কিরূপ ছিল, তাহারি আভাস আছে; দ্বিতীয় অংশে সর্ব্বজীব বাসভূমি বাসুদেব গোপী-প্রেমে সন্তোষ লাভ করিয়া, তাহাদের মায়া "বস্ত্রহরণ" করেন এবং স্পর্শ করিয়া তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন; তৃতীয় খণ্ডে পতিভাবে গোপিকাদের পূজা গ্রহণ করেন, ও সকলের আশা পূর্ণ করিয়া "রাসলীলা" করেন। চতুর্থ খণ্ডে শ্রীরাধা যে আদ্যাশক্তি পরম প্রকৃতি, এবং কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গিনী তাহারি প্রকাশ আছে। পঞ্চম খণ্ডে বাসুদেবের নির্লিপ্ত ভাব, মহামায়ার শোক, যশোমতীর খেদ, গোপগোপিকার সৌহার্দ্দ ও বিরহ এবং কৃষ্ণের মথুরাগমন; ষষ্ঠ খণ্ডে "রাই উন্মাদিনী"। প্রায় ৬০০ পাতায় পুস্তকখানি পূর্ণ হইয়াছে, উত্তমরূপ বাঁধান। কলিকাতায় সংস্কৃত ডিপোজিটরী ও বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২॥০ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

ভক্তিভাজন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতাঠাকুর মহাশয় পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

পিতঃ ;—

প্রাতে উঠি প্রতি দিন, হইয়া দীনের দীন,
ভক্তিভাবে ডাকিতে শ্রীহরি।
কুসুম তুলিতে তবে, পূজিতে সে দেব দেবে,
সযতনে কত স্তব করি॥
সে রবে হইয়া ভোর, ভাঙ্গিত ঘুমের ঘোর,
উঠি বসি শুনিতাম সব।
শ্রবণ বিবর দিয়া, স্পর্শিত আমার হিয়া,
প্রাণ মাঝে করিত উৎসব॥
যত প্রেমে মজি তুমি, ডাকিতে জগত স্বামি,
তত প্রেমে জাগাতে আমায়।
সেই প্রেমে মত্ত হয়ে, আজি গোপী প্রেম লয়ে,
প্রাণ মন হরষিতে গায়॥
স্মৃতি-কক্ষ-পদ্ম মাঝে, রয়েছ ললিত সাজে,
বিলুণ্ঠিত হইয়া চরণে,
দিলাম তোমার করে, শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে,
"গোপীপ্রেম" পরম যতনে॥

আপনারি সেবক অমৃত—

শ্রীহরি।

শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা,

১৪ই ফাল্গুন, ১৩০৩ সাল।

মহাশয়,

আপনার প্রদত্ত "গোবিন্দ-গীতামৃত" নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। ইহার কিয়ৎ পরিমাণমাত্র পাঠ করিবার সময় পাইয়াছি। বলা বাহুল্য যে একরূপ প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ অবশ্যই বিমল আনন্দজনক হইবে। ইতি।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইং ১ মার্চ ১৮৯৭।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশয়েষু।—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

আপনার "গোবিন্দ-গীতামৃত" পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম। এবং যতদূর পাঠ করিয়াছি তাহাতে পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। কবিতাগুলি সরল ও সুমিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীহরিপদ।

ভরসা।

অবিতথ ভক্তিভাজন

শ্রীযুত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিমুকুট শ্রীপদপঙ্কজেষু —

মহাত্মন! আপনি এ দীনদরিদ্র রাধাকৃষ্ণ যুগলচরণ ভিখারীকে আপনার অতুল দেবদুর্লভ গোবিন্দ-গীতামৃত ভিক্ষা দিয়া চিরদিনের জন্য ক্রয় করিয়াছেন।

গৌর সুধাসিন্ধু প্রবেশ করিয়া পূজনীয় মহাজনগণ নানা অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু এ অবধি সেই অতুল অমিয় গৌর সাগরের গভীর নিগূঢ় গর্ভের স্পর্শমান জীবকে দান করিতে কেহই পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই; অদ্য আপনি সেই দেব মানবের চিরবাঞ্ছিত বুদ্ধি বাক্যের অতীত রাধা গোবিন্দের লীলারূপ পরম রতন, অকাতরে বিতরণ করিয়া জন্ম দুঃখী ও জন্ম দরিদ্র জীবকে চিরসুখী ও চিরধনী করিলেন।

গৌর যাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করেন, তাঁহার সম্মুখে সমুদ্র গোস্পদ ও গিরি সামান্য মৃৎপিণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

আমি গোবিন্দ-গীতামৃতকে স্পর্শমণি কেন বলিলাম তাহা শ্রবণ করুন;—"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি পুরাণ তন্ত্র সকলি আমার কাছে হার মেনেছে," কিন্তু আমি এতদিনের পর আপনার গোবিন্দ-

গীতামৃতের নিকট পরাস্ত হইলাম। আমার এমন যে কঠিন লৌহে গঠিত হৃদয় সেও গোবিন্দ গীতামৃত গানে কাঞ্চন সম গলিয়া অশ্রু-রূপে এ পাষাণ-বুক প্লাবিত করিয়াছে। ব্রজের কোকিল ভিন্ন এমন মধুরস্বরে মদনমোহনের লীলা গান গাহিবার আর কাহার শক্তি আছে? গৌরগত প্রাণ হইলে অন্তর বাহির মধুময় হয়।

আমার মনের কথা এই যে সেই নবলীলা প্রিয় আদি প্রকৃতি ব্রজ বিলাসিনীর চিত্ত চকোর নিত্য নূতন শ্যাম নটবর নূতন জয়-দেবের মুখে, নূতন করিয়া নিজ লীলা শ্রবণ মানসে পুনরায় এই গোবিন্দগীতামৃত প্রণয়ন করিয়াছেন।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী,

দাসানুদাস—

শ্রীজগবন্ধু সেন।

গোপিকা-প্রেম।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
এম্, বি, প্রণীত।

কলিকাতা,
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য আট আনা।

ভূমিকা।

গোপীপ্রেম, অতি অমূল্য ধন! যে প্রেমে মুগ্ধ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ আকুল নয়নে আনন্দ অশ্রু-বর্ষণ করিতেন, দেহ কালিমা আকার ধারণ করিত, শ্বাস রোধ হইয়া যাইত। মহা-যোগে মহাযোগা সেই নিত্যসুধা পান করিতেন এবং জগৎকে শিক্ষা দিতেন—এ সেই প্রেম। এ প্রেম তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন। যোগ যাগ, ভজন, সাধনায়, তীব্র ব্রত অনুষ্ঠানে যেমন ভগবান কৃপা লাভ করিবার উপায় আছে। তদ্রূপ অতি সহজ উপায়ে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় ভক্তি প্রেম ও অনুরাগ করিতে পারিলে, ধন, দেহ, বাক্য, পতি, পুত্র, পিতা, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার সমুদয় সমর্পণ করিতে পারিলে তাঁহাকে লাভ করা যায়। গোপীরা কেমন করিয়া তাঁহাকে কামনা মন্দিরে অর্চ্চনা করিয়া পতি-রূপে লাভ করিয়াছিলেন, "গোপী প্রেমে" তাহারি সূত্রপাত আছে। মনের উদ্বেগে কি লিখিয়াছি—ভগবদ্ভক্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহার চরণে আমার মতি থাকে, ইতি।

গ্রন্থকার।

গোপীকা-প্রেম।

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল।

* * * * * *
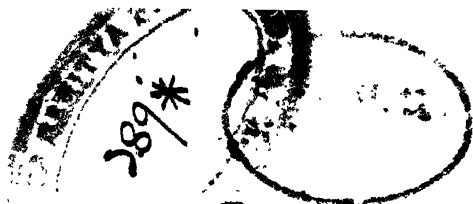
কোথা কমলিনী গেল!
প্রেমের পুতলি, প্রাণের বিজলী,
হৃদয়-আঁধার-আলো!
সুশীলা সুন্দরী, সুষমা-লহরী,
চাঁদের কিরণ যেন।
কমল বদনী, কমল বরণী,
কোমল নবনী ফেণ॥
তাহার হসন, যতনে প্রসূন,
লইয়া সরমে হাসে।
সৌরভ হরণ, করিয়া কেমন,
অপার সৌরভে ভাসে॥
বিকচ কমল, পাদ-পদ্মতল,
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধরে।
ছাড়িয়া মুঞ্জরে, মধুর গুঞ্জরে,
ভ্রমর মধুর স্বরে॥

অমৃতের লতা, প্রেম, কোমলতা,
কুসুম ফুটায়ে দেয়।
সুধার আগারে, বাধি সুধাকরে,
প্রদানে পীযূষ তায়॥
হের হের হের, সুধার আধার,
চেতনা ধরিয়া রেখ।
নাভ, ভবে যত, সুষমা বিস্তৃত,
একাধারে আজি দেখ॥
বিমল বদনে, শোভার কিরণে
দেখরে বিধুর হাস।
বিম্বের বিরাগ, মদনের জাগ,
অধরে মধুর ভাস॥
কৌমুদী হেররে, ধরার উপরে,
কলঙ্ক নাহিক তায়।
নয়নে কেমন, উজল কিরণ,
তারাদল লাজ পায়॥
সুধার হাসিতে, সুধার রাশিতে,
সুধার তরঙ্গ খেলে।
বদন সুধায়, অধর সুধায়,
সুধায় সুধায় মেলে॥
কনক প্রতিমা, জগত সুষমা,
সকল লইয়া যেন।
সাজিছে আদরে, অপরূপ ধরে,
এ বৃন্দা বিপিনে হেন॥

হেম-কান্তি লয়ে, চম্পক মিশায়ে,
জোৎস্না ঢালিয়ে তায়।
করেছে রচন, তাহার বরণ,
যতনে বিধাতা হায়॥
মুকুতা-দশনে, কজ্জল নয়নে,
কমল হৃদয়ে দিয়ে,
কোকিল সুস্বরে, বিজলী-অধরে ;
জগত ভূষণ লয়ে—
পরমা প্রকৃতি, শোভিল শ্রীমতী,
উজলি আকাশ তল।
যা কিছু সুন্দর, যাহা শোভাকর,
শোভিল সুষমা দল॥
(আজ) রাধার প্রেমেতে, কানন, কুঞ্জেতে,
সুধার সরিৎ বহে।
বিহগ বহুল, সুখেতে আকুল,
বিজন বিলাসে রহে॥
পর্ব্বত শিখর, শোভে নিরন্তর,
কতই রতন লয়ে।
নির্জ্জনে নির্ঝর, করে ঝর ঝর,
প্রেমেতে বিভোর হয়ে॥
মহীরুহ গণে, ললিত স্বনে,
মধুর রাগিণী ধরে।
কুসুম কানন, প্রফুল্ল প্রসূন,
মধুপ উন্মাদ করে॥

সুগন্ধ শীতল, মলয়া কেবল,
রিমি রিমি ঝিমি বহে।
গিরির শিখরে, অসংখ্য অপ্সরে,
আনন্দ সঙ্গীতে রহে॥
প্রতিধ্বনি তায়, নাচিয়া বেড়ায়,
প্রেমিকা প্রেমেতে মাতি।
দশদিক যেন, গায় প্রেম গান,
মাতায়ে দিবস রাতি॥
মত্ত কোকিলেতে, কানন কুঞ্জেতে,
কুহু রব সদা করে।
ভ্রমর, ভ্রমরী, দিবা, বিভাবরী,
গুঞ্জরে মধুর স্বরে॥
লতা ফল ফুলে, হাসে দুলে দুলে,
সরোজ-সরসী কুলে।
অসংখ্য বরণ, প্রফুল্ল প্রসূন,
মলয়া মরুতে দুলে॥
(আজ) রাধার প্রভাবে, মধুরিমা সবে,
ঢালিয়া দিয়াছে যেন।
রবির কিরণ, সুধা বরিষণ,
করিছে নীরবে হেন॥
শীতল সুবাস, মলয়া নিশ্বাস,
মৃদুল, মধুরে বয়।
প্রেম পারাবার, লহরী অপার,
নাচায় হৃদয় তায়॥

কদম্ব কেমন, লইয়া প্রসূন,
মোহন ধরেছে বেশ।
যমুনা সজনী, সরোজ বদনী,
সরোজে বেঁধেছে কেশ॥
রজতের হাসি, যত্ন ফুলরাশি।
ফেলিছে যমুনা-তটে।
নির্ম্মল নভেতে, চলিছে সুখেতে,
ললিত সঙ্গীত উঠে॥
তরল তরঙ্গ, করি রঙ্গ ভঙ্গ,
সমীরণ সাথে খেলে।
বসন্তের পাখি, কুহু রবে হাঁকি,
ডাকিছে তমাল তলে॥
হেথা শিখিকুল, আনন্দে আকুল,
বিকাশ করিয়ে পাখা।
হরষিত মনে, নাচিছে কেমনে,
আছে যেন প্রেমে মাখা॥
মরুত হিল্লোলে, বনরাজি দোলে,
সুরভি বহন করে।
নব প্রস্ফুটিত, মধুপে চুম্বিত,
কুসুম সৌন্দর্য্য ধরে॥
প্রেমময়ি রাই! উন্মাদ সবাই,
তোমার প্রেমেতে হয়।
আনন্দ আকার, সুধার আধার,
সুধার সরিৎ বয়॥

তব প্রেমে সদা, আছি চির বাঁধা,
উন্মাদ আমারে করে।
আছে কত রস, করে সদা বশ,
শ্রীরাধে! তোমায় স্মরে॥
আমি পূর্ণময়, হ'লে কিবা হয়,
নিরুপম প্রেম তব।
প্রেমে গুরু হলে, প্রেম শিক্ষা দিলে,
ভাসালে ভক্তিতে ভব॥
তোমার প্রেমেতে, বিহ্বল মনেতে,
অসীম আনন্দে নাচি।
হৃদয়ে সদাই, কি যে সুখ পাই,
জীবন যুড়ায়ে বাঁচি॥
মোর মাধুরিমা, নাহি যার সীমা,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড ভরি।
ত্রিজগত মাঝে, কেহ নাহি আছে,
আস্বাদ যে পায় তারি॥
তুমি ভক্তিভরে, ভুঞ্জ অকাতরে,
আমার মহিমা যত।
আমি যে কেমন, তার নিরূপণ,
কর তুমি অবিরত॥
তাহাই তোমারি; প্রেমে আমি হারি,
কি কব মাধুরী তার।
আনন্দ যেমন, ভুঞ্জে তব মন,
না ঘটে হৃদয়ে কার।

আমারে লভিয়ে, আনন্দে গলিয়ে,
তোমার হৃদয় ভাসে।
সুখ কোটী গুণ, ভুঞ্জ সর্ব্বক্ষণ,
আপনার প্রেমাবেশে।
আমার প্রণয়, বিকারেতে হয়,
তোমার জনম রাই।
প্রেম মূর্ত্তিময়ী, প্রেমে বিশ্বজয়ী,
প্রেমময়ী আর নাই॥
দেহ, প্রাণ, মন, করি সমর্পণ,
আমাতে বিরাজ কর।
অনন্ত যোগেতে, বাঁধি হৃদয়েতে,
পরম যোগিনী চর॥
পরমা প্রকৃতি, তুমি আদ্যাশক্তি,
তোমায় বুঝে বা কেবা।
সৃষ্টি তোমা হতে, প্রকাশ এমতে,
শোভিছে রজনী দিবা॥

সুবল সঙ্গীত।

কৃষ্ণ মুখে শ্রীরাধার, শুনি মহিমা অপার,
সুবল মাতিল প্রেম-রসে।
হরি হরি হরি বলি, পড়িতে লাগিল ঢলি,
পূর্ণানন্দে প্রেম ভক্তি বশে॥
(জয়) কৃষ্ণলীলা সোহাগিনী, কৃষ্ণ মন-বিমোহিনী,
কৃষ্ণময়ী সুষমা সুন্দরী।

কৃষ্ণ তব হৃদে রয়, কৃষ্ণ হের বিশ্বময়,
কৃষ্ণ তব চিন্তার লহরী॥
কৃষ্ণময় হের সব, কৃষ্ণ বলি কর রব,
কৃষ্ণ মাত্র জাগে তব জ্ঞানে।
নয়নে হের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীঅঙ্গে লিখেছ কৃষ্ণ,
প্রাণকৃষ্ণে হের সদা ধ্যানে॥
ধন্য কৃষ্ণময়ী রাই, কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নাই,
তোমার শরীর মন মাঝে।
কৃষ্ণের বাসনা যত, তোমাতে আছয়ে নত,
তাই রাই সাজ নানা সাজে॥
তব আরাধনে শ্যাম, রাধিকা রেখেছে নাম,
রাধা বিনা দেখেন আঁধার।
জগত মোহন কৃষ্ণ, তুমি তাঁর প্রাণশ্রেষ্ঠ,
কৃষ্ণ বিনা নাহি জান আর॥
অচিন্ত অব্যক্ত হরি, আছে ব্যাপ্ত বিশ্ব ভরি,
এক কৃষ্ণ বিশ্বের বিশ্রাম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কয়, পূর্ণানন্দ যাঁহে রয়,
তুমি তাঁর আনন্দের ধাম॥
শরিরী হইয়া সাথে, সন্তোষিতে নিজনাথে,
অবতীর্ণা আজি বৃন্দাবনে।
কিসে তুষ্ট কৃষ্ণ হন, তাই চিন্ত সর্ব্বক্ষণ,
শ্রীকৃষ্ণমোহিনী বরাননে॥
ধন্য পূর্ণ প্রেম তব, প্রেমময় যে মাধব,
তোমা' তরে সদাই বিহ্বল।

যা হ'তে আনন্দ হয়, পরিব্যাপ্ত বিশ্বময়,
প্রেমে তাঁরে করহ চঞ্চল ॥
অথবা আশ্চর্য্য কিবা, কেবা কৃষ্ণ তুমি কেবা ?
এক ব্রহ্ম দ্বিরূপ হইলে।
কৃষ্ণ হতে প্রেম তবে, শরিরী হইয়া ভবে,
রাধারূপে জগত প্লাবিলে ॥
ভক্তের হৃদয় তবে, ভাসাইতে প্রেমার্ণবে,
প্রেমময়ী হলে গো বিকাশ।
শিখাতে জগত-জনে, ডাক কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণে,
কৃষ্ণ বিনা উন্মাদ প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ না হেরিলে ক্ষণে, হও অন্ধ বরাননে,
ত্রিভুবন হের গো আঁধার।
সম্মুখে কৃষ্ণরে পেয়ে, ধরিলে যাইয়া ধেয়ে,
কৃষ্ণ ভাবি না ছাড়িলে আর ॥
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে, ভাসিলে নয়ন-জলে,
ভাসাইলে ধরণী-হৃদয়।
তোমার নয়ন-ধারা, ভাসাইয়া যায় ধরা,
প্রেম-নদী মূর্ত্তিমতী হয় ॥
কখন রজনী-যোগে, প্রাণকৃষ্ণ অনুরাগে,
কৃষ্ণ বলি উঠহ জাগিয়া।
সর্ব্ব রাত্র সে আবেশে, কৃষ্ণ ধরিবার আশে,
ফির রাই আকুলে ঘুরিয়া ॥
না থাকে চেতনা তব, নাহি কর অনুভব,
আঘাতে যে ভাঙ্গে তব দেহ।

আছাড়িয়া কোথা পড়, কৃষ্ণ ভাবি ভূমি ধর,
ধরে তুলে যদি থাকে কেহ ॥
তব অনুরাগ দেখে, বংশীধারী তোমা' রেখে,
নহে স্থির তিলার্দ্ধ কখন।
তুমি প্রেম ভক্তি খনি, কি কঠিন চিন্তামণি,
তোমা' ছেড়ে থাকে তিলক্ষণ ?
ওই শুন বাজে বাঁশী, "কোথা কৃষ্ণ অভিলাষী'!
দেখা দিয়ে রাখ ওগো প্রাণ।"
ব্রজবাসী যত সবে, মোহিত হইয়া রবে,
যায় ত্বরা শ্রীকৃষ্ণ সন্ধানে ॥

কৃষ্ণ উদ্দেশে বৃন্দার গমন।

মুরলীর স্বর, শ্রবণ বিবর,
পশিল প্রেমের ভরে।
গোপিকা অমনি, চকিত-নয়নী,
ধাবিল শ্রীহরি স্মরে ॥
শ্রীবৃন্দা চলিছে, আনন্দে ভাসিছে,
বিপুল নয়ন-জলে।
অধীরে ধাবিছে, কাতরে কহিছে,—
"বঞ্চনা করোনা ছলে!"
এতদিন পরে, দাসীরে অন্তরে,
করিলে কি প্রেমময় ?

দয়া হে কেমন, হে বংশীবদন,
তুমি নাকি দয়াময় ?
আকুল প্রাণেতে, লুঠি শ্রীপদেতে,
মানসে সদাই স্মরি !
হৃদয়-পঙ্কজ, বাসনা সরোজ,
শ্রীপদে প্রদান করি ॥
প্রসাদে তোমারি, যা আছে আমারি,
প্রদানি পরাণ ভরি ॥
ক্রোধ মোহ কাম, লজ্জা দেহ প্রাণ,
আর কে লইবে হরি ?
অধমার ধন ! অধম তারণ !
সকল তুমি হে নাও।
আমি হেন জ্ঞান, আত্ম অভিমান,
সে সব ঘুচায়ে দাও ॥
ভুলে যাক্ মন, চিন্তার শাসন,
তোমার মহিমা' মাতি।
চরণ অমৃত, পানে পিপাসিত,
রহুক দিবস রাতি ॥
দীন-জন-সখা, দাও হৃদে দেখা,
পরম করুণাময়।
প্রেম-সিন্ধু-জলে, প্রেমাধিনী বলে,
ডুবাও হে এ হৃদয় ॥
পুলক পূরিল, স্বরগ কাঁপিল,
তোমার বাঁশরী রবে।

হৃদয় মাতিল, মোহ অন্তরিল,
আনন্দ উদিল ভবে॥
কিবা সুধা-ধারা, আজি চন্দ্র তারা,
বরষিল এ ভুবনে।
অনিল হিল্লোলে, পূর্ণানন্দ দোলে,
প্রাণ ধায় তারি সনে॥
অমৃত-লহরী, মন প্রাণ ধরি,
লয়ে যায় বংশী কাছে।
বিশ্বের বিধাতা, ত্রিজগত-পাতা,
কি তব মনেতে আছে?
কত সাধে সব, ব্রজাঙ্গনা তব,
চরণ-কমলে মজে।
দেহ প্রাণ মন, স্মরি চন্দ্রানন,
নাথ বলি সুখে ভজে॥
দয়া কি হয়েছে, মনে কি পড়েছে,
তারিতে অধমা সবে।
তাই রাধা বলি, প্রেমেতে উথলি,
আনিছ আনন্দ ভবে॥
ভকতি বিহীনা তাহে মতিহীনা,
এমন দিন কি হবে?
ওহে ভক্তাধীন, ভাবি অতি দীন,
দয়া করি পদে লবে।

ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

ব্রজাঙ্গনাদের কৃষ্ণ উদ্দেশে গমন।

চলিল সত্বরে, আনন্দ-অন্তরে,
যত ব্রজাঙ্গনা হয়ে অন্যমনা,
যে দিকে বাঁশরী লহরী নাচিল।
করি নানা বেশ, আঁচড়িল কেশ,
সুচারু চিরুণী বিন্যাসিল বেণী,
মুকুরেতে মুখ, দেখে প্রফুল্লিনী,
সম সৌদামিনী সানন্দে উথিল॥

*

সীমন্তে সিন্দূর, কিবা শোভা তার,
তাহে বিভূষিত গজমতি হার,
অলকা, তিলক, নাসাতে নলক,
অপরূপ শোভা, যেন প্রতিমার॥

*

কুরঙ্গ গঞ্জিত নয়ন, রঞ্জিত
ঈষৎ কজ্জলে, কিবা বিভূষিত,
কোকনদ'পরি মধুপ শোভিত,
এরূপ বিধির, আদর রচিত॥

*

কনক জড়িত, কুণ্ডল শ্রবণে,
ঝলকিত আভা, ঝলকে নয়নে,

চারু চন্দ্রানন, বিমল কিরণে,
তড়িত জড়িত ভ্রূযুগ শোভনে ॥

*

মুকুতা মালাতে শোভিত গলাতে,
উজ্জ্বল তাহাতে হীরক ভূষণ,
শোভার বর্দ্ধন হয়েছে কেমন,
চন্দ্রমা যেমন তারকা বেষ্টন !

*

সাজিল সুন্দরে কুঞ্চিত কুন্তলে,
হসন অধরে শোভিল বদন,
ঢুলে ঢুলে যায় ফিরে ফিরে চায়,
বাজিছে যথায়, বাঁশরী মোহন !

*

সোণার বরণী, সোণার ভূষণে,
সোণার শরীর ঢেকেছে যতনে,
সহস্র রতনে, উজলি কিরণে,
ধাবিছে বিপিনে, বিলাস গমনে ॥

*

নিবিড় নিতম্ব, বিলম্ব গমন,
সহজ চলন, মধুর নৃত্যন,
কুঞ্জর গমন, খঞ্জন চলন,
মন মুগ্ধকর নহেক তেমন,
প্রেমেতে উথলি যায় চলি চলি,
কিবা নিরুপমা, ভুবন ভূষণ ॥

সুচারু বদনী, নয়ন মোহিনী,
চলিল চমকি, গজেন্দ্র গামিনী,
কবরী শিথিল নাহি জ্ঞান ছিল,
কবরী ধরিয়া ত্বরিতে ধাবিল ॥

*

কেহবা পরেছে শ্রবণ ভূষণ
অঙ্গুরীর মাঝে ভ্রমেতে কেমন,
কেহ চন্দ্রহার গলে দেছে তার,
গলের মালিকা, কটিতে শোভন ॥

*

রঞ্জিত অধর কেহবা করেছে,
ওষ্ঠের রঞ্জন নাহক হয়েছে,
অঞ্জন নয়নে অর্দ্ধেক পরেছে,
বেণী বিনাইতে ধরিয়া চলেছে ॥

*

যে বা শিশু লয়ে দিতেছিল স্তন,
চাহিল না ফিরি সে চারু বদন,
মুরলী শ্রবণে উল্লাসিত মনে,
মরাল গমনে চলিল কেমনে ॥

*

নিন্দি ইন্দ্রিবর সুচারু বসন,
কার পরিধান অতুল-বরণ,
কাঁচলি করেতে লয়েছে পরিতে,
আলো করি দিক চলিছে ত্বরিতে

সবে বলে এস হেরি প্রাণহরি,
কেমন ত্রিভঙ্গ শ্যাম বংশীধারী,
কেমন নীরদ-বরণ বিস্তারি
নাচিছে সুন্দর শিখিপুচ্ছধারী,"

*

দেখি চল চল সে নন্দদুলাল,
গোবিন্দ গোপাল, ভবেন্দ্র ভূপাল,
রাধিকাবিহারী, পাপতাপহারী,
গোবর্দ্ধনধারী, ত্রিজগত আলো !

*

জীবন আকুল তাঁরে নিরখিতে,
হৃদয় কমলে সে পদ স্থাপিতে,
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
সে নীলরতন কিরণ লভিতে ॥

*

ফুল্ল পাদপের সুন্দর শ্রেণীতে,
উন্মত্ত ভ্রমর গুঞ্জিত ধ্বনিতে,
পিক কূজনেতে, শ্রীহরি নৃত্যেতে,
অপরূপ শোভা আজি নিকুঞ্জেতে।
কোথা শিখিকুল তুলিছে সুস্বর,
কোথা কোকিলের সঙ্গীত সুন্দর,
কোথা কুরঙ্গিণী প্রেম-পাগলিনী—
দাঁড়ায়ে হেরিছে শ্যাম নটবর ॥

*

ধন্য ধন্য তোরা বিহঙ্গম কুল
হের শ্যাম চাঁদে হইয়া আকুল!
কে তোরা সুন্দর দেবতা কিন্নর—
কিংবা মহামুনি যোগে যোগেশ্বর?
তাই ছায়া মাঝে বসি সুখকর,
ছোট ছোট চোখ মুদি নিরন্তর,
এক পদে বসি, হইয়া উদাসী,
থাক দিবা নিশি, হের কাল শশী;
খাও বন ফল, যমুনার জল,
হরি, হরি বলি কর কল কল,
তাই কি কেশব রে বিহগ সব
হ'ল বনমালী হৃদয় বল্লভ?

❋

কেন রে জনম মানব কুলেতে
পাই না যখন শ্রীপদ বক্ষেতে?
হ'লে গোঠে ধেনু শুনিতাম বেণু
কৃষ্ণ কর-স্পর্শ পেতেম সুখেতে!

❋

হ'তেম যদ্যপি কুসুম বনের
লভিতাম শোভা সেই চরণের;
সৌরভ বিতরে তাঁরে সুখী করে
মিটাতেম চির বাসনা প্রাণের!

❋

যদিরে বিধাতা পল্লব করিত,
প্রাণের পূরিয়া আশারে মিটিত,
পল্লব আকারে, স্নিগ্ধ করে তাঁরে,
মন সাধ পূরে তাঁহারে সেবিত।
শেষেতে যখন হতেম পতন
কোমল চরণ হৃদয় স্পর্শিত,
কেশব যখন কাননে আসিত॥

*

হইলে আমরা বৃন্দাবন ধূলি
রঞ্জিতাম সুখে সে পদ অঙ্গুলি,
বিরিঞ্চি বাসবে, যে পদ বৈভবে
দিবা নিশি ভাবে ভুলিয়া সকলি॥

*

যার যথা আশ, পূরাণ শ্রীবাস,
কেন গো আমরা হইব নীরাশ?
ভবের ভরসা ভক্তজন আশ—
পূরাইতে তাঁর সদা অভিলাষ!

*

দেহ মাঝে তিনি হয়েন জীবন,
বিশ্বমাঝে তিনি অনন্ত গঠন,
চন্দ্র সূর্য্য মাঝে জ্যোতি প্রকাশন,
প্রভঞ্জন মাঝে করেন গমন॥

*

জীবের হৃদয়ে করেন চরণ,
জীবগণ আশা করেন পূরণ,
জীবের মঙ্গল করেন সাধন,
তাই কহে তাঁরে জগত-তারণ ॥

*

আহা কি সৌভাগ্য ক'রেছি সবাই
তাই হৃদয়েতে আছে তাঁর ঠাঁই !
ভাবি দিবা নিশি প্রেমে ভেসে যাই—
এস হৃদাসনে সাদরে বসাই ॥

*

নিশ্বাস-বায়ুতে করিহে ব্যজন,
অন্তর-নয়নে করি দরশন,
নয়ন-বারিতে ধোয়াই চরণ,
মুছাই শিরস কেশেতে এখন !

*

অর্চ্চনা করিহে বাসনা কুসুমে,
লুটি আনন্দেতে তব পদভূমে ;
খণ্ডন করহ তব মায়া-ধূমে
ঘুরা'ও না নাথ সংসারে বিভ্রামে !

*

ভকতি-চন্দন করিব লেপন,
মানস-তুলসি করিব অর্পণ,
কামনা-মঞ্জরী, কমল-লোচন,
অঞ্জলি করিয়া করিব পূজন !

হে নীলরতন, জগত রঞ্জন,
হৃদয়-ভূষণ, কোথা প্রাণ-ধন !
দেখা দাও হরি ! আমরা কিঙ্করী—
সহিতে কি পারি তব অদর্শন ?

❋

জাগিলে কি হবে হৃদয়ে সবার—
নয়নে না হেরি প্রাণ হয় বা'র ;
এ দেহ যাতনা কহিব কি আর
কৃষ্ণ ! তোমা বিনা সব অন্ধকার !

❋

বৃথারে অর্চ্চনা, বৃথা আরাধনা,
দেবী কাত্যায়নী করিল বঞ্চনা—
মা হয়ে এমতি সাধে বিড়ম্বনা,
বিবসনা তার কি লাজ বলনা ?
থাকে স্বামি বক্ষে হাসে কুতূহলে,
কাটিয়াছে জিহ্বা দেখাবার ছলে,
কোন গুণে তাঁরে জগদম্বা বলে,
মা হ'য়ে যখন বঞ্চেন বিফলে !

❋

অথবা পূজিতে তাঁর শ্রীচরণ.
ভাবিয়াছি সদা তব চন্দ্রানন,
সেই অপরাধে এই কি বিষাদে
হলেম পতিত কমললোচন ?

❋

কিংবা হে অধমা, বলি ব্রজাঙ্গনা
ঠেলেছ চরণে করি ঘৃণা নানা!
কি আছে উপায় কহ দয়াময়
কিঙ্করী সবার বিনা হে করুণা?

*

ভাবিলে যেমন কর আগমন
হৃদয় ভিতরে জগত-রঞ্জন,
বাসনা পূরায়ে দাও দরশন,
পরিতৃপ্ত কর অনাথা জীবন!
সেইমত দেখা দাও দীনজনে,
হেরি প্রাণ ভরি তোমা হেন ধনে,
নটবর বেশ, হাসি সুবদনে
অপার করুণা তোমার নয়নে॥

*

লহ সাথে করি ওহে প্রাণ হরি,
তোমা তরে মোরা দেহ, প্রাণ ধরি,
অন্তর দর্শন নাহি সাধ করি,
এস হে মুরারি বাঁকা বংশীধারী।

*

স্বর্গ, বৈকুণ্ঠেতে কিবা প্রয়োজন,
সর্ব্ব সুখপ্রদ তব দরশন,
জয় নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন,
জয় জয় হরি, জয় নিরঞ্জন!

*

জয় জয় শ্যাম, জয় জয় রাম,
জয় যোগেশ্বর, কর পূর্ণ কাম,
জয় পীতাম্বর, জয় মুরহর,
জয় বনমালী, নীলাম্বুজ শ্যাম !
জগততারণ, জয় দানবারি,
যাদব-নন্দন, জয় বংশীধারী,
শমন-ভীষণ, জয় দর্পহারী,
জয় হে মাধব, জয় হে মুরারি !

*

গাই মন সাধে গাই তব নাম
ভকতি-প্রবাহে ভাসাইয়া প্রাণ ॥
নির্গুণ সগুণ, চেতনাচেতন,
ভাসাও হৃদয় করি গুণ গান ;
জগত মাতাও জগত ভাসাও,
হরিনাম সুধা সর্ব্ব কর্ণে দাও,
পাতালে গগনে মর্ত্ত সন্নিধানে
গাও সনাতনে ঢালি মন প্রাণ !

*

গাও কল্লোলিনী, গাও তরুবর,
গগনে নীরদ গাওরে সত্বর,
বিহগ ধবল কররে আকুল,
গাও গুণ তাঁর প্রাণরে আমার !
থাক তাঁর সনে, মজ তাঁর গুণে,
গাও তাঁর গান প্রেমানন্দ মনে,

হৃদয়-রতনে, রাখি হৃদাসনে
হের হের সুখে মিলিত নয়নে।”

*

পাইব পাইব অবশ্য তাঁহারে,
অবশ্য লভিব সেই কৃপাধারে,
হৃদয় ভিতরে কমল উপরে
সদা হেলে দুলে যেবা ক্রীড়া ক’রে!
লভিব তাঁহায় যথা প্রাণ চায়,
ভকতবৎসল সেই দয়াময়,
ভাসিব তাহার চরণ সুধায়,
কৃপাময় সেই অনাথা-সহায়॥

*

বিপদবারণ, জগততারণ
মদনমোহন, শ্যাম জনার্দ্দন,
অন্তর্যামী হরি, হে তোমায় স্মরি,
হের ব্যথাহারী, ত্রিগুণ ধারণ।
অমৃত মাখান তব গুণ গানে,
ভাসাইব দেহ ভাসাইব প্রাণে,
নাম সুধাপানে, ভুলিয়ে আপনে
র’ব আনন্দেতে লয়ে তোমা ধনে॥

*

এ ঘোর আঁধারে তুমি মাত্র জ্যোতি
তোমার স্থিতিতে হয় সর্ব্ব স্থিতি,
তুমি প্রাণ পতি, অগতির গতি,

ভজিহে তোমায় রাখহে মিনতি !
মনে মনে সদা ডাকিহে কাতরে
অন্তরে জানিছ জানাব কি করে ?
জানাবার হ'লে এ হৃদয় চিরে
দেখাতেম হরি কি জ্বালা অন্তরে ।

*

পূজি শ্রীচরণ, করি প্রাণপণ,
হে আনন্দময়, সাধনের ধন,
তব পদ ভাবি কাটাব জীবন,
হইব বিভোর স'পি প্রাণ মন ॥
কি ছার কাঞ্চনে, কি ছার জীবনে,
দিন রবেনাত যাবে দিনে দিনে,
দিনেশ ! অধীনে রাখ শ্রীচরণে
অদিনে হে দেখা দিওহে যতনে ॥
শুনি বংশীধ্বনি হারায়েছি প্রাণ,
পাগল করেছে কে বংশীবয়ান !
তুমি যে হে দিবে শ্রীচরণে স্থান
ভরসা মানে না, করুণা নিদান !
যেও না যেও না পলায়ে যেও না,
যাইতেছি কাছে দেখনা দেখনা,
কোথা দিয়ে যাই কিছু জানি নাই
তব পথ নাথ তুমি দেখাও না !

*

হে পীতবসন, শ্যাম নবঘন,
ব্রজের রাখাল, পরম আত্মন,
নন্দের দুলাল, মদনমোহন!
শ্রীপদপঙ্কজ বন্দি সর্ব্বক্ষণ।
বঙ্কিম নয়ন, গোপীপ্রিয়জন,
ভবভয়হারী, যাদব-ভূষণ,
দেবকীর সুত, শ্রীমধুসূদন,
তোমার মুরতি পীযূষ পূরণ!

*

জয় দর্পহারি, জয় গিরিধারি!
মুরলী বদন, গোপী-মনোহারি,
জয় নন্দলাল, জয় হে গোপাল,
হেলা শিখি পাখা অন্তরে নেহারি!
রাধিকারঞ্জন, আনন্দ বর্দ্ধন,
বিপদতারণ, হে কেশীমর্দ্দন,
ভয়নিবারণ, শান্তিনিকেতন,
চঞ্চল হে চিত স্মরিয়া চরণ!

*

অসীম-মঙ্গল-কারণ, রমণ!
তব ধার কিহে শোধা যায় ক্ষণ?
তোমা হ'তে উঠি, আসি হেথা জুটি,
তোমা ধনে ভুলি রহি হে এমন!
কিবা সাজায়েছ, হেরি প্রাণ ভরি,
নভে ভবে কিবা শোভা আহা মরি,

নিশাতে চন্দ্রমা তারামালা করি,
দিবসেতে দিনমণির মাধুরী ॥

*

যত সুখে নাথ রেখেছ অশেষ,
চাহি না কিছুই জানত প্রাণেশ !
চাহি পাদপদ্ম, ওহে হৃষিকেশ !
অকিঞ্চনে দয়া কর, হে দীনেশ !
যমুনা-পুলিনে সকলে যাইব,
দেখা নাহি দিলে আর না আসিব,
তব ভালবাসা ভাল হে বুঝিব,
কৃষ্ণ নাম সুধা ক্ষুধা মিটাইব ॥

*

আজি কি কেশব এমন করিবে—
দেখা নাহি দিয়ে জীবন হরিবে ?
যাহা ইচ্ছা-তব করহ, মাধব !
অধমা গোপিনী সকলি সহিবে !
নয়নের নীর, ঢালি ধীরি ধীর—
আকুল অন্তরে চরণ ধুইবে,
লয়ে শিরকেশ, ওহে হৃষিকেশ !
তোমার চরণ যতনে মুছিবে ॥

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

ব্রজবালকদের সঙ্গীত।

(আয়) সাধের খেলা খেলি ভাই!
হরি চরণ ধূলি শিরে তুলি,
সাধনের সাধ মিটাই।
সরোজ তুলে; বনের ফুলে
মোহনমালা গাঁথি ভাই!
সাধের খেলা খেলি ভাই!
হরি, হরি, হরি বলি, এস সবে প্রাণ জুড়াই।
কানাই, বলাই দাঁড়াক দুভাই—
আমরা নেচে ঘুরে যাই,
পদ্মপত্র করিয়া ছত্র—
এক পাশে আমি দাঁড়াই॥
হৃদকমলের মঞ্চে তুলে
পীতাম্বরে প্রেম বিলাই॥

❋

এস সব শিখির পাখা করে শিখা,
বাঁকা হয়ে হে দাঁড়াই,
পরে বনমালা, ধরে গলা
মোহন বাঁশরী হে বাজাই।
এঁকে বেঁকে, থেকে থেকে,
দু নয়ন বামে হেলাই।
পরে পীতধড়া, মোহন চূড়া
বামেতে চূড়া হেলাই॥

হরি, হরি, হরি বলি এস সবে প্রাণ জুড়াই।
সাধ পূরায়ে সাধের খেলা,
আয় খেলেনি, সকাল বেলা,
বেলা গেলে, সকল খেলা
ফুরিয়ে যাবে ভাই!
তখন কানাই, কোথা পাব!
চরণে নূপুর পরাব,—
চরণ-চাঁদের আলো পাব—,
এমন কপালে নাই।
হরি, হরি, হরি বলি এস সবে প্রাণ জুড়াই॥

ব্রজ রাখালগণ কৃষ্ণের প্রতি।

প্রাতঃকালে উঠি, তব কাছে ছুটি, আসিছে প্রাণের হরি।
শুনি সুললিত, অপূর্ব্ব সঙ্গীত, শরীর লোমাঞ্চকারি।
যেন কত শতে, তোমার নামেতে, বিহ্বল হইয়া নাচে।
কত ভেরী, তূরী, শিঙ্গা, ঘণ্টা, ঘড়ি, করতাল কত বাজে॥
সবে একতানে, গায় একপ্রাণে, হরি হে ও নাম ধরি।
বলে প্রাণপতি, অগতির গতি, উঠ দেখি প্রাণ-ভরি॥
গায় সমীরণ, আনন্দে কেমন, তোমার মহিমা কত।
নব দিবাকর, বিকাশিয়া কর, জাগায় পাদব যত॥

❋

সবে ধীরি ধীরি, তব নাম ধরি, মনের আনন্দে গায়!
বিহগ সকলে, ডাকিবার ছলে, সুস্বর মিলায়ে দেয়॥

কুসুমের দল, হইয়া চঞ্চল, হরি হে তোমায় ডাকে।
কদম্ব পিয়ালে, পাপিয়া, কোকিলে, তোমাকে ডাকিতে থাকে॥
কেন ব্রজনাথ, সবে প্রণিপাত, তোমায় দেখিলে করে ?
কেন ফুলরাশি, থাকে হাসি হাসি, তোমার চরণ ধরে ?
কে পূজে তোমায়, হরি পুনরায়, আমরা গৃহেতে গেলে ?
আমাদের চেয়ে, কে ভাল বাসিয়ে, তোমার চরণে মেলে ?

❋

বল সত্য করি, শ্রীচরণ ধরি, আরো কারে ভলবাস ?
জিজ্ঞাসি তাহাই, বলরে কানাই, কি জন্য মুচকি হাস ?
কিবা তারা, শশী, অনন্তরূপসী, নভেতে উদয় হয় ?
কিবা দিবাকর ? রশ্মি খরতর, কি জন্য দিবসে দেয় ?
নিশায় কোথায়, বল হে লুকায়, পশ্চিম গগনে আসি ?
যাইবার কালে, আরক্তিম জ্বালে, যায় চলে কেন হাসি ?
কে সবাই বল, দেবতা সকল ? কেন বা দেবতা কয় ?
গিরি গোবর্দ্ধন, হে নীলরতন ! আমাদের কেবা হয় ?

❋

আমরা বা কার, কোথা হতে আর, এখানে এসেছি বল ?
পশু পাখী কিবা, করেছে বা কেবা, কে সব সজীব দল ?
এ বিশ্বের মাঝে, কেব হেন সাজে, সাজায়েছে শোভা দিয়ে।
কেবা হেন জন, জানিনা কেমন, দেখাও সে ধন নিয়ে !
কিছুই জানিনা, তোমা ধন বিনা, তাহাই জিজ্ঞাসা করি।
এ হেন শোভন, তোমারি রচন, দেখি তাই প্রাণ ভরি॥
কেন সন্ধ্যা হলে, স্তরে স্তরে মিলে, মুনি জন কাছে আসে ?
কি জন্য কহনা, করে উপাসনা, তোমার চরণ পাশে ?

কে তারা সকল, কোথা থাকে বল, শুনিব সকল কথা।
দেখে ভয় হয়, যখন নোয়ায়, তোমার চরণে মাথা॥

সুবল।

সময়ের স্রোত চলিছে কোথায়—
দিবা, রাতি রূপে বল এ ধরায়?
আমরা সবাই কোথা হতে ভাই,
এসেছি হেথায়, যেতেছি কোথায়?

*

তুমি, আমি, সবে ধরি হাতে হাতে
যেতেছি সুখেতে মিলি এক সাথে!
কোথা যে যেতেছি, পারি না জানিতে,
বল বংশীধারি, পড়ি শ্রীপদেতে!

*

সব দ্রুত বেগে ধাবিছে কোথায়?
চঞ্চল জগত কেন বল হয়?
চন্দ্র সূর্য্য তারা, কেন স্থির নয়?
সুস্থির জগত কোথায় রয়?

*

কেবা বল আমি, কেবা আত্ম জন?
তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ কেমন?
না হেরিলে কেন, বিষাদ এমন,
কৃষ্ণ তোমা ধনে, বল কি কারণ?

সকলে যেতেছে আমরাও যাব,
যা হ'বার হবে সকলি সহিব,
কিন্তু দেখ ভাই, এই ভিক্ষা চাই,
যে খানেই যাই ও পদে মিশিব !

❋

নিশা আগমনে তোমা ছাড়া রয়ে,
ভাসি আঁধারেতে অচেতন হ'য়ে,
কোথা থাকে জ্ঞান, কোথা রহে প্রাণ,
হে নীলরতন ! ঘুচাও বিস্ময়ে।
আমাতে কি আম থাকি হে তখন ?
কেন হাসি কাঁদি দেখিয়া স্বপন ?
কত দেশে যাই, কত দেখি ভাই,
নিদ্রা কি বল না, নিদ্রার কারণ ?

❋

জাগ্রতে যেমতি ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণ,
নিদ্রাতে কি করি, কহ নারায়ণ ?
ঘুমাই বা কেন বল এতক্ষণ,
তোমা-ধন ভুলে, মোহতে যেমন ?

❋

কেন হেন জ্ঞান না রহে তখন ?
গভীর নিদ্রাতে কেন অচেতন ?
জীয়ন্তে এমতি স্বরূপ মরণ,
কেন ঘটে নাথ বল কি কারণ ?

❋

বড় সাধ হয়, অবিরামে তোরে,
লয়ে করি খেলা, আনন্দ অন্তরে,
গৃহে যেতে আর, না হয় স্বাধার—
নিদ্রা নাহি আসে দেহের মাঝারে।

শ্রীকৃষ্ণ।

এক সেই ধন, পরম কারণ, ভাবহে তাহারে মনে।
জানিলে তাঁহায়, সর্ব্ব জ্ঞান হয়, আধার না রহে ক্ষণে॥
অন্তর-নয়নে, হের সেই ধনে, সকলি বুঝিবে তবে।
যার প্রভাবেতে, কি নভে ভবেতে, নব নব আবির্ভবে॥
যাঁহার মূরতি, তেজ, অপ, ক্ষিতি, মরুত ব্যোমেতে ধরে।
অপরূপ রূপে, এ ব্রহ্মাণ্ডরূপে, শোভাতে ভূষিত করে॥
তিনি তারা শশী, চপলা রূপসী, দিবাকর তিনি হয়ে।
নেত্র-পথ দিয়ে, হৃদয়ে আসিয়ে, বিহারেন মন লয়ে॥

❋

যা দেখ যেমন, বুঝ সর্ব্বক্ষণ, এ খেলা তাঁহারি হয়।
মন্দে ঘৃণা তাই, করোনারে ভাই, ভাল মন্দে সেই রয়॥
এক প্রাণে, মনে, ঢাল শ্রীচরণে, যা কিছু তোমার আছে।
প্রাণ, মন, ধন, করিলে অর্পণ, রহিবে সে পদ কাছে॥
অবিরহে ভজ; সেই পদে মজ, অবিরাম সুখ পাবে।
পরম যতনে, ভাব নারায়ণে, অন্তিমে বৈকুণ্ঠে যাবে।
সময় আসিলে, বুঝিবে সকলে, এখন জেনে কি হবে?
সবে মিলে আয়, মাতিগে খেলায়, মনেতে আনন্দ র'বে॥

খেলার ছলেতে, এ বিশ্ব মাঝেতে, রয়েছে খেলার ঠাট।
এস খেলা করি, সবে প্রাণ ভরি, এভব খেলারি হাট॥
এসনা নাচিয়া, সকলে মেলিয়া, খেলাতে বিমুগ্ধ হই।
খেলা হয়ে গেলে, যাব গৃহে চলে, কি আছে খেলা হে বই.?
নূতন খেলিতে, সবার মনেতে, কতই সাধ হে হয়।
নিত্য নিত্য তাই, নব নব ভাই, আমাদের খেলা রয়॥
বল হরি বোল, বল হরি বোল, মিলিয়া সকলে ভাই।
হরি ছাড়া আর, নহে কিছু কার, জীবনে কিছুই নাই

যমুনা-পুলিনে ব্রজাঙ্গনাদের গমন।

আজি কুঞ্জেশ্বর, নব নটবর, শ্যাম-সুন্দর হরি,
জগত-জীবন! জগত-পালন! জগতত্রাণ কারী!
তার, অভাজনে, চরণের গুণে, করুণাকৃপাসিন্ধু!
তুমি নির্ব্বিকার, চৈতন্য আধার, জগত-দীন-বন্ধু॥
অক্ষয় অব্যয়, সর্ব্ব ধর্ম্মময়, দীনের রক্ষাকারী।
শ্রীরাধামাধব, শ্রীগোপীবল্লভ, বিনোদিনী-বিহারী॥
অধম জীবন, করিতে রক্ষণ, তোমার ভবেতে আসা।
দীনবন্ধুহরি! ও চরণ তরি, দীনহীন ভরসা॥
আমরা অধম, তোমার ধরম, তারিতে সবে নাথ।
না জানি সাধন, না জানি পূজন, চরণে কর সাথ॥
মানসে হরষে, চরণ পরশে; প্রেমেতে মত্ত হই।
লই হৃদে তুলি, সব যাই ভুলি, সাদরে শিরে থুই॥

বলদেব ও কৃষ্ণ।

দেখ কৃপাময়, অনাথা-আশ্রয়, যতেক গোপিনী জন।
বড় মন আশে, ভকতি উল্লাসে, পূজিতেছে শ্রীচরণ॥
প্রাণ একেবারে, অর্পিয়া তোমারে, চরণে মজেছে সবে।
তোমা বিনা কার, নাহি ভাবে আর? জীবন ধরিয়া ভবে॥
সবে কৃষ্ণ বলে, আনন্দে উথলে, অমেয় অমৃত পিয়ে।
মানসে মগন, আছে সর্ব্বক্ষণ জীবন তোমাতে দিয়ে।
নামে মত্ত হয়, মুখ চাহি রয়, আত্মজ্ঞান হয়ে হারা।
পেলে বংশীরব, ভুলে যায় সব, এমতি বিমুগ্ধ তারা।

*

কোথা কৃষ্ণ বলি, ধায় বনমালি! নিবিড় গহনে সবে।
বলে উচ্চ স্বরে, গাঢ় প্রেম ভরে, "চরণে রাখিতে হবে॥
যদি না রাখিবে, যন্ত্রণা হে দিবে, আছাড়ি ভাঙ্গিব দেহ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি, ত্যজিব সকলি, করিব গহন গেহ॥"
সবে দৃঢ় পণ, হেরিতে চরণ, চরণ দিতেছে হবে।
নতুবা যমুনা-জলে ব্রজাঙ্গনা, জীবন রাখিবে সবে॥
একান্ত কামনা, একান্ত বাসনা, তোমারে পতিত্বে বরে।
তুমি পতিভাবে, যদি না তুষিবে, ভক্তাধীন কিসে হবে?
ধর্ম্ম প্রচারিতে, অধর্ম্ম নাশিতে, তোমার ভবেতে আসা।
ভক্তের বাসনা, কৃষ্ণ! কি জাননা? এ'কি ভক্ত ভালবাসা?
সবাই কাতরে, ডাকে হাহাকরে, কেমনে রহিতে পার?
নাহি দেখা দিয়ে, কি সুখী হইয়ে, বধিয়া রমণী মার

*

দেখনা চাহিয়ে, পাগলিনী হ'য়ে, কেমনে গোপিনী সবে।
ও পদ আশায়, আসিছে হেথায়, আকৃষ্ট বাঁশরী রবে॥

ব্রজাঙ্গনা গীত।

সই! কেমনে পাইব মাধব চরণ!
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আহা যাহাতে শোভন?
কোকনদ-সুশোভিত-সুকোমল-কান্তি,
হেরিয়ে শ্রীমুখ-চাঁদ ঘুচে যায় ভ্রান্তি।
পীধে পীতাম্বর, শ্যাম নটবর,
করিতেছে সুমধুর সঙ্গীত কেমন।

❋

তাপিত হৃদয় বাঁশরীর গানে,
কোথায় ধাইব মন নাহি জানে!
পথেতে লতিকা, ফুল আবরণে,
রোধিছে গমন, যাইব কেমনে॥

❋

হরিণী ধাবিছে বাঁশরীর রবে,
চল সখি চল পাছে, ধাই সবে।
ময়ূর নাচিছে: কুসুম হাসিছে,
লতিকা নাচিছে, সকলে নীরবে।
ব্যাকুল কোকিল,' ভ্রমরা আকুল,
চল চল হেরি শ্রীমাধবে সবে॥

❋

কমনীয় কান্ত সুরগণ বাস,
তাহে কি গেছেন করিয়া নিরাশ ?
শ্যামলী, ধবলী, ধাবিছে সকলি,
ছুটিছে সৌরভ, মাধব উদ্দেশ ॥

*

কোথায় যাইব, কোথায় পাইব,
কোথা সে মাধব, কোথায় হেরিব ;
চরণ ভজিব, চরণ পূজিব,
হৃদয়-কমল সাদরে অর্পিব ,
ভকতি-চন্দন, করিয়া লেপন,
জগত-বাঞ্ছিত চরণ অর্চ্চিব।
হৃদয়ে লইব, প্রাণেতে রাখিব,
দেহেতে মনেতে নয়নে গাঁথিব।
প্রণয়-রতন, মদনমোহন,
কোথায় এখন যাইলে পাইব ?
হৃদয়-মন্দিরে ধরে দে হরিরে।
প্রাণ মিটাইয়ে তাহারে রাখিব—
কেমনে গো ধরি বলনা কিশোরি !
তোর সে মুরারি,—তোর সে মাধব ?

বলদেব ও কৃষ্ণ।

বলদেব। ওই শুন হরি গান বহিছে অনিলে,
ভাসাইছে বনস্থলী আনন্দ-সলিলে !

কোকিল মাধুরী শুনি,
করিছে মধুর ধ্বনি,
কাঁপাইছে দশদিক পবন হিল্লোলে ॥

*

আসিছে অবলা সবে আনন্দে, অধীরে,
প্রাণহরি ! কৃপা করি রাখ হে গোপীরে ;—
হৃদয় বিহারী হ’য়ে,
শ্রীচরণে স্থান দিয়ে,
ভক্তাধীন নাম তব দেখাও অচিরে ॥

*

তুমি ত সবার নাথ ! তুমি সর্ব্ব-প্রাণ,
দেহ মন আদি তুমি, ভাল মন্দ জ্ঞান,
উদ্ভব তোমাতে হয়,
সর্ব্ববিশ্ব সর্ব্বময়,
পতি, পুত্র, পিতা, মাতা তোমার সমান !

*

কেহ কৃষ্ণ ! পিতা বলে তুষিছে নিয়ত ;
জননী কেহবা বলি ডাকিছে সতত,
কা’রো পুত্র তুমি হও,
বড়ই বাধ্যেতে রও ;
প্রিয় ভাবে কা’রে তুমি প্রদান জগত ;
পতি ভাবে পূজা তবে কিসে অনুচিত ?

*

জগতের পতি বলে ডাকিতেছে সবে ;
প্রাণ পতি যদি বলে কিসে মন্দ হবে ?
পতি পুত্র ত্যাগ করে
যখন ভজন করে,
পতি কিংবা পুত্র ভাবে তুষিতে হইবে।

*

"যে ভক্ত আমারে ভজে যখন যে ভাবে,
সে ভাবে তাহারে ভজি আমার স্বভাবে"
তোমারি মুখেতে শুনি,
তবে কেন গুণমণি,
অবলা বঞ্চনে বল কি পৌরুষ হবে ?

*

একান্ত বাসনা করি যে তোমারে স্মরে,
তারে তুমি কৃপা কর দুস্তর সাগরে !
তন্ময় তোমাতে সব—
ব্রজঙ্গনা, হে মাধব !
হেরিতে কেন হে তবে নাহি প্রাণ সরে ?

কৃষ্ণ।

তুমি ভক্ত অবতার, আমা হ'তে উচ্চতর,
তব ভক্তি প্রভাবে হয়েছ।
ভক্তে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ করি, ভক্তপদ বক্ষে ধরি,
ভক্তি ডোরে আমারে বেঁধেছ ॥

তোমারে করেছি জ্যেষ্ঠ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, শ্রেষ্ঠ,
আমা হতে তব নাম বড়।
যে তোমায় নাহি জানে, বৃথা সেই জীবে প্রাণে,
মৃতবৎ সে প্রাণে অসাড় ॥
তোমায় না চিনে যেবা, আমার না করে সেবা,
জনমে যন্ত্রণা মাত্র সহে।
বিষয় বশেতে রহে, বৃথা দেহ-ভার বহে,
মোহ মদে মত্ত হয়ে রহে ॥
আমার মাধুর্য্য যত, আস্বাদ তুমি নিয়ত,
আমাপেক্ষা সুখী তুমি তাই।
বড় মনে সাধ হয়, হই ভক্ত, প্রেমময়,
ভক্ত ভাবে তব সুখ পাই ॥
ভক্ত-ভাবভঙ্গী করি, আনন্দে অনন্তে স্মরি,
আপন মাধুরী করি পান।
ভক্তভাব হ'তে আর, বল সুখ আছে কার,
ভক্ত হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ভক্তের হুঙ্কারে হয়, অবতার, ইচ্ছাময়,
তার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করি।
দয়াতে আদ্রিত মন, গোপীপ্রতি হে যখন,
ভিন্ন ভাব কি সাধ্য আমারি ?
যোগমায়া রাধা দেবী পরমা প্রকৃতি ছবি,
নিজ অংশে সৃজিয়া সুন্দরী।
ভক্তির মাধুরী, ভাবে প্লাবিতে পাবনী ভবে,
সেজেছেন ব্রজের ঈশ্বরী ॥

ধরিয়া মানবী রূপ, স্বজে সখি নিজ রূপ,
করিছেন লীলা ব্রজধামে।
উন্মত্ত ভক্তির রসে, প্রেমাশ্রুতে বক্ষ ভাসে,
উন্মাদিনী সদা কৃষ্ণ নামে।
আমি কি পুরাব তাঁর, ইচ্ছা মাত্র সৃষ্টি যার,
স্বর্গ, মর্ত্ত, ত্রিকোটী ভুবনে ?
অনন্ত রূপিনী তিনি, হন পরমা যোগিনী,
প্রেমে মত্ত আজি বৃন্দাবনে।
তাঁর শক্তি আমি লয়ে, পরম পুরুষ হয়ে,
সৃষ্টির নিমিত্ত মাত্র হই।
সর্ব্বকারণ কারণ, আদি সর্ব্ব প্রাণ, মন,
রাধা আমি ভেদ মাত্র দুই।
বাহ্যিক জগত-জনে, ভক্তি যার নাহি মনে
তাঁর লীলা কিছু না বুঝিবে।
তাঁহার চরণদ্বয়, লইবেক যে আশ্রয়,
সেই মাত্র আমারে পাইবে।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীরাধা ও সঙ্গিনীগণ।

সঙ্গিনীগণ। বড়ই নিঠুর, তাহাই পলায়,
হেথা সেথা করি সতত লুকায়,
মনে তাই করি বাঁশরীটি কাড়ি,—
দেখি কিবা করি, বাঁশরী বাজায় ?
মুঞ্জ কুঞ্জ মাঝে, যায় নেচে নেচে,
ময়ূরের মাঝে ত্রিভঙ্গে দাঁড়ায়,
মুচকিয়া হেসে, তমালের পাশে
নীরব হইয়া কেমনে লুকায় ?
চারি দিকে চল, চারি দিকে ধাই,
কর সবে পণ, ধরিতে কানাই ;
এক সেই হবি, দেখি কিবা করি, ,
মঞ্জুল কুঞ্জেতে পারে গো পলাতে,
আমরা যখন, আছি চৌদিকেতে,
ধরিতে তাঁহারে পদেতে পদেতে !
দেখ দেখি সখি কি নিঠুর হরি,
বাজালে বাঁশরী কোন বৃক্ষোপরি ?
বল কোথা হেরি, কিসে তাঁরে ধরি,
কোথা তাঁর দেখা পাইব কিশোরি ?
ওই শুন শুন বীণার বাদন,
'রাধে রাধে' করি মাতায় কানন,
নূপুর কেমন, বাজিছে সঘন,

চরণ কমলে, রুনু, রুনু স্বন,
প্রাণ, মন, জ্ঞান কাড়িয়া কেমন।

(রাধা) সুচারু, চিকুণ, চিকুর সুহারে সুশোভিত সখিগো কে ?
কদম্ব উপরি, হৃদয় বিহারী, ঐ দেখ না গো ঝলকে।
ওই দেখ শ্যাম, হেলাইয়া বাম, কদম্ব কুসুম গলে।
শ্যামল সুন্দর, শ্যাম জলধর, পীতাম্বর সুখে দোলে।
চন্দন চর্চ্চিত, শরীর শোভিত, বঙ্কিম নয়ন কিবা।
মাধুরী মঙ্গল, বিমল কমল, চরণ যুগল শোভা।
শিরে শিখিপাখা, শ্যাম অঙ্গ ঢাকা লোহিত বসনে পাছে।
অরুণ অধর, প্রাণ মুগ্ধকর, সুধায় জড়িত আছে।
সুদন্ত উজল, যেন মুক্তাফল, বদন শোভন করে।
আরক্ত-লোচন, হাস্য বিমোহন, জগত তামস হরে।
ভুবন-মোহন, হৃদয়-রঞ্জন, নয়নে উদিল ভাল।
হৃদয় কমলে, যেরূপ উজলে, (আজ) নয়ন করিল আলো!
ওগো দেখ দেখ, হৃদে চিরি রাখ, মদনমোহন শ্যামে।
হৃদয়-বিহারী, ত্রিভঙ্গ মুরারি—বলাই-শোভিত বামে।
ললিত অঙ্গুলি, নীরদে বিজলী, কমল—করের শোভা।
মোহন বাঁশরী, জগ-মুগ্ধ করি, বিকাশে স্বর্গীয় বিভা।
ক্ষীণ কটিদেশ, ত্রিবলী বিশেষ, সুচারু, সুঠাম সখি।
হৃদয়ে প্রসন্ন, শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, কেবল তাহাই দেখি।
নিতম্ব সুচারু, রামরম্ভা উরু, কোকনদ জিনি পদ।
কমল বিমল, ওই পদতল, ভকত পিয়াস-মদ।

অঙ্গুলি সকল, অতি সুকোমল, নখরে উদিত রবি।
পূর্ণানন্দ দোলে, জ্যোতিতে উথলে, দেবতা দুর্ল্লভ ছবি।
আর যাইব না, ও সখি যমুনা! পেয়েছি হৃদয় চাঁদে।
গৃহে ফিরিব না, নেত্র মুদিব না, পড়েছি শ্রীকৃষ্ণ-ফাঁদে।

শ্রীরাধিকা। সখি চল, চল, ওই বৃক্ষতল,
পূজিগে ত্রিভঙ্গে দিয়া ফুল ফল,
পরম পুরুষ, সবার অবশ,
কার বশে তাঁরে আনিবে গো বল?
নিজ মায়া নিজে করে গো প্রকাশ,
মায়ার সহিত করে গো বিলাস,
কত সৃষ্টি করে, কত রূপ ধরে,
কখন সাকার, কভু নিরাকার!
আপনা হইতে, এই ব্রহ্মাণ্ডেতে,
অনন্ত জীবের করে গো প্রচার!

*

অনাবৃত সদা, নাহি পরিচ্ছদ,
বাহ্যাবাহ্য কিছু নাহি আছে ভেদ,
অন্তর্য্যামী রূপে, আনন্দস্বরূপে,
আছে বিদ্যমান রূপ বা অরূপে,
অনুভবময়, চিত্তে স্থান হয়,
তাঁহারে গো জয় করিবে কিরূপে?
তবে ভক্তাধীন নিজগুণ তাঁর,
সেই গুণে তাঁরে সাধ্য বাঁধিবার!

মানস তুলসী, ভকতি আতুসী, সাধের চন্দন মাখি।
পূজিব তোমারে, বাসনার হারে, সাজাব মুদিয়া আঁখি।
কমল বদন! কমল নয়ন! কমলার প্রাণধন!
আজ প্রাণ ভরি হেরিব শ্রীহরি! সুধাধার চন্দ্রানন॥
হৃদয় গলিয়ে, সরিৎ হইয়ে, বহিবে আনন্দবেগে,
ধোয়াবে চরণ, হরিবে রতন, পীযুষ কমলা আগে॥

*

উন্মাদ হইয়ে চলিল ধাইয়ে
ব্রজাঙ্গনা লয়ে আকুলে রাই।
চারু চন্দ্রানন-বিমল-কিরণ
হইল মলিন, দুঃখেতে তাই!

*

শ্রীরাধা। আমি কৃষ্ণ পেতে, ব্যাকুল এমতে,
আমারে পদেতে ঠেলেন হরি!
সদা ঘুরে মরি, হাহাকার করি,
তাহার চরণ কেমনে ধরি!
ধিক্ রে জীবন! ধিক্ রে নয়ন!
ধিক্ রে সাধন করেছি হায়!
কোথা কৃষ্ণ ধন! রাধার জীবন!
রাখ হে শিরষ কমল-পায়!
নাথ! তোমা ধনে না হেরি নয়নে,
বিষের দংশনে পরাণ যায়!
অনাথা আশ্রয়, তার ভব ভয়,
ভবের কাণ্ডারি! চরণ ছায়॥

সব অন্ধকার, অভাবে তোমার,
বিশ্বচরাচর, গ্রাসিছে দেখ।
রাখ প্রাণ মোর, ওহে মনচোর!
এ বিপদে ঘোর, ওপদে রেখ॥
সময়ের স্রোতে, ভাসিতে ভাসিতে
হৃদয় বিহারি! কোথায় যাব!
তুমি না রাখিলে, চরণ-কমলে
কি আশ্রয় হরি, কোথায় পা'ব?
তুমি বিনা আর, কেবা আছে কার?
জগত মাঝারে আছে কি বল?
তোমারি চরণ, এ ধূলি স্পর্শন
করিয়া দেবের পবিত্র হ'ল।
আয়! ধুলি কনা, এ দেহ লেপনা,
শীতল করনা আমার প্রাণ!
ধ্বজ ব্রজাঙ্কুস, শ্রীপদ নহেশ
তোর হৃদিপরি করেছে স্থান॥
তুমি ধন্য ধন্য, দেব অগ্রগন্য,
বিনা সাধনাতে ও পদ পাও।
তোরে শিরে ধরি, আয় তৃপ্তি করি,
তাপিত হৃদয়ে ক্ষণেক রও।
হরি সর্ব্বময়, সকার আশ্রয়,
তবেত আমারো হৃদয়ে আছে!
কেন বল তবে, বাঁশরীর রবে
সঘনে ডাকিছ তোমার কাছে?

বলিয়া কিশোরী, তলে কদম্বেরি
মুরারির মত ত্রিভঙ্গ হয়ে ।
অচেতন প্রায়, নিষ্কম্প বিভায়,
দাঁড়ায়ে রহিল গোপিকা লয়ে ॥
স্থির সৌদামিনী, চারু চন্দ্রাননী,
ভাবে গদ গদ-জগত-মোহিনী,—
প্রেমেতে বিভোর, যেন উন্মাদিনী,
কৃষ্ণ বলি ভাব মনেতে করিল ।
নাহিক রাধার আর কোন ভাব,
নিজে কৃষ্ণ বলি হ'ল প্রেমভাব,
আনন্দে হাসিয়ে, প্রেমেতে গলিয়ে,
রাধে ! রাধে ! করি সহাস্যে নাচিল ॥
সেই নৃত্য হেরি সখিরা সকলে,
মোহেতে রাধারে ডাকে কৃষ্ণ বলে,
হাতে হাতি ধরি, আনন্দে উথলে,
সরসী-সরোজ সমান হাসিল ॥
আরো অন্যমন শ্রীরাধা তখন,
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত না আছে চেতন,
সব ব্রজাঙ্গনে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ভনে,
শিখী পাখিগণে শ্রীকৃষ্ণ বাখানে,
তরু লতা গণে ভাবে কৃষ্ণ মনে,
শ্রীকৃষ্ণ-ভাবিনী প্রেমে উথিলিল ॥
নয়নের জল বহিল ধরায়,
আকুল পরাণ ভাসিল তাহায়,

বদন কমল, তাহে ভেসে গেল,
বক্ষ সিক্ত হল নয়ন সুধায় ;
স্বর রোধ হল, শরীর বিকল,
নয়ন রোধিল নয়ন ধারায় ॥

*

নাহি বাহ্য জ্ঞান, নাহিক চেতন,
হাব, ভাব সব শ্রীহরি মতন,
কভু বংশীধারী, ত্রিভঙ্গ মুরারি—
স্বরূপ সঙ্গীতে করিছে নৃত্যান,
"রাধে" "রাধে" স্বরে কাঁপায়ে কানন ॥

*

রাধার সে ভাবে যত ব্রজাঙ্গনা,
কৃষ্ণ ভাবি সবে হইল বিমনা,
বলে দাসী তব, ওহে শ্রীমাধব !
আলিঙ্গিয়া সবে কৃতার্থ কর না !
কেন কষ্ট দাও, হৃদয় পুড়াও,
অধমে তরাও, আজি গোপাঙ্গনা।
তুমি প্রাণনাথ, লহ করি সাথ,
করি প্রণিপাত, শ্রীপদে রাখ না ॥
যেরূপে রাখিবে, তাহে সুখ হবে,
তোমারি হে দাসী তোমারি হে রবে,
কাঁদাও কাঁদিবে, হাসাও হাসিবে,
তোমারি বলিয়া পরিচয় দিবে,
দোষ গুণ নাথ ! তোমারি কহিবে,
মানস কমলে চরণ পূজিবে ॥

হে বংশীবদন, মদন মোহন!
তোমার আহ্বানে কার স্থির মন?
স্বরগ কামিনী শুনি বংশীধ্বনি,
ছাড়ে পতি ক্রোড় হ'য়ে উন্মাদিনী,
"হায়! কৃষ্ণ" বলি ডাকে চন্দ্রাননী,
কৃষ্ণগত প্রাণ হয় সে তখনি॥
কবরী হইতে, কুসুম ধরাতে,
এলাইয়া পড়ে তোমার প্রেমেতে।
বেণী শ্লথ হয়, প্রাণ পদে রয়,
লজ্জা, মোহ, ভয় না থাকে তোমাতে॥
লজ্জা নিবারক তুমি প্রেমময়!
দেহ, প্রাণ, মন তোমাতে উদয়।
তুমি ব্যথাহারী, মন-মুগ্ধকারি,
লজ্জা, ভয়, মান খেলা হে তোমারি—
কর যোড় করি, দাও পদতরি—
হৃদয় বিহারি! তার ভব ভয়!
অবলা ললনা কি জানি সাধন?
যোগী যোগে যাহে তোষে তব মন!
প্রাণে ভালবাসি, দুই পদ-আশি,
হৃদয়-সরোজে, ধরি ও চরণ!
সৌম্য, সুশীতল, শ্যাম সুধাকর,
হৃদয় অম্বরে, ওঠ নটবর!
লহ প্রীতিফুল, হও অনুকূল,
ভকতি-চন্দন মাখ পীতাম্বর!

মানস-মধুপ চঞ্চল সতত,
পান করিবারে চরণ অমৃত !
দাও স্থান হরি, দীনে কৃপা করি,
ভব ভয়বারি—ওহে মনমথ !
হেন প্রেমপূর্ণ মধুর সঙ্গীতে,
শ্রীরাধা সঙ্গিনী লাগিল নাচিতে,
সবে জ্ঞান হারা, সবে মাতোয়ারা,
হরি সুধা ধারা, পিয়ে অন্ধ তারা,
কি কথন বলে, ভাসে নেত্র জলে,
সেই প্রেম ভাব কে পারে বর্ণিতে ?

•

কভু ঢলে পড়ে, আনন্দ অন্তরে,
ফাটায় হৃদয় ডাকি প্রেমাধারে ;
নিঃশ্বাস না বহে, স্থির হয়ে রহে,
নিষ্কম্প পাদপ ঝটিকা বিরহে।
কেহ কৃষ্ণ বলি নাহি শ্বাস ফেলি,
যেন কৃষ্ণ ধরি রয়েছে নিঃসাড়ে ॥*

*

কোথা প্রাণ কার, কে বলিতে পারে,
সুবর্ণ নলিনী কালিমা আকারে ?
যেন প্রাণ হারা পড়ে আছে ধরা,—
কেহ হরি বলি হতেছে কাতরা,
নয়ন-কমল প্রেম-নীরে ভরা,
কিংশুক সদৃশ লোহিত আকারে ॥

শ্যামচাঁদে হেরি সবে ভিন্নভাব,
স্থাবর, জঙ্গম, স্বভাবে অভাব।
সবৎস সুরভী আকুল নয়নে,
শ্রীমুখ নির্গত গীতামৃত পানে,
থাকে স্তব্ধ হয়ে, দুনয়ন দিয়ে,
করে আলিঙ্গন মাধবে যতনে।
বৎসতরী পুনঃ ছাড়ি মাতৃস্তন,
ভাসায় নয়ন অশ্রু বরিষণে,
বদনের ক্ষীর রাখিয়া বদনে॥

*

বিহগের কুল বাঁশরী রবেতে,
স্তব্ধ হয়ে রয় নিকুঞ্জ মাঝেতে,
মুদ্রিত নয়নে সবে এক মনে,
কৃষ্ণ দরশনে থাকে আনন্দেতে॥
কভু নেত্রে হেরে, কখন অন্তরে,
প্রাণ কৃষ্ণে ধরে, অন্তরে বাহিরে,
মনোহর ছাঁদে, হেরে শ্যামচাঁদে,
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলি ডাকে সুললিতে॥

*

সচেতন কথা কি বলিব আর?
অচেতনে হেরে প্রেম ব্যবহার,
মনে এই লয়, হরি প্রেমময়,
প্রেমে বদ্ধ হয়, প্রেমে হয় জয়,
প্রেমের ভিখারী, প্রেমের প্রহরী,
প্রেমে মত্ত করি লয় ক্রোড়ে তার॥

তরঙ্গ-বাহুতে মুরারী ধরিতে
যমুনা নাচিয়া যাইছে কূলেতে ;
কমল পল্লব করিয়া করেতে,
অর্পিতে যতনে কৃষ্ণ চরণেতে।

*

ধন্য সর্ব্বারাধ্য ! সব তব বাধ্য,
দেবের দুর্ল্লভ ! দেবের আরাধ্য !
তব ইচ্ছা মত ত্রিকোটী জগত,
করি শির নত আছে শ্রীপদেতে॥

*

শুনি বংশীরব, হেরিতে মাধব,
আসিছে নীরদ, দলে দলে সব ,
কুসুমের মত, তুষার রচিত,
কোমল শরীর, করি সংযোজিত,
ছত্রের ছলেতে, শির উপরেতে,
রবি আবরিয়া রহে সে প্রেমেতে,
কেহ নাচিয়া যায়, পাছু পাছু চায়.
যেতে নাহি পারে ফেরে সে হেরিতে॥

গীত।

ধন্য জগপতি ! জগত আধার !
তব পদে নত হৃদয় সবার !
তোমার প্রেমেতে, ভুবন মাঝেতে,
কীট, পতঙ্গেতে নাচে অনিবার !

যেখানে নিরখি, তব প্রেম দেখি,
প্রেমময় বিশ্ব করেছ প্রচার।
কি আনন্দ হয়, হে আনন্দময়,
পূজিতে স্মরিতে চরণ তোমার॥

পঞ্চম অঙ্ক।

রাধা। আজি রাধা দেখ শ্যামের আবেশে
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িছে গলিয়া,
চিকুর চিকণ কেশ এলাইয়া,
প্রেমেতে লুটিয়া রাধার উদ্দেশে॥
আঁকা বাঁকা ঠামে, হেলি হেলি বামে,
কিশোরীর প্রেমে হইয়া বিভোর।
রাধে রাধে বলি প্রেমেতে উথলি,
রাধা হয়ে রাধা প্রেমে যায় গলি,
প্রেম-অশ্রুনীরে, ডাকিছে রাধারে,
কৃষ্ণ যেন রাধা প্রেমেতে কাতর॥

*

প্রেমময়ী প্রেম কে বুঝিতে পারে,
প্রেমের বিকাশ ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে?
যাঁর জ্যোতি হারে সৌন্দর্য্য আকারে,
বিশ্ব জগতের প্রেম দীপ্তি করে!
যাঁর প্রেম পেতে হরি ব্যাকুলেতে—
সতত সাদরে সুখে পদ ধরে;

দেবে আকিঞ্চন, করে যে চরণ,
হৃদয় ভূষণ করে প্রেম ভরে ;
সেই প্রেমময়ী, ত্রিভুবন জয়ী,
প্রেমাধিনী হয়ে প্রেমে নৃত্য করে ॥

*

বলে ওগো রাই ! তোর ভয় নাই,
নয়ন নিমেলি দেখনা কেন ?
আনন্দ রূপেতে, তোর হৃদয়েতে,
আছিত নিয়ত জড়িত যেন ॥
যেমতি তড়িৎ, আলোক জড়িত,
তেমতি আমিত তোমাতে রই।
তুমি কি কখন, আমা ছাড়া প্রাণ ?
রূপভেদে শুধু বিভিন্ন হই ॥
ওগো দেখ চিরি, হৃদয় ভিতরি,
কি আছে আমারি, সোহাগী রাই !
সদা হৃদাম্বুজে, কে দেখ বিরাজে,
তোর জ্যোতি ছাড়া কিছুই নাই ॥
তুমি ভক্ত হলে, আমারে পূজিলে,
সবারে শিখালে, পূজিতে পদ !
তোর প্রেমে তাই, আমি গলে যাই,
ধরি ও চরণ দিয়া এ হৃদ ॥
ভকতি যেখানে, আমিও সেখানে,
তিল ছাড়া ক্ষণে নাহিক রই।
ভক্তের অধীন, আছি চিরদিন ?
নন্দের বাধা সাধে কি বই ?

কুসুম হরষে— সদা দেখে হাসে,
বড় ভালবাসে পূজিতে পদ।
তাই পরি গলে, প্রেমাধিনী-বলে,
সুখে যাই গলে, শোভি এ হৃদ॥
শিখি-পাখা শিরে, শিখীদের তরে,
পরম প্রেমেতে শিরষে সহি।
শ্যামলী ধবলী, প্রেমে পড়ে গলি,
তুষিতে সবাই, বাঁশরী বহি?
অনন্ত আকাশে, মোর জ্যোতি ভাসে,
তোমার নয়নে প্রকাশ হয়।
তুমি না থাকিলে, অনন্ত অখিলে,
নয়ন অভাবে আঁধারময়॥
তুমি গো দর্পণ, আমার কিরণ,
কর উদ্দীপন সহস্রাধারে।
তোমারি আশ্রয়ে, জীবের হৃদয়ে,
যায় ভক্তি বহে, বুঝে আমারে॥
সুখ আশা ছাড়ে, বিপদেতে পড়ে,
ভজে সে কাতরে, আমারে তবে।
তোমারি প্রসাদে, মায়া মোহ ফাঁদে,
ত্রাণ পায় জীব উদ্ধারে ভবে॥
কৃষ্ণভাবে রাই, বাহ্য জ্ঞান নাই,
নিজ গুণ তাই আপনি কহে।
হরষে মুরারি, সহচরে ঘেরি,
কিশোরী শ্রীমুখ চাহিয়া রহে॥

সব গোপিকারা, হয়ে জ্ঞানহারা,
আছে মাতোয়ারা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে।
বাহ্য চক্ষু নাই, অনিমেষে তাই,
হেরিছে সবাই ত্রিভঙ্গ শ্যামে॥
যেন কৃষ্ণ লয়ে, সবাই হৃদয়ে,
আশা মিটাইয়া, পড়িছে গলি।
হরি হরি বলে, প্রেমানন্দে গলে,
রাধা পদে সবে পড়িছে ঢলি॥

রাধাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া গোপীদের স্তব।

ত্রিভঙ্গ মুরারি! বাঁকা বংশীধারি!
কোথা বল হরি! পলায়ে যাবে?
এত যদি ভয়, ওহে কৃপাময়!
ভবভয় হারী, কেমনে হবে?
মায়ার ছলনে, সুখের সেবনে,
সকল দিন তো, ফুরায়ে গেল!
ক'দিন বা আছে, এই ভব মাঝে,
তোমারে প্রাণেতে ডাকিব বল?
তাই কি এখন, ওহে প্রাণধন!
প্রাণ ভরে তোরে ডাকিতে পাই?
ঘোর মোহ ফাঁদে, পড়িয়া প্রমাদে,
ও নাম, চরণ, ভুলিয়া যাই॥

কি হবে হে নাথ! এরূপ ব্যাঘাত,
পদে পদে যদি লাগিল হ'তে।
কি উপায় আছে, যেতে তব কাছে?
বল বল নাথ! চরণ পেতে!
তোমার চরণে, মনকে যতনে,
যতই টানি না, যায় না তবু।
কাকুতি, মিনতি, করি কত স্তুতি,
তথাপি দুর্ম্মতি, ছাড়ে না প্রভু!
বল কিহে করি, কেমনে পাশরি?
আছে হৃদি ভরি, পাপের রাশি।
দুর্ব্বলের বল, ও পদ কমল;
সেই আশা করি, হয়েছি দাসী॥
অধম-তারণ! তুমি হে কেমন,
রাধার রমণ বুঝিব তো'রে।
যদি ত্যজে যাও, দেখা নাহি দাও,
পতিত পাবন বলিব কারে?
সাধনা জানিনা, সাধনা হবেনা,
ডাকিব কি বলে, আমায় বল?
কভু বলি হরি! ডাকি কৃষ্ণ করি,
এ নাম তুমি কি বাস হে ভাল?
তোমারে মনেতে, ডাকিতে ডাকিতে,
কেমনে মোহেতে, ভুলিয়া যাই।
দেখি তোমা ধনে, হারায়েছি প্রাণে,
বিষয় বাসনা, জেগেছে তাই॥

এইত মনের, এইত প্রাণের,
হয়েছে অধম নিরয় গতি।
অগতির গতি! যদুকুল পতি!
শুনেছি—বুঝিব—ফিরালে মতি॥
মনের আশয়ে, ও নাম করিয়ে,
মনে মনে ভাবি এড়াব পাপে।
কেন যে পারিনা, কিছুই জানিনা,
হরিনামে জানি পাপ যে কাঁপে!
ডাকার মতন, হয় না কথন,
ডাক্‌তে আমায় শিখাবে কেরে?
ডাকিব এমন, ডাকার মতন,
আর না যাহাতে হৃদয় ফেরে॥
শিথাও আমারে, হৃদয় মাঝারে,
যাহে দীন নাথ! অধম হরে।
শিথাবেনা যদি, ও হৃদয় নিধি,
জগদ্‌গুরু নাম কিসের তরে?

সুবল।

আনন্দে সকলে, ডাকরে গোপালে,
শ্রীমাধব হরি, গোবিন্দ, গোকুলে—
যার গুণ গানে, শান্তি হয় প্রাণে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদতলে।

হৃদয় মন্দিরে খুল খুল দ্বার,
নয়ন নিমেলি হের সে আকার,
সবার হৃদয়ে প্রতিমা যাঁহার.
ধোও পদ তাঁর নয়ন সলিলে।

*

সুন্দর জ্যোতিতে কান্তি বিভূষিত,
নবীন নীরদ বরণ যেমত,
পদতল আভা কমল লাঞ্ছিত,
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র যাচিত বিরলে॥

*

জয় জয় হরি! যাদব নন্দন!
নিরাকার, তুমি ব্রহ্ম, সনাতন,
পতিত পাবন, পাতকী তারণ,
তার, তার, নাথ! রাখ পদতলে।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

গোপিকা-প্রেম সমাপ্ত।

বস্ত্রহরণ।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
এম্, বি, প্রণীত।

কলিকাতা,

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ছয় আনা।

ভূমিকা।

গোপীর বস্ত্রহরণ ভগবানের কৃপা প্রকাশ মাত্র। যে গোপাঙ্গনারা কাত্যায়নীর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিতে কামনা করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি তিনি প্রথম কৃপা দৃষ্টি করিয়া তাহাদের মায়া-বস্ত্র অপহরণ করেন। এইরূপ বস্ত্রহরণে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, যে তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। লজ্জা, ভয়, মান, ক্রোধ, লোভ, কাম, দূরে থাকুক, এমন কি বস্ত্রখানিও পরিত্যাগ করিতে হইবে। তিনি সকলি করিতে পারেন, এখানে বস্ত্রহরণ করিলেন, আবার দ্রৌপদীকে বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল হরি ভক্ত-বাঞ্ছা এইরূপে পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইতি।

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয়া স্বর্গীয়া কাদম্বিনী দেবী

মাতাঠাকুরাণী পরম শ্রদ্ধাস্পদাসু।

মাতঃ ;—

হরির চরণ পেয়ে, সর্ব্ব স্নেহ ভুলি গিয়ে,
শিশুকালে ত্যজি চলি গেলে।
না পেয়ে তোমার দেখা, আছে দুঃখ হৃদে মাখা,
সুখ দিনে ভাসি নেত্র জলে॥
শৈশবে নিদ্রার কালে, সতত জননা ছলে,
শুনাইতে হরিলীলা কত।
ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা, কহিয়া, হৃদয়ে গাথা
হরি প্রেম করিতে নিয়ত॥
তোমার চরণ স্মরি, শত নমস্কার করি,
হয়ে তাহে পরম পবিত।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে, দিগো মা তোমার করে,
"গোপীবস্ত্র হরণ" সঙ্গীত॥
আশীষ করগো মাতঃ! যেন হেন নিত্য নিত্য,
তোমার পার্শ্বেতে করি গান?
অন্তরে সতত স্মরি, মুখে বলি হরি হরি,
হরিপদে মুগ্ধ রাখি প্রাণ॥

আপনারি সেবক অমৃত—

বস্ত্রহরণ।

প্রথম সর্গ।

ত্রিভুবন নাথ আজি আনন্দেতে,
বয়স্য সমীপে নাচিতে নাচিতে,
চলিলেন বনে হেলিতে দুলিতে,
মোহন-মুরলী বাজাতে বাজাতে॥

কালিমা নীরদ নাহি অম্বরেতে,
ধরণী সুসিক্ত নাহিক নীরেতে,
কল্লোলিনী ভাসে নির্ম্মল জলেতে,
মলয় মরুৎ বহে সুবাসেতে॥

সরসে সরোজ পুনঃ দেখা দিল,
দ্বিরেফের মালা পুনঃ প্রবেশিল,
স্বভাব সুলভ শোভা প্রকাশিল,
কৃষ্ণ দরশনে কুসুম হাসিল॥

বয়স্য সকল তুলিয়া কমল,
সাজাইল হরি-চরণ যুগল,
প্রেমেতে গলিল নয়নের জল,
ভাসাইয়া দিল চারু বক্ষস্থল।

শারদাগমনে সব প্রফুল্লিনী,
চাতকিনী মনে আছে উল্লাসিনী,
কৃষ্ণ চাঁদে হেরি যেথা যত প্রাণী,
হ'ল উল্লাসিত আনন্দে তখনি ॥

অমঙ্গল যথা কৃষ্ণ নামে যায়,
শারদাগমনে ধরণী শুকায়,
অম্বরের মেঘ রবি না নিবায়,
হাসিল ধরণী শ্যামল শোভায় ॥

যেন মুক্ত পাপ, বাসনা বিরত,
মুনিবর ধীর, শান্ত, যোগে রত,
নীরদ নিকর শোভিল তেমত,
ধরি শুভ্র কান্তি অম্বরে বিস্তৃত ॥

গিরি-কুল-সুতা কোথা স্রোতস্বিনী,
নির্ম্মল সলিলে ভাসাল মেদিনী,
পরেছে গলেতে শ্যামল ধরণী,
মুকুতার হার আনন্দে যেমনি ॥

সরস সলিল ক্রমে শুকাইল,
সলিল চরেরা কিছুনা বুঝিল,
আয়ুঃ ক্ষয় যথা সংসারী সকল,
না পারে বুঝিতে মোহেতে বিকল !!

ঘোর মোহে মত্ত হয় যার মন,
রাখে সদা চিত্ত বিষয়ে মগন।

তেমতি সামান্ত জলচরগণ,
রবির উত্তাপে না বুঝে যাতন।

শ্যাম চাঁদ ওই নেচে নেচে যায়,
সুর-লোক-শোভা উদিত ধরায়,
বয়স্ত বেষ্টিত তারকার প্রায়,
হাসি হাসি সুখে বাঁশরী বাজায় ॥

কাননে কুসুম খসিতে লাগিল,
পুষ্প বৃষ্টি যেন দেবতা করিল,
রক্ষিতে যতনে চরণ কমল,
ফুল আবরণে ধরণী শোভিল ॥

কুসুম লতিকা অতীব সুন্দর,
হেরি বংশীধারী মোহিত অন্তর,
বসিলেন সুখে বয়স্ত ভিতর,
বৈজয়ন্তী শোভা ধরণী উপর ॥

হুলুধ্বনি দিল দেবতা-কামিনী,
জ্যোতিতে ঘেরিল স্বরগ, মেদিনী,
ইন্দ্র, চন্দ্র আসি ছাইল বিমানী,
কাঁপে নিরন্তর আনন্দে ধরণী ॥

লাগিল অপ্সরে সংগীত গাইতে,
পাখম ধরিল ময়ূরী নাচিতে,
কুরঙ্গিনী খেলে লাফেতে লাফেতে,
মোহিত প্রান্তর কূজিত কপোতে ॥

বৃক্ষ শাখা যত ফল ফুলে নত,
শোভিত শিরসে যেন ছত্র মত,
নানা রত্নে যেন রয়েছে খচিত,
হেরিছে শ্রীধরে দিয়া রত্ন শত॥

বসেছেন রাম, বামে লয়ে শ্যাম,
দুজনার চূড়া, বামেতে হেলা।
দুহাঁর কেমন, মুরতি মোহন,
রাম বর্ণ শ্বেত, শ্রীহরি কালা॥
দুজনাতে হাসে, আদরে সম্ভাষে,
দুজনার কথা বুঝিবে কেরে?
নয়নের ঠারে, কি ইঙ্গিত করে,
দেবে না বুঝেরে, অন্তে কে পারে?
কৃষ্ণ শোভা যেন, রামেতে বর্দ্ধন,
হয়েছে যেমন, আঁধারে আলো।
সাদাতে কালোতে, যুগল জ্যোতিতে,
নীরদ চাঁদেতে শোভেছে ভাল॥
ব্রজের বালকে, সৌভাগ্য আলোকে,
প্রেমেতে পুলকে, আনন্দে নাচে।
বলে জগন্নাথ, করি প্রণিপাত,
শ্রীপদ আলোকে জীবন বাঁচে॥
গুণ লেশ নাই, দোষী সর্ব্বদাই,
সে বিচার যদি করহ হরি।

জগত বাহিরে, ফেলিবে কি ক'রে,
ছার বলি সব, হব বা কারি?
অধম অধম, এ হীন জীবন
হলেও তবুত, আশ্রিত তব।
ঠেলিবে কোথায়? রাখিবে যথায়—
সেত ও চরণ—ইঙ্গিত ভব!!
যথায় রাখনা, শ্রীপদে ঠেল না,
এই ভিক্ষা করি, দয়াল হরি!
সকল সময়, ওহে দয়াময়,
তব নাম যেন করিতে পারি॥
জগতে যখন, রয়েছে জীবন,
ঐহিক সুখেতে কাটিয়া গেল।
অসার জীবনে, আত্ম, বন্ধু জনে,
ফেলিয়া বিষাদে, বিধিল শেল॥
মরণ আইলে, যখন সলিলে
অর্পিবে স্বজনে শ্রীহরি বলে।
সে কথা কি শুনে, হতভাগ্য দীনে
রাখিবে, কি বল চরণ তলে?
জনমে কদিন, হেরিনু চরণ,
মিটিল না হরি হৃদয়-সাধ।
তোমার দয়াতে, ধরেও কক্ষতে
অধমা প্রকৃতি সাধিল বাদ॥
জয় সঙ্কর্ষণ!! রোহিণীনন্দন,
তুমি কে কি ধন, কে জানে বল!

তোমার কৃপায়, ভক্ত জন পায়,
ভবেশ আশ্রয়, চরণে স্থল ॥
দয়ার আধার! প্রেম পারাবার
হৃদয়ে তোমার সতত বহে।
তুমি সদানন্দ, ভুঞ্জ কৃষ্ণচান্দ,
তোমার হৃদয়ে ভবেশ রহে ॥
তুমি হে হেরিলে, এই মহীতলে,
অধম জীবের নিরয় গতি।
নিজে জন্ম নিলে, তারিতে সকলে,
সহোদর হ'লে, আনন্দে অতি ॥
দেব অগ্রগণ্য, ওহে সর্ব্ব মান্য!
তোমার আশ্রয়ে সকলে তরে।
যারে কৃপা কর, সে লভে সত্বর,
অভয় চরণ প্রেমের ভরে ॥
কিছুই চাহি না, না আছে কামনা,
শ্রীপদ বাসনা কেবল করি।
প্রাণ তৃপ্তিকর, হে শুভ শঙ্কর!
দাও শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরি ॥
দাও ভক্তি ঢেলে, প্রাণ যাক্ গলে,
হরিপদতলে মজিহে সুখে।
দ্রব হয়ে যাই, মিলি এক ঠাঁই,
দ্রবময়ী সাথে তরঙ্গ মুখে ॥
সুরধুনী সম, পবিত্র কেমন,
অধম জীবন তখন হবে।

হরিপদতলে, সুখে গলে গলে—
তরল অঙ্গেতে চরণ ধোবে ॥
পরম আনন্দে, চরণারবিন্দে,
কেশরে কেশরে রহিব তবে।
পদছাড়া আর, না হব আবার,
ও পদ মাধুরী, ভুঞ্জিয়া সবে ॥
তোমার হে সাথে, খেলি হে যেমতে,
অশরীরী হয়ে, খেলিব নাথ!
হে আত্মারমণ! হৃদে আগমন,
করিয়া জীবন লইবে সাথ ॥
এই ধূলি খেলা, তোর সাথে কালা,
খেলিয়ে এমন হয়েছে মনে।
কোন খেলা আর, আমাদের কার,
লাগে না ভাল রে, কাহার সনে ॥
মৃণাল ছিঁড়িব, নূপুর করিব,
পরাব তোমার চরণে, হরি!
কমল তুলিয়া, চরণে সঁপিয়া,
দেখিব আনন্দে, নয়ন ভরি ॥
বংশ হে আনিব, বাঁশরী করিব,
মুরলী ধরিব, তোমার মত।
হরি হরি বলে, নাচি তালে তালে,
করিব হৃদয় শিরস নত ॥
বিপদ ভঞ্জন, পাতকী মোচন,
পতিত পাবন! হে রাম রাম!

সৃজন, পালন, তারণ, কারণ,
অনন্ত সুখের আনন্দ ধাম !!
হে পীতবসন ! কমল-নয়ন !
নবীন-নীরদ-শীতল-শ্যাম !
অপার সাগর, মহিমা তোমার,
গাইছে গভীরে ধরিয়া তান ॥
নদ নদী জল, করি কল কল,
করিছে বিভু হে তোমার গান।
বায়ু সুললিতে, নাচিতে নাচিতে,
বিটপীর সহ মোহিছে কান ॥
জলদ গম্ভীরে, গরজি অম্বরে,
করিছে কীর্ত্তন তোমার নাম।
দামিনী, মেদিনী, হয়ে প্রফুল্লিনী,
হরি বোল্ বলে, তুষিছে প্রাণ ॥
দিনে দিবাকর, নিশিতে, শ্রীধর !
তারকা, চন্দ্রমা উদয় হয়।
তব জ্যোতি লয়ে, জগতে বিলায়ে,
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখায়ে দেয় ॥
রজনী গভীরে, গায় সুমধুরে,
তোমার মহিমা ললিত তানে।
দেবতা অপ্সরে, সতত অন্তরে,
তোমারে ডাকিছে প্রফুল্ল প্রাণে ॥
অথবা হে হরি, জলরূপ ধরি,
করিছ সিঞ্চন সবার প্রাণ।

হয়ে সমীরণ, জীবের জীবন,
করিছ রক্ষণ রাঘব রাম!
বামন হইলে, বলিরে ছলিলে,
তোমার মহিমা গাইব কত?
ক্ষত্রিয় রুধিরে, পাপ ধৌত করে,
পরশুরামেতে হইলে খ্যাত ॥
শ্রাম অবতারে, রক্ষ-কুলোদ্ধারে,
তোমার যশ হে ভুবনময়।
দশাননে মারি, করুণা প্রচারি,
ঘোষিলে আপন যশের জয় ॥
হলে সঙ্কর্ষণ, রাখাল-জীবন,
সুনীল-বসন! বলাই তুমি।
রাখালের মাঝে, হেনরূপ সাজে,
নাচিছ গাইছ এ ব্রজভূমি ॥
কে নীল-রতন? কেবা সঙ্কর্ষণ?
দুঁহে দু নয়ন করিছে আলো!
প্রাণের ভিতরে, ধরি উভয়েরে,
জনম সফল করিব বল!
এস সবে ভাই, হরিগুণ গাই,
চরণে লুটাই শ্রীহরি বলে!
নাচি হরি বলে, আনন্দে উথলে,
পাষাণ পরাণ যাবে হে গলে!
দেখ সম্মুখেতে, পাবি না দেখিতে,
হবেরে মুদিতে নয়ন দুটি।

মনের মতন, করে নে পূজন,
ধরিয়ে চরণ, চরণে লুটি ॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

হেমন্তের আগমনে, নন্দের গোপিনীগণে,
প্রাণমন সঁপি হরি পদে।
স্নানে যমুনাতে যায়, হরিগুণ সবে গায়,
দিবা, রাতি চিন্তে হরি হৃদে ॥
সকলে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যায়ে, পুজে হৃদিপদ্ম দিয়ে,
মনসাধে হরিপদে মজে।
দিবা, রাতি স্মরে হরি, নয়নে নিরখে হরি,
কায়মনোবাক্যে হরি ভজে ॥
মিলায়ে ইন্দ্রিয় সব, হরি করে অনুভব,
হরি মন্ত্রে হইয়া জড়িত।
গোপীর নাহিক জ্ঞান, হরি মাত্র মন, প্রাণ,
দেহ হ'ল হরিতে মিলিত ॥
যায় যমুনায় স্নানে, ডাকে তাঁরে কায়মনে,
কোথা হরি রাখ শ্রীচরণে।
দয়াল তোমার নাম, শ্রীবৈকুণ্ঠ তব ধাম,
কত লীলা কর বৃন্দাবনে ॥

শরীর উৎসর্গ করি, লয়ে এ যমুনা বারি,
আজি প্রাণ সঁপিনু তোমায়।
তুমি তার ভবভয়, অচ্যুত, তুমি অব্যয়,
সুখময় অনন্ত, অক্ষয়!
কত দিন বল আর, রাখিবে এ অন্ধকার,
দীননাথ! করিয়া হেলন?
চক্ষু উন্মীলিত কর, হেরি তোরে বংশীধর,
আর নাহি সহেনা বঞ্চন!
কর মুক্ত হৃষিকেশ! হও হৃদয় প্রাণেশ,
ধরম, করম, তুমি গতি।
তুমি প্রাণপতি হও, পাপ, পুণ্য ভার লও,
তব পথে ফিরাও কুমতি॥
যাহা কর যে আশায়, সব তব শোভা পায়,
ঠেলা পায়, নহে তব ধর্ম্ম॥
তব পদ চিন্তা করি, হয় যাহা ভব তরি,
ভব পার করা তব কর্ম্ম॥
তোমাতে বাসনা থাক, তব পদ প্রাণ চাক্,
এই ভিক্ষা দাও গোপীগণে।
ইন্দ্রিয় হইয়া মত্ত, তোমাতে করুক নৃত্য,
আত্মা, মন মজুক ও প্রেমে॥
হৃদয়ে কপাট দিয়ে, তোমারে নিভৃতে লয়ে,
পাই যেন করিতে বিহার।
চৈতন্যেতে অনুভব, করি যেন, হে কেশব!
আনন্দ, অমৃত যে আধার॥

তব প্রেম পারাবারে, দয়ার তরণী করে,
কাণ্ডারী হইয়া কর পার।
উঠুগ তুফান জোরে, ডুবাও বিকল করে,
ধরে তুল যা ইচ্ছা তোমার॥
তোমা' সাথে ভেসে যাই, অকূল সমুদ্র ঠাঁই,
অনন্ত শয়ানে যথা থাক।
হেরি তথা প্রাণভরি, তব নাভিপদ্মোপরি,
কেমনে বিরিঞ্চি ধরি রাখ॥
দেখি চতুর্ভুজ তাঁর, বেদ বিধি অবতার,
চতুর আননে শুনি স্তব।
অরুণ বরণ শোভা, স্বরগ লাঞ্ছিত আভা,
জ্যোতির প্রভাবে দীপ্তি সব॥
তবে হেরি পদদ্বয়, চঞ্চলা অচলা হয়,
ক্রোড়ে লয়ে যে চারু চরণ।
এলায়ে শোভার রাশি, আছেন আনন্দে বসি,
স্বর্গ, মর্ত্ত ব্যাপিয়া কিরণ॥
চরণ মহিমা শুনি, বিহ্বল যোগেন্দ্র মুনি,
যোগে দেখে রহে সদানন্দে!
হেথায় পুণ্যের বলে, হেরিব পদ কমলে,
শুনিব মহেশ কিবা বন্দে॥
মিলায়ে মিলায়ে যাই, ও চরণে পাই ঠাঁই,
হৃদে রাখি দেখি মুদি আঁখি।
স্পর্শিতে স্পর্শিতে কায়, অসাড় হইয়া যায়,
গলে যায় পদ ধূলা মাখি॥

হেনস্তব করি সবে, পুলকে উথলি তবে,
হরি বলি হুঙ্কার করিল।
ক্রমেতে অবশ প্রায়, চৈতন্তে চৈতন্যময়,
অলক্ষেতে অন্তর পূরিল ॥
অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সবে, উজ্জ্বল করিয়া ভবে,
স্থিরভাবে সকলে রহিল।
নিমীলিত আধ আঁখি, ভাবেতে প্রফুল্লমুখী,
অন্তরেতে অনন্তে হেরিল ॥
বাহ্যজ্ঞান হয়ে হারা, কেহ বা পড়িছে ধরা,
কৃষ্ণ মাত্র মুখে আছে ধ্বনি।
কাঁদিয়া ভাসাছে কেহ, মৌনে স্থির কার দেহ,
কৃষ্ণ বলি কেহ উন্মাদিনী ॥
কেহ বলে বিশ্বনাথ, করি পদে প্রণিপাত,
কেন দয়া না করহ তুমি ?
এই যে শরীর মন, সম্ভূত তব চরণ,—
ব্যোম তেজ মরুৎ কি ভূমি ॥
তোমার বাঞ্ছায় যত, জীবগণ কর্ম্মে রত,
তুমি নাথ বাঞ্ছা কল্পতরু।
উদ্ভব তোমাতে হয়ে, থাকি আর কিবা লয়ে,
তুমি দেহ প্রাণের যে গুরু ॥
পেয়েছি সকল ধন, তব কৃপা হে যেমন,
গোপীগণ কিছু নাহি চায় !
সম্বন্ধ অন্যের সাথে, করে দেছ যাথে যাথে,
তাহে মন সুখ নাহি পায় ॥

তাই কিবা প্রয়োজন, লয়ে পুত্র প্রিয়জন,
যদি পাই চরণ তোমার ?
যে চরণ ঘেমেছিল, দ্রবময়ী গঙ্গা হল,
তারিতে হে দেব, দুরাচার ॥
কি করি তুষিব হরি, সেবি হইয়া কিঙ্করী,
পূরিবে কি ইথে মনোরথ ?
কি আছে উপায় আর, সুধিতে তোমার ধার ?
নাহি কিছু বিনা প্রণিপাত ॥
যে শরীর দেছ নাথ, যার তরে এ বিষাদ,
দিবা নিশি সহিছি সতত।
যার জন্য এত পাপ, এ যাতনা পরিতাপ,
তার স্থিতি কিবা অনিশ্চিত ॥
এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ, করে দেছ পাপ গেহ,
কতই যন্ত্রণা দে'ছ তায়।
তোমা জ্ঞান হারা হয়ে, মরি পাপ দেহ বয়ে,
এর চেয়ে যাতনা কি হায় ?
কত রোগ কত তাপ, কত দুঃখ মনস্তাপ,
কত কেঁদে কাটাই জীবন।
কি দুঃখ যে সহি ভবে, কে বল তা অনুভবে,
সুখ সব কেবলি বঞ্চন !
এই আশা স্রোত বহে, আনন্দ উথলে মোহে,
কত তাহে সুখের কল্পন।
স্বর্গ, মর্ত্ত যেন হাতে, আনি দেয় হাতে হাতে,
সুখোপরি সুখের ঘটন ॥

পরক্ষণে কোথা যায়, কেহ খুঁজে নাহি পায়,
একি নাথ! তোমার হে খেলা।
অকৃতি অধম হই, তব ক্রীড়া কিসে সই,
দুঃখ দাও করিয়া কি হেলা?
কাঁদাতে কি জগন্নাথ, এ দেহ দিয়াছ সাথ,
তাই কাঁদি সদা হাহা করি?
তোমা ধনে ভুলে রই, বৃথা দুঃখে দুঃখী হই,
মায়াবশে এত কেঁদে মরি॥
সহায়, সম্পদ তুমি, চিদানন্দ, সুখ ভূমি,
তোমা বিনা কেবা আছে আর?
এই ভিক্ষা দাও তবে, শরীর ধরিয়া ভবে,
যেন ছাড়া না রহি তোমার॥

গোপীকাদের যমুনা-জলে অবতরণ।

গোপীঘাটে গোপীকুল, নামিল হ'য়ে আকুল,
যমুনার জলে ধীরে ধীরে।
কালিন্দীর কাল জল, হেরি হইল বিহ্বল,
কালা চাঁদে দেখে যেন নীরে॥
(হরি) জলরূপ ধরিয়াছ, ভুবন ভাসায়ে দেছ,
প্রলয়েতে হে মধুসূদন!
বরাহের মূর্ত্তি ধরি, চতুর্ব্বেদ রক্ষা করি,
ধর্ম্ম রক্ষা করেছ তখন॥

কি ভাবি যে ধ্রুব হ'য়ে, পৃথিবী রাথ ডুবায়ে,
কি ভাবি যে তুলহ আবার।
তোমার অনন্ত মায়া, কে তার বুঝিবে ছায়া,
যোগমায়া চরণে তোমার ॥
কি সাধ্য ভাবি তোমায়; ভাবনা হারায়ে যায়,
ভবনাথ! ভবের তারণ!
তব কার্য্য কি বুঝিব, তব মত কি করিব,
কোথা সাধ্য, কোথা বা সাধন!
অনিত্য এ দেহ ধরি, তব তৃপ্তি কিবা করি,
কিছু নাথ বুঝিতে পারি না।
হারাই হারাই যেন, এই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ,
কেন নাথ কর বিড়ম্বনা?

কোথায় পলাবে, সবারে কাঁদাবে,
অকূলে মজাবে, ব্যাকুল করি।
তোমার অভাবে, হৃদয় শুকাবে,
দুঃখেতে ঝরিবে, নয়নবারি ॥
অপরূপে হরি, আছ বিশ্বভরি,
আজি সেই জলে ডুবাব কায়া।
যাহার পরশে, পাপ, তাপ নাশে,
সে জলে ডুবিয়া ঘুচাব মায়া ॥
নব দেহ হবে, মায়া নাহি রবে,
নীরদ বরণ লভিব তবে।

কালিন্দীর জল, কাল ঢল ঢল,
কালার বরণ করিয়া দিবে ॥
কূলেতে উঠিব, শিখি-পাখা নিব,
শিরসে পরিব মোহন চূড়া !
প্রেমে ঢলি ঢলি, যাব হেলি হেলি,
পরিয়া সুপীত-বসন-ধড়া ॥
রাধা রাধা বলি, বংশী রব তুলি,
মোহন স্বরেতে ভুলাব প্রাণ।
এতে যদি হয়, তব সুখোদয়,
তবেত শ্রীহরি পাইব ত্রাণ॥
এত বলি সবে, যমুনায় নাবে,
বসন রাখিয়া, তটিনী কূলে।
কি ভাবিল মনে, কে বুঝে কেমনে,
লজ্জা আবরণ, ত্যজি দুকূলে ?
সবে হরি বলে, আনন্দেতে গলে,
যমুনার জল শিরসে লয়।
বলে হে মুরারি, জলরূপ ধরি,
হৃদয় জুড়াও, অমৃতময় !
অপ নারায়ণ, জীবের জীবন,
তাহে নিমগন. হইনু সুখে।
হৃদয় বিহারি, দেখি কিবা করি,
কোন পাপে আরো, রাখিবে দুঃখে ?
জল নারায়ণ, বুঝিব কেমন,
যমুনে মগন, হইয়া ভাল।

দেহ মন তাপ, হৃদয়ের পাপ,
ঘুচাবেত সব, পবিত্র জল ॥
ভ্রমে খুঁজে মরি, হাহাকার করি,
নতুবা শ্রীহরি, কোথা না আছ?
জলরূপ ধরি, রক্ষিতে শরীরী,
ত্রিভঙ্গ মুরারি সর্ব্বত্র নাচ!

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

কি শোভা তটিনী, ধরিল তখনি,—
রূপের আলোকে পাইয়া গোপিনী!
যেন শত শশি উদিয়াছে আসি,
মুখভরা হাসি, কূলে তরঙ্গিনী!!

কমল বদনে, প্রফুল্ল হসনে,
আনন্দ সঘনে নাচিছে কেমন,
মুকুতা দশনে, বিমল কিরণে,
উজল আননে মানস রঞ্জন!

অনাবৃত শোভা, সর্ব্ব বিশ্বলোভা,
যা সৃজে বিধাতা লভেছে সন্তোষ!
যেরূপ আলোকে, নয়ন ঝলকে,
পরাণ পুলকে চমকে মানস॥

যমুনা পুলিনে গাঁথি সারি সারি,
নাবিল সলিলে রূপের মাধুরী,
এলাইয়া কেশ, এলাইয়া বেশ,
রূপের আলোকে শোভিল বিশেষ,
সুঠাম সুন্দর, মন মুগ্ধকর,
দেবতা গন্ধর্ব্ব অপ্সর কিন্নর,
সবে চাহি রয়, অমানুষীময়,
হেরি সে লাবণ্য রূপ মনোহর !!

মলয় হিল্লোলে, তটিনী উথলে,
নাচিয়া নাচায় কমল সলিলে,
সলিল লহরী নাচি নাচি চলে,
তরঙ্গিনী কূলে, পড়ে ঢলে ঢলে,
ওই দুলে দুলে, আসিতেছে কূলে,
লইতে চম্পক প্রসূন মুকুলে,
কোকিল কুহরে, কুলশাখা পরে,
ঝুরু ঝুরু করি কত ফুল ঝরে,
কত মৃগকুল, আনন্দে আকুল,
শান্ত সমীরণে কূলেতে বিচরে ॥

কতই ময়ূর, কত বিহগেতে,
মাতাইছে সেই কানন সঙ্গীতে,
কদম্ব নিকর আবৃত ফুলেতে,
পলাশ, কেতকী, হাসিছে শোভাতে,

কত গাভীকুল, আনন্দে আকুল,
সাদরে ডাকিছে সবৎস সততে।
পাদপের শোভা, কুসুম সৌরভ,
জলকণা তার শীতল বৈভব।
অনিল, সলিল, একত্রে মিলিল,
হাতে হাত ধরি, আনন্দে নাচিল।
নাচিল সরোজ, কহ্লার সহিত,
তরঙ্গের সঙ্গে হইয়া মিলিত।
দেখে পুষ্প হাসে, আদরে সন্তোষে,
কল্লোলিনী শুনে কত কি গাইল,
মধুর আলাপ, আনন্দ প্রলাপ,
মনের আনন্দে, প্রেমেতে মাতিল॥

জলকণা রাশি উড়ে লাগে গায়,
অন্তরের জ্বালা অন্তরে নিবায়,
শীতল পবনে, বলে কাণে কাণে,
দুঃখের সময় আসিও হেথায়!
বদনে সিঞ্চিব, দুঃখ নিবারিব,
সুধায় ডুবাব তাপিত হৃদয়॥

দেখাইব সবে অনন্ত আকাশ,
লয়ে যাব সেই অনন্ত আবাস,
তারকার মাঝে, পথ পড়ি আছে,
সেই পথ ধরি, যাব ধীরি ধীরি,

দেখিবে মেদিনী, উঠিয়া উপরি,
দেখিবে তারকা, শশী আছে ঘেরি,
কোথায় দিবস, কোথা বিভাবরী,
অনন্ত জীবের অনন্ত আবাস ॥

কোথা দেবলোক, কোথা চন্দ্রলোক,
কোথা সূর্য্যলোক, জ্যোতিতে আলোক,
ব্রহ্ম, শিবলোক, অসংখ্য গোলোক,
পুণ্যময়, দেব, অনন্ত আস্থান।
ধন্য কারিগুরি, দেখি ভূরি ভূরি,
হরিছে তোমারি, কি নভে ভবে,
যে দিকে বিচরি, তব মুখ হেরি,
প্রাণে প্রাণে ধরি, প্রাণেশ তবে ॥

একে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে বিমনা,
তাহে পবনের শুনিয়া কল্পনা,
বলে, "সাথে যাব, হেরিব মাধব,
এত গুণ তব, তব দাসী হব ;
দেখাও সে জন, রাধিকা-রমণ !
যাঁর পাদপদ্ম পূজে দেব সব ॥"

কেহ নাচে, গায়, জলে ভেসে যায়,
তটিনী মাঝারে কমল ফুটায়,
নয়নের তারা ভ্রমরের প্রায়,
আলো করে জল অপূর্ব্ব শোভায়।

কেহ অনাবৃত শোভা বিস্তারিয়া,
ভাসিল জলেতে সম মৃতকায়া।
সংজ্ঞাহীন হয়ে, প্রাণেশ্বরে লয়ে,
রহিল যোগেতে যোগস্থ হইয়া॥

আহা! সমুদিত পূর্ণ ইন্দুসম,
ভাসিছে জলেতে রূপ নিরুপম,
অকলঙ্ক শশী, সুধা রাশি রাশি,
বিতরিছে সুখ, নয়নে অসীম॥

সঁপি দেহ জলে, ভাবি কৃষ্ণ-কোলে,
বিভোর আনন্দে গোপিনী সকলে,
কিছু নাহি জ্ঞান, কৃষ্ণগত প্রাণ,
করি পদ-ধ্যান ভাসিছে সলিলে॥

সৌন্দর্য্য আলোকে একে নিরুপমা,
তাহে জগপতি দয়াতে সুষমা,
হৃদে সেভি তাঁয়, জলে ভাসি যায়,
যেন নারায়ণী স্বরূপ দেখায়!
না হবে বা কেন, মুরারি যখন,
রয়েছেন সেই গোপিকা-হৃদয়?
সুরলোক শোভা বদনে তখন,
কেন না ভাতিবে মোহিয়া ভুবন?

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বয়স্যগণ।

হেথা যদুপতি, জগত-রঞ্জন,
বয়স্য সমীপে আসি সেইক্ষণ,
অজ্ঞাতে বসন করিয়া হরণ,
কদম্ব উপরি করি আরোহণ,
রাখিলেন সব দেখায়ে কেমন!

বয়স্য সকলে স্তম্ভিত হইয়ে,
পুতলি সদৃশ রহিল দাঁড়ায়ে;
ব্রজপতি কেন নিগ্রহ এমন
গোপীগণে সব করেন এখন?
ওরা যে সকলে বিনা শ্রীচরণ
জানে না কিছুই, কবে না ভজন!
এদের এমন, কিসের কারণ,
আজি কৃষ্ণধন! করেন বঞ্চন?
সবে হতশ্বাস, ত্যজিয়া বিলাস
রহিল চাহিয়া গোবিন্দ বদন!

তবে কি এ সব পুতনা সদৃশী
কোন দুষ্টমতি মথুরা নিবাসী
মায়ারূপ ধরে, যমুনার নীরে,
নাশিতে এসেছে মোহিনী আকারে
রহিয়াছে হেথা পাতি' রূপ রাশি?

মায়ারূপী কেবা শকট স্বরূপ?
কিংবা তৃণাবর্ত্ত চর কংস ভূপ,
এরা যদি হয়, এখনি নিশ্চয়,
হয়ে পরাজয়, লুটাবে ধরায়!
দুর্দ্দান্ত অসুর নাম বৎসাসুর,
কিংবা বকাসুর, কিংবা অঘাসুর,
কিংবা সে ধেনুক, একত্রে আসুক,
নিমিষে এখনি, লইয়া অশনি,
দর্পহারী হরি, দর্প চূর্ণ করি,
করিবেন ত্রাণ এই বৃন্দাবন!

কারে ভয় পাই, আমরা সবাই,
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ—চরণে লুটাই!
যাঁহার প্রতাপে কালের বিলাপে
ব্রজবাসীদের কোন ভয় নাই!

এর কাছে কোন অসুরের ত্রাণ?
ভীষণ দাবাগ্নি, যার হয় পান?
হক্ না প্রলম্ব, তার সর্ব্ব দম্ভ,
করিবেন হরি—বিনাশিয়া প্রাণ!

শ্রীকৃষ্ণ।

দেখ, বলদেব, সুবল কেমন
যতেক গোপিনী আমাতে মগন!
আমার ভজন আমার পূজন,
করে সর্ব্বক্ষণ লভিতে চরণ!
তোমরাও দেখে সাধনা সবার,
কহত আমারে করিতে উদ্ধার।
আজি নেত্রে হের, কিরূপ আচার,
করে গোপীগণ! শুন দিয়া মন—
কিরূপ বচন, কহে বা এখন,
দেখিবে যখন, তাদের বসন,
করেছি হরণ, বিহারের পর!
সবে চমকিত, হইল তখন,
মনেতে করিল, হবে কি এখন,
গোপিকা সাধন, গোপিকা ভজন,
দেবতা'দুর্লভ দেখি সর্ব্বক্ষণ॥
আজি কি কারণ এরূপ বচন,
কহিলেন হরি ব্রজের রতন?

কহিতে কহিতে মদন মোহন,
বাজালেন বাঁশী বিমোহিয়া মন,
নূপুরের ধ্বনি,—বাজিল তখনি,
পুলকে সকল নীরব অমনি;

এক দৃষ্টি করি, হেরিতে মুরারি,
শুনিতে তাঁহার ললিত লহরী,
কেহ পাদ পদ্মে, কেহ মুখ চাঁদে,
রহিল চাহিয়া পড়ি প্রেম ফাঁদে ;
জগত জীবন জগত কারণ
কৃপা বিতরিতে ভুবন মোহন
আজি বৃন্দাবনে যমুনা পুলিনে
এসেছেন হরি পূরাতে সাধন ;
কিন্তু গোপি শিরে অশনি পতন !
দেখিল বসন নাহিক কূলেতে ;
কদম্ব শিখরে, মুরারির করে,
উড়িছে বসন বায়ু হিল্লোলেতে ;
অশনি পড়িল সবার শিরেতে।
নন্দের নন্দন জগত তারণ
এ জ্ঞান তখন নাহিক রহিল,
সামান্য মানব সদৃশ, মাধব
এই ভাবি তাঁরে কহিতে লাগিল।
গোবিন্দের ছল নাহিক বুঝিল ॥

গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

হে শ্যাম সুন্দর ! অন্যায় আচার,
কেন তুমি কর, ব্রজ সুধাকর !

ব্রজের মাঝেতে, উত্তম গুণেতে,
আছ বিভূষিত এ মহিপ্রচার॥
তোমারে হেরিলে, প্রাণ যায় গলে,
তাই পদতলে লুটিছে সকলে।
লই হে স্মরণ, শ্রীমধুসূদন,
কাটাই জীবন প্রেম সিন্ধু জলে॥
তাই পদ আশি, হই তব দাসী,
বড় ভাল বাসি ওহে কাল শশী!
কেন লজ্জা দাও, বস্ত্র হরি লও,
অকূলে ভাসাও, মুখে দাও মসী॥
নন্দ গোপ সুত, একি তব রীত,
হৃত বস্ত্র যত, দাও হে ফেলি।
অন্যায় করিলে, [illegible] তুলে,
দিব হে সকলে একত্রে মেলি॥
কম্প কলেবর, লজ্জা জর জর,
করিছে সুন্দর! দেখ না কেন?
ভাল যদি চাও, বস্ত্র ফিরি দাও,
তুমি যে হে লও, সহেনা হেন॥
আকণ্ঠ মগন, হয়ে কতক্ষণ,
সলিলে এখন, থাকিব বল;
হৃদি কম্প হয়, প্রাণ বাহিরয়,
আর রসময়! করো না ছল॥
কর যোড় করি, ও চরণ ধরি,
যাহে লজ্জা তরি, করহ হরি?

দাসী হই তব, হে কৃষ্ণ, মাধব!
যাতনা এ সব, দাও কি করি?
ঢেলে দেছি প্রাণ, দেহ, বুদ্ধি, জ্ঞান,
এত অপমান তথাপি কর!
সতত অন্তর, কর জর জর,
তাহার উপর, বসন হর?
বিবসনা করে, কি সুখ অন্তরে,
কহি জোড় করে, তোমার হ'বে?
যা তুমি করিবে, গোপিকা সহিবে,
প্রাণ যদি লবে, তাহাও দিবে!
অদেয় তোমায়, কাহার কোথায়,
ওহে প্রেমময়! আছে কি বল?
তুমি দেহ যাহা, বল? ভিন্ন তাহা
আর কিবা আছে—সন্তোষ স্থল?
এত বলি তবে, সকলে নীরবে,
গোবিন্দ বদন, চাহিয়া রয়।
আত্মগ্লানি কত, করি শত শত,
কৃষ্ণ পদানত, সুখেতে হয়॥

ধিক্ নারী-জন্ম, বড়রে অধর্ম্ম!
মরম সরমে জীবন বহি।
মনেতে গুমরি, মুখে নাহি ধরি,
সরম চাতুরী, সতত সহি॥

তাই হরি আজ, শিরে হানি বাজ,
নাশিতে সে লাজ, উদয় হেথা।
তাঁর বশ যেবা, সরমের সেবা,
করিবে কেমনে, নোয়ায়ে মাথা!
হয়, দাও তাঁরে, ভক্তি সহকারে,
হৃদয় ভিতরে, যা তব মন।
দেহ, মন, প্রাণ, লজ্জা, ভয়, মান,
সুখের আস্থান, চৈতন্য ধন॥
সরমের দাসী, হলে দিবানিশি,
কৃষ্ণ অভিলাষী, কেমনে হবে?
যাহার ভজন, তাহারি পূজন,
করে সর্ব্ব জন, স্বরগ ভবে॥
দেবতা তুষিতে, প্রাণ হবে দিতে,
মুখের কথাতে, কিছু না হবে!
যদি তাঁর হও, তাঁরে সব দাও।
শ্রীকৃষ্ণ ভাবিনী, হবেত তবে?
কুণ্ঠিত হৃদয়ে, অবিশ্বাসী হয়ে,
ডাকিলে সভয়ে, সেকিরে মিলে?
চাহ যদি তাঁয়, প্রাণ ঢেলে আয়,
পড়ি গিয়া, হায়! চরণ তলে!

শ্রীকৃষ্ণ।

হে চারু হাসিনী, নয়ন-রঞ্জিনী,
একি বিপরীত শুনি!
দাসী যদি হও, তবে কেন রও,
জলেতে মগনা, ধনি!
আজ্ঞা পালনেতে, যদি বিধিমতে,
মনেতে করেছ পণ!
তবে কি ভাবনা, প্রকাশি কহনা,
রক্ষিতে বচন মন॥
কোথা হতে লাজ, ওই হৃদি মাঝ,
কেমনে আইল বল?
শৈশব যখন, ছিলে সর্ব্ব জন,
এ লাজ কোথায় ছিল?
পাপ পরশনে, চিন্তাকে এমনে,
কলুষিত সদা করে।
নতুবা বসনে, বল না কেমনে,
হৃদয়ের পাপ হরে?
কোন আবরণ, লয়ে এ জীবন,
ভবেতে এসেছ বল।
তবে কি কারণে, বিনা আবরণে,
কেন না ত্যজিছ জল?

যদি হরি চাও, দুকুল ঘুচাও,
সরম করোনা আর!
আত্মা, মন লয়ে, বিরলে হৃদয়ে,
সুখে ভাস অনিবার॥
কি হ'ল সাধন, এখনো যখন,
কুমতি রহিল সব?
এ মোহের জাল, বিষম যে কাল,
কর নাকি অনুভব?
এ মায়া বসন, ত্যজিতে এখন,
মনেতে সরম হয়!
কোন আবরণে, দাঁড়াবে তখনে,
জীবন হইলে ক্ষয়?
উঠ জল হতে, [illegible] যেমতে,
কূলেতে কুলের বালা।
যার যে বসন, করহ ধারণ,
ত্যজহ সরমী জ্বালা॥
যদি না উঠিবে, বস্ত্র না পাইবে,
স্বরূপ জানিহ মনে।
অসত্য কথন, কহি না বচন,
জিজ্ঞাস বয়স্য গণে॥
কারে ভয় করি, এই বিশ্বোপরি,
কি ভয় দেখাও, সবে?
রাজ দরবারে, দণ্ডিবে আমারে,
এ ভ্রম ঘুচিবে কবে!

রাজা বৃদ্ধ অতি, তার রাগে ক্ষতি,
আমার কিছু না হবে।
আমায় শাসন, করে হেন জন,
নাহিক স্বরগ ভবে॥
যদি ভাল চাও, উঠি দেখা দাও,
এখনি বসন পাবে!
জলে উলঙ্গিনী, স্থলে লজ্জাননী,
এ ভ্রম কখন যাবে?
কার চক্ষু ঢাক, কিছু বুঝনাক,
মনেতে বিভ্রম অতি।
যে হেরে জলেতে, সে হেরে স্থলেতে,
অসীম জগত পতি!
নন্দের নন্দন করি সম্বোধন,
এখনো কি জন্য কর।
দেখ হৃদাকাশে, আনন্দে বিকাশে,
জগৎপতি পতিবর॥
নির্ম্মল সলিলে, নিমগ্ন হইলে,
নির্ম্মল হবার আশে।
কলুষিত মন, রহিল যখন,
অভীষ্ট সকল নাশে॥
পড়া পাখী যেন, কৃষ্ণ নাম গান,
দিবস রজনী করে।
ধরিলে মার্জ্জারে, জাতি শব্দ ছাড়ে,
কৃষ্ণ বিনা তবে মরে॥

ধিক্ ব্রজাঙ্গনা, হেন আরাধনা,
এমন সাধনা কর!
কৃষ্ণপদে মন, করি সমর্পণ,
লজ্জা ভয়ে কিনা মর!

পঞ্চম সর্গ।

গোপিকা বিভ্রম, নাশিতে এখন,
করিলেন হরি, বসন হরণ।
অন্তর নয়ন, হ'ল উন্মীলন,
দেখিল হৃদয়ে রাজীব-লোচন॥
তখন ত্বরিতে, উঠিল তীরেতে,
তবু, লাজ ভয়ে ঢাকিল করেতে।
জ্যো'স্নার বালা, সরমের জ্বালা,
সহিয়া চাহিল শ্রীমুখ পদ্মতে॥
নন্দসুত বলি, বিশ্বাস সকলি,
করিত গোপিনী ভগবানে ভুলি,
আজকে মুরারি, বস্ত্র সব কাড়ি,
শিখালেন সব গোপিকা মণ্ডলী।
তিনি দেবদেব, তিনি বাসুদেব,
তাঁর পদ সেবে দেবতা সকলি॥
তাঁরে যে সেবিবে, সকল ত্যজিবে,
বসনের খণ্ড নাহিক ধরিবে।

লজ্জা ভয় প্রাণ, সঁপিবে সম্মান,
ধরিতে হৃদয়ে সেই শ্রীমাধবে ॥
তাঁর নেত্র হয়, সর্ব্ব বিশ্বময়,
স্থলে জলে দৃষ্টি সর্ব্ব তুল্য হয়,
বৃথা আবরণ, বৃথা লজ্জা ভয়,
ভবেশ নিকটে নাহি শোভা পায় ॥
অগতির গতি পতিতপাবন
পতিতের পাপ করেন মোচন
গোপিকা বসন পাপ আবরণ
আজি করিলেন তাহাই হরণ ॥
বল হরিবোল, বল হরিবোল,
হরিনাম কর জীবন সম্বল,
হৃদে দিবানিশি চরণ কমল
স্মরিলে ঘুচিবে যাতনা সকল ॥
হেন ছল করি আজি বনমালি
অনঙ্গের দন্ত নাশিল সকলি
গোপিকা সকলে লজ্জায় বিহ্বলে,
উঠিল পুলিনে নত শির করি ॥
সময় বাজিল, মদন মাতিল,
মন্মথের সেনা অন্তরে কাঁপিল,
সর্ব্ব অস্ত্র লয়ে, গোপিকা সত্বরে,
শ্রীহরির পার্শ্বে দাঁড়ায়ে রহিল।
কেহ কটাক্ষেতে, শ্রীনাথে লক্ষিতে,
কেহ সহাস্যেতে শ্রীমুখ চাহিল।

অভাবে বসন, কর আবরণ,
সলাজ বদনে ত্রিভঙ্গে হেরিল ॥
ঘোরতর রণ, বাজিল তখন,
বঙ্কিম নয়ন নাহিক টলিল।
মদনের সেনা, করি রঙ্গ নানা,
কতই মোহেতে হরি বিমোহিল ॥
কোকিল সুস্বরে, মলয়ার ভরে,
যমুনা পুলিন কম্পিত করিল।
হরির চৌদিকে, গোপিকা চমকে,
জ্যোতির স্বরূপে আনন্দে ঘেরিল ॥
নিষ্কম্প অচল, ত্রিভঙ্গ চঞ্চল,
সহাস্য বদনে সকলে হেরিল।
গোপিকার মন, সানন্দে তখন,
শ্রীহরি চরণ হৃদয়ে ধরিল ॥

তখন গোবিন্দ, লভিয়া আনন্দ,
কহিল সকলে, শুন গোপীবৃন্দ,
যমুনা জীবনে, সকলে কেমনে,
বসন বিহনে, নামিলে কি মনে?
জল নারায়ণ, সে জলে কেমনে,
রহিলে এমন, বসন বিহনে?
তোমরা সকলে, কিছু না ভাবিলে,
কাত্যায়নী ব্রত, বিফল করিলে,
পুণ্য উপার্জ্জিতে, পুণ্য বিলোপিলে,
সরমা সুন্দরি! একি ঘটাইলে?

কিসে যে কি হয় কিছুই বোঝ না!
হরি পদে মন কেন সমর্পণা!
মান, অপমান, আত্ম, পর জ্ঞান
শ্রীহরি চরণে কেন গো রাখ না?
ভাল মন্দ সব দিলে তাঁর করে,
কোন শঙ্কা আর না রবে অন্তরে,
সব তাঁর হবে মন, প্রাণ সবে
নিজ বলি কিছু বলিতে রবে না॥
কর যোড় করি প্রণাম তাহায়,
যোগীন্দ্র মুনিন্দ্র যে পদে লুটায়,
অপরাধ যত হইবে গো ক্ষয়,
পাইবে হৃদয়ে প্রাণেশ-সহায়॥
কি কাজ বসনে, এ দেহ ধারণে,
লভ যদি সব মুরারি চরণে?
প্রাণ সমর্পণ করিয়া এখন
দেখ একবার কি সুখ জীবনে॥

গোপিকা, শুনিল, স্তম্ভিত হইল,
বিবসনা আছে তাহা ভুলে গেল,
কদম্বের তলে নমিয়া সকলে,
শ্রীহরি চরণ তলে, দাঁড়াইল॥
কর যোড় করি, প্রাণ, মন ধরি,
একাগ্র অন্তরে চরণ বন্দিল।

লহ হৃষিকেশ! প্রাণেশ! হৃদেশ!
বলিয়া ধরণী লুটায়ে পড়িল ॥

চিত্রিত পুত্তলি সদৃশ সকলি;
আত্মজ্ঞান হারা প্রেমে পড়ি ঢলি,
দেহ, প্রাণ, মন সংকলি অঞ্জলি
দিল শ্রীনাথের পাদপদ্মে ধরি ॥
আর নাহি জ্ঞান, আর, নাহি প্রাণ,
সর্ব্বহারী সর্ব্ব লইয়াছে দান,
গোপিনী অজ্ঞানে, নমিয়া চরণে,
মিলিয়া গিয়াছে, লভি মোক্ষ স্থান ॥
দেখিলেন হরি সন্তোষে তখন,
গোপিকা ত্যজেছে মায়ার বসন,
দিলেন তখন হয়ে হৃষ্ট মন,
যতেক বসন করিয়া যতন ॥

আজ্ঞাতে গোপিকা বসন পরিল,
সমাধি—সমান, দাঁড়ায়ে রহিল,
সবে কৃষ্ণ গত, হরি পদে নত,
হরিতে জীবন অর্পণ করিল।

সবাকার মন হরি পদাম্বুজে,
পিয়ে সে পীযূষ আনন্দে বিরাজে।
প্রাণ, মন, জ্ঞান, লজ্জা অভিমান,
সর্ব্ব সমর্পিয়া শোভে দেবসাজে ॥

জয় জগদীশ ! সত্য সনাতন !
লহ শ্রীচরণে গোপিকা এখন !
পদরজঃ করি রাখ নারায়ণ !
দীনেশ প্রাণেশ ! মদনমোহন ॥

অধমা ভাবিয়ে যদি না স্পর্শিবে,
ও চরণতলে স্থান দিতে হবে !
আছে কিবা বল অন্তথা সম্বল,
বিনা ও চরণ গোপিকার সবে ?

ব্রজের কুমারী পেয়ে বংশীধারী,
ভুলে গেল সব তাঁহার চাতুরী,
বিবস্ত্রা হইল সরম সহিল ।
যা করেন হরি ভাবিল মঙ্গল ॥

হরি মুখামৃত বচন সুধায়,
পরিতৃপ্ত প্রাণ, জীবন জুড়ায় ;
হিতাহিত জ্ঞান, লজ্জা, ভয় মান,
কিছুই রহেনা হরি যার প্রাণ ;
যা কৃষ্ণ আদেশে, মনের হরষে,
পালে ব্রজনারী ত্যজি অভিমান ॥

শ্রীহরি আদেশে সবে দেয় প্রাণ,
ছার কি বসন, আত্ম অভিমান !
হরি কৃপাবলে, ব্রজাঙ্গনা দলে,
সরম সবলে, দলি পদতলে,

প্রাণ, মন, দেহ অর্পিয়া বিরলে,
দাঁড়ায়ে রহিল পুতলি সমান ॥

জন্মেছে যেমন সরম বিহনে,
সেইমত সর্ব্ব বিসর্জ্জি এমনে,
প্রাণ-কৃষ্ণ-পদে অর্পিয়া জীবনে,
রহিল সকলে হরষিত মনে ॥

পূর্ণ, নিষ্কলঙ্ক, সুধাংশু সমান,
নিষ্পাপ হৃদয়ে রহে দণ্ডমান;
তবে হৃষীকেশ দেখি হর্ষমান,
সন্তোষে সবার, চাহেন বয়ান ॥

এত অপমানে নাহি অপমান,
যা করেন হরি সেই গোপীমান,
লহ নাথ বলি, দেহ দিয়াঞ্জলি,
চরণ চাহিয়া রহে দণ্ডমান ॥

হেরিলেন হরি সাদরে তখন,
বুঝিলেন যার, যথা আকিঞ্চন,
ধন্য সাধিব! বলি, আনন্দে উথলি,
বলিলেন ব্রজে করিতে গমন।
অভীষ্ট সাধন, যাহার যেমন,
করিব বলিয়া দিলেন বচন ॥

কৃতার্থ সকল কুমারী হইল,
ব্রজে ফিরে যেতে পদ না উঠিল;

শিরে আজ্ঞা ধরি, হরি পদ স্মরি,
হরি হরি বলি ব্রজেতে চলিল,
বাঁকা বংশীধারী হৃদে দেখা দিল !

আগত যামিনী জগতের নাথ
করিবেন দয়া লয়ে নিজ সাথ,
ভাবিতে ভাবিতে গোপিকা ব্রজেতে
চলিল ত্বরিতে করি প্রণিপাত।
গগন উথলে, ধরা ভাসে জলে,
আনন্দের অশ্রু করিয়া নিপাত ;
স্বরগ দেবতা নোয়াইয়া মাথা,
শ্রীনাথের পদে করে প্রণিপাত ॥

অম্বরে অম্বরে দুন্দুভি বাজিল,
হরি গুণ গানে সবে এক প্রাণে
স্থাবর জঙ্গম সকলে মাতিল
গোপী স্তুতিবাদে নেত্র ভাসাইল।

জয় জয় হরি মুকুন্দ মুরারি,
জয় হৃষিকেশ হৃদয় বিহারী,
জয় বাসুদেব জয় গিরিধারী,
জয় জয় জগপতি।
জয় কৃপাময়, অক্ষয়, অব্যয়
জয় সুধাময়, জগত-আশ্রয়,

জয় দীননাথ দীনের সহায়
জয় জয় দীন গতি ॥
জয় বনমালী, জয় বনচারী,
শ্রীগোপি-বল্লভ, গোপী মন-হারি,
জয় শান্তি দাতা জয় শুভ-কারি
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
জয় দানবারি, চতুর্ভুজ ধারী
কালেয় গঞ্জন, রিপু নাশ কারি
জয় সনাতন, আশ্রয় সবারি
থাকে যেন পদে মতি ॥
জয় লক্ষ্মীপতি, অগতির গতি,
সুমতি, কুমতি, সর্ব্বজীব মতি,
জয় ব্রজপতি, ব্রজাঙ্গনা পতি,
ব্রজনাথ, ব্রজ জ্যোতিঃ।
যশোদা জীবন, জয় সুবদন,
জয় বিশ্বম্ভর পতিত পাবন
জয় দয়াময় রমণী-রতন
রমানাথ রাধাপতি ॥
জয় জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্য পুরুষ
দীনের তারণ, সহায়, সাহস,
জয় ভয়-হারী ভকত আশ্বাস
দাও তব পদে রতি ॥

সম্পূর্ণ।

রাসলীলা।

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
এম্, বি, প্রণীত।

কলিকাতা,
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৩ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা।

উপহার পত্র।

পতিপ্রাণা শ্রীমতী কিরণবালা দেবী

প্রণয়াস্পদাষু—

অপার সৌভাগ্য ফলে, কৃষ্ণে মতি দিবে বলে,

অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়েছ আমার।

শিখালে ডাকিতে তাঁরে, প্রাণ কৃষ্ণে, কৃপাধারে,

প্রেম, ভক্তিভরে অনিবার॥

দিলে নাম শ্রবণেতে, প্রবেশি যা' অন্তরেতে,

সুপবিত্র করিল হৃদয়।

প্রাণ কৃষ্ণে শ্রীরাধায়, সুখ বৃন্দাবন প্রায়,

একাধারে স্থাপিল তথায়॥

অন্তর নয়ন দিল, হেরিতে সে বিনির্ম্মল,

চরণ-কমল-মোক্ষস্থান।

দিল শক্তি প্রাণ ভরি, অতুল প্রভাবে যারি,

"রাসলীলা" করি সুখে গান॥

যেরূপ করিগো গান, তোমারি গুণেতে জেন,

তোমা' মুখে তাঁর লীলা শুনি।

সুধিতে তোমার ধার, আছে সাধ্য কি আমার,

"রাসলীলা" তাহাই প্রদানি॥

তোমারি অমৃত—

ভূমিকা।

রাসলীলায় গোপিকারা সকলেই ভক্তিপূর্ণা ছিলেন। শ্রীমতী রাধা, শ্রেষ্ঠা গোপীকা, স্বয়ং ভক্তিদেবী; বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জগদ্‌গুরু। অতএব রাসলীলায়,সনাতন ধর্ম্মের যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা সমস্তই ছিল। গোপিরা সকলেই বিমুক্তাত্মা, তবে যোগমায়ার সহিত মিলিত হইয়া মানবরূপী ভগবানের সহিত যে সমুদায় ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই আধ্যাত্মিক ব্যাপার, সংসারকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লীলা মাত্র। কৃষ্ণাত্মিকা গোপীদের লীলার অর্থ কৃষ্ণগত প্রাণ না হইলে বুঝিবার নহে। সকলেই নিজের মত অন্যকে দেখে, এই কারণ অযুত সহস্র গোপিকা কেমন করিয়া কায়মনঃচিত্তে সেই পুরুষরূপী ভগবানকে নিষ্কাম ভাবে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান বুদ্ধির অতীত হইয়া পড়ে। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই এমন পূতাত্মা হইতে পারে না যে, অনায়াসেই এই দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয় বুঝিয়া লয়। আমি ভক্তচরণানুগ্রহে যাহা কিছু জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাই পদ্যে রচনা করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা পাঠ করিয়া সুখী হইলে পরম সন্তোষ লাভ করিব, ইতি।

তেলিনীপাড়া।
সন ১৩০৩।

গ্রন্থকার।

রাসলীলা আরম্ভ।

নিকুঞ্জবন।

চন্দ্রমা উদিল, বিমল হাসিল, ঝরিল কৌমুদী তায়।
অনিল নাচিল, পাদপ গায়িল, সৌরভ উড়িয়া যায়॥
রজনী সজনী, ঘাগর কেমনি, পরিয়া চলিছে নেচে।
মধুর স্বনন, বাজে সর্ব্বক্ষণ, ঝিল্লীর নিনাদ মিছে॥
মল্লিকা প্রসূনে, সাজায়ে যতনে, কোমল কনক কায়।
ছড়ায়ে মাধুরী, সুষমা সুন্দরী, সর্ব্বত্র নাচিয়া যায়॥
সুনীল অনিল, করি সাথে মিল, বেড়ায় তাহার সনে।
মধুরিমে হায়, নয়ন জুড়ায়, অপার আনন্দ আনে॥
বিধুর হাসিতে, কিরণ রাশিতে, রজনী শোভাতে ধরা।
আনন্দে নাচিছে, আনন্দে খেলিছে, হয়েছে আনন্দে ভরা॥
চন্দ্রমল্লিকার, সৌন্দর্য্য অপার, ধরণী করেছে আলো।
শত বিধু যেন, উজ্জ্বল এমন, জগত শোভন ভাল॥
হেথা মধুরিমে, গায় রিমি ঝিমে, যমুনা তুলিয়া তান।
সেথা পিক কুল, হইয়া আকুল, করিছে মধুর গান॥
মলয়া হেথায়, সুখেতে বিলায়, শীতল কুসুম বাস।
বহে ঝুরু ঝুরু, সুন্দর সুচারু, হেরিতে কুসুম হাস॥
ঝিকিমিকি জলে, উঠিছে উথলে, নবীন পল্লব যত।
রুণু রুণু করি, মন মুগ্ধ করি, করিছে শবদ কত॥
কুসুমের কুল, আনন্দে আকুল, কুসুম পতিরে লয়ে।
বনস্থলী কায়, মোহিনী শোভায়, শোভিল সুন্দর হ'য়ে॥

বন জন্তু যত, সুখে হরষিত, পাইয়া সুখের রাতি।
সবে সুখ ভরা, প্রেমমাখা ধরা, পবিত্র প্রেমেতে মাতি॥
ময়ূর ময়ূরী, যামিনী মাধুরী, হেরিল পরম সুখে।
সুষমা সাজিল, কোকিল কূজিল, ঝরিল অমিয় মুখে॥
শীতল আলোকে, জগত পুলকে, আনন্দে অবশ সবে।
তাহে ভবপতি, আজি হৃষ্টমতি, তুষিবে সকলে ভবে॥
কি দেব কিন্নর, বিশ্ব চরাচর, সকল আনন্দময়।
জগত আধার, সর্ব্ব মূলাধার, তাঁর ইচ্ছা যথা হয়॥
সবাই অধীর, আনন্দে অস্থির, কত ক্রীড়া সুখে করে।
পুষ্প সবে হাসে, লতিকা উল্লাসে, ভুজপাশে বৃক্ষ ধরে॥
অনিল সেবনে, কুরঙ্গিনীগণে, ঊর্দ্ধমুখে সুখে ধায়।
স্নিগ্ধকায় হ'য়ে, প্রিয় সঙ্গ লয়ে, আনন্দে আকাশে চায়॥
ভূমিতলে কেহ, ঢালি নিজ দেহ, রোমন্থ করিছে সুখে।
কেহ কণ্ডূয়নে, তুষি প্রিয় জনে, রহিতেছে মুখে মুখে॥
আনন্দের ধরা, আজি সুখভরা, ইচ্ছাময় আবির্ভাবে।
তাঁর দরশনে, আজি বৃন্দাবনে, পূর্ণ সুখ অনুভবে॥
সবে তাঁর তরে, প্রেমে নৃত্য করে, আনন্দ সম্ভূত যাহে।
প্রেম পারাবার, যা হ'তে সঞ্চার, সবে তুষ্ট হেরি তাহে॥
অখিল কারণ, বিশ্ব বিমোহন, নিজের মায়াকে সৃজে।
সে মায়া কেমন, ভুঞ্জিতে এখন, আবির্ভূত আজি ব্রজে॥
যোগমায়া ভবে, মোহিতে সাধবে, মহামায়া কায়া ধরি।
কত ক্রীড়া করি, পূজেন শ্রীহরি, হরিপদ সদা স্মরি॥
কিসে মুগ্ধ হন, সেই সর্ব্বক্ষণ, তাঁহার হৃদয় আশা।
হরি তাঁর প্রাণ, হরি তাঁর জ্ঞান, হরিপদ ভালবাসা॥

এক হরি বিনা, হৃদয়ে নবীনা, কিছুই নাহিক রাখে।
প্রাণ বায়ু সাথে, আত্মাতে আত্মাতে, হরিতে মিলিত থাকে॥
প্রেমময়ী রাই, থাকে সর্ব্বদাই, ঐহিক সকল ভুলি।
নিদ্রা জাগরণে, শ্রীহরি স্মরণে, লয় সে চরণ ধূলি॥

নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ।

মোহন উপলে, কদম্বের তলে,
বসেছেন হরি বাঁ পদ তুলে।
দক্ষিণ চরণ, রয়েছে কেমন,
বিশাল লোহিত সরোজ ফুলে॥
সম্মুখেতে হাসি, আনন্দ বিকাশি,
শোভে পূর্ণশশী রূপেতে কত।
নীলকান্ত মণি, সুষমার খনি,
স্বর্গীয় শোভায় সম দিনমণি,
তুলি সুললিত মুরলীর ধ্বনি,
আছেন মাধব প্রেমেতে নত॥
নিস্তব্ধ সকল জীবিতের দল,
ঝিল্লিও নিঃশব্দে রয়েছে অচল,
মলয় কেবল হইয়া চঞ্চল,
নাড়িছে শ্রীহরি অলকা কুন্তল।
চৌদিকে ফুটেছে ফুল অগণন,
মধুর সুবাসে করিয়ে মগন,
কেতকী হসনে বন উপবন,
আনন্দে অধীর হতেছে কেমন!

কোথাও মল্লিকা, কোথা বেল ফুল,
কোথা গন্ধরাজ, জাতি সমতুল,
রজনী গন্ধতে কোথা বনাকুল,
বিতরে আনন্দ সুষমা অতুল।
মেদিনী আনন্দে কুসুমের দামে,
ঢাকিয়াছে কায়া পূরাইয়া কামে,
নব দূর্ব্বাদল শ্যামল কোমল,
তদুপরি আহা! সদৃশ উৎপল,
অশেষ বরণ ফুল অগণন,
ফুটেছে আমরি শ্রীহরি কারণ,
দর্শন কারণ আজি শ্যামধন,
করেছেন সুখে বিপিনে গমন॥

মুরলী বাজিল, গগন ভেদিল,
কত মহামুনি শ্রীহরি স্মরিল,
সন্ধ্যা সমীরণ, করিয়া বাহন,
নভঃ হতে তথা ত্বরিতে নাবিল।
কেহ পারিজাত, করি নিজ হাত,
স্বর্গীয় কুসুমে শ্রীপদ ঢাকিল,
প্রাণ সমর্পণ, করিয়া কেমন,
পরম আনন্দে চরণ পূজিল॥
ফুলদল দিয়ে, আনন্দে মাতিয়ে,
সাদরে শ্রীনাথে কেহবা ঘেরিল,
চরণ কমলে, দিয়া শতদলে,
কত মহামুনি শিরষ নমিল।

অগুরু চন্দন, করি বিলেপন,
কেহ প্রেমানন্দে হেরিতে লাগিল।
সকলে সমান, কৃষ্ণগত প্রাণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি নেত্র ভাসাইল॥
এখনো সে বংশী সন্ধ্যা সমীরণে,
শ্রীহরি নিকটে ডাকে জীবগণে,
পূজিতে তাঁহারে, প্রেম অশ্রুহারে,
অর্পিতে হৃদয় কমল লোচনে।
যে শুনে, সে জানে, সেই প্রেমরব,
যে স্বরে এ বিশ্ব বিমোহিত সব,
যে না শুনে কানে, ধিক! তার প্রাণে,
মাধব-মুরলী বিশ্বের বৈভব॥
তাই জীব সব, রয়েছে নীরব,
তাই মুগ্ধ সবে শুনি বংশীরব।
বিশ্ব বিমোহন, কাড়ি প্রাণ মন,
বাজা'ছে মুরলী আনন্দে কেশব॥
সকলে আকৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণমোহনে,
দেহে মাত্র প্রাণ ধরেছে জীবনে,
সেই বংশী শুনে হেরিতে সে ধনে,
আসিছে আনন্দে স্মরি শ্রীচরণে॥
বাঁশরী থামিল, নিস্তব্ধ হইল,
কিন্তু হৃদি-মাঝে সে স্বর রহিল,
অন্তর আলয়ে সুমধুর লয়ে,
হরি হরি করি খেলিতে লাগিল।

রোমাঞ্চ তখন সবার হইল,
কম্প স্বেদে বপু অবশ করিল,
তারি প্রাণ সুখে শ্রীহরি লভিল,
যার কর্ণে বংশীধ্বনি প্রবেশিল ॥
তবে মুনিগণে, প্রণমি চরণে,
উঠিয়া দাঁড়াল চৌদিকে ঘেরি,
স্বর্গীয় জ্যোতিতে উজলি ক্ষিতিতে,
আনন্দের ছবি বিকাশ করি ॥
হেরিল সকলে, সে পদ কমলে,
অচল ভক্তিতে শিথিল হ'য়ে।
যার মাধুরিমা, নাহি আছে সীমা,
রবি শশী হাসে যে জ্যোতি লয়ে ॥
উন্মত্তা কমলা, হইয়া অচলা,
যে পদ সেবিতে বিহ্বলা হন,
আদ্যাশক্তি যিনি, বিশ্ব-স্বরূপিণী,
যে পদ ধ্যানেতে নিয়ত রন ॥
নিয়তি যাহায়, সতত সেবায়,
করযোড় করি দাঁড়ায়ে আছে।
অনন্ত সময়, নাচিয়া বেড়ায়,
সুখেতে যে পদ-কমল কাছে ॥
সৃষ্টি দক্ষিণেতে, প্রলয় বামেতে,
নিজরূপ ধরি শোভিছে কিবা।
পুণ্য সম্মুখেতে, অসীম সুখেতে,
সেবিছে সতত কি নিশি দিবা ॥

সম্মুখে আকাশ, লভেছে বিকাশ,
রবি, শশী তাহে কতই হাসে।
কোটী কোটী তারা, আছে সবে ধরা,
সেই স্বপ্রকাশ নয়ন পাশে॥
শূন্যে স্থূল হয়, নিমিষে উদয়,
জড়, জীবচয় ইচ্ছায় তাঁর।
জীবের আধার— তিনি বিশ্বাধার ;
নিজের প্রতিষ্ঠা সৃষ্টিতে যাঁর॥
স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ, জীবাত্মার গেহ,
যাঁহার ইচ্ছায় উদ্ভব হয়।
যাহে স্থিতি হয়, লইয়া মায়ায়,
যাঁহাতে আবার পায় সে লয়॥
যিনি সর্ব্বত্রেতে, অনন্ত রূপেতে,
অনন্ত স্থানেতে, ব্যাপিত হন।
পরমাণু রূপে, ব্রহ্মাণ্ডের কূপে,
সৃষ্টি-বীজ রূপে, অলক্ষ্যে রন॥
গ্রহ চন্দ্র রবি, এ বিশ্বের ছবি,
এই পরমাণু প্রকাশ করে।
অমর, কিন্নর, রক্ষ, যক্ষ, নর,
কালের কোলেতে কায়াকে ধরে॥
নিরাকার হয়ে, আধার আশ্রয়ে,
কতই আকার ধরেন হরি।
বিশ্ব বিমোহন— জগত কারণ,
আকারে তাঁহার মহিমা স্মরি॥

ভ্রান্ত জীবচয়, মায়া মোহে রয়,
সেই দেবদেবে ভুলিয়া যায়।
পরমার্থ জ্ঞান, না করি সন্ধান,
ঐহিকের সুখ সতত চায়॥
জটিল ব্রহ্মাণ্ড, কে বুঝে এ কাণ্ড?
বুদ্ধির অতীত হইয়া রয়।
যাহে বিশ্বপতি, আনন্দিত অতি,
তার, লয় স্থিতি অজ্ঞেয় হয়॥
দেহ কারাগার, পশিয়া আত্মার,
ঘোর মোহ হায়! সম্ভূত হয়।
কিছু সাধ্য নাই, তবু সর্ব্বদাই,
কতই প্রভুত্বে নিয়ত রয়॥
প্রতি বেণু বার, অনিত্য অসার,
প্রা . ক্ষণে যার, বিধ্বংস আসে।
একি চমৎকার, সেই দেহ সার,
নিত্য বলি বোঁধ, হয় রে কিসে?
কত অহঙ্কার, কত মায়া আর,
কত লোভ, ক্ষোভ হৃদয়ে হয়।
কত কাম, ক্রোধ, ভ্রমে, নিত্য বোধ,
জ্ঞানেতে! তথাপি কেমনে রয়॥
অহো বিশ্বপতি! ধন্য তব মতি,
ইচ্ছামত তব ব্রহ্মাণ্ড হয়।
তোমার হে মর্ম্ম, জানা নহে কর্ম্ম,
তোমার ইচ্ছার হউক জয়!

গোবিন্দের রূপ দর্শন।

দেখিল আনন্দে, সেই শ্রীগোবিন্দে,
যাঁরে ধ্যানে, জ্ঞানে না যায় ধরা।
অপরূপ রূপ, আনন্দ স্বরূপ,
মদন মোহন, জ্যোতিতে ভরা॥
কিবা পদ নখে, বিরাজে পুলকে,
শশাঙ্কের লেখা, সুধার রাশি।
মন মুগ্ধকারী, আনন্দ লহরী,
কোকনদ পদে খেলিছে হাসি॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, হইতে পীযূষ,
অবিশ্রান্ত সুখে ক্ষরিছে তায়।
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, বিরিঞ্চি, দেবেন্দ্র,
কত সাধনায় সে সুধা পায়॥
চরণ আলোকে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে,
মাতায়ে পুলকে ডাকিছে সদা।
তাহে সুমধুর, সুবর্ণ নূপুর,
মন-মুগ্ধকর, আনন্দপ্রদা॥
রুণু রুণু ধ্বনি, প্রবেশে যখনি—
হৃদয়ে, তখনি অবশ করে।
প্রাণ গলে যায়, শুনিয়া তাহায়,
অবশ হৃদয় উথলে ধরে॥

চাহিনা কিছুই, চাহি স্বধু ওই—
চরণ কমল, কমলা-নিধি !
দিবে যদি দাও, হৃদয় জুড়াও,
আশা হে পূরাও, বিধির বিধি !
পরা পীতবাস, নয়ন বিলাস,
হৃদয়ে আশ্বাস, প্রদান করে ।
টানে সদা মন, হেরিতে চরণ,
অর্পিতে জীবন, প্রেমের ভরে ॥
ক্ষীণ কটিদেশ, সুন্দর বিশেষ,
কনক কিঙ্কিণী কি শোভা ধরে।
কমনীয় কান্তি, হৃদয়ের ভ্রান্তি,
স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে তামস হরে ॥
কিবা মনোহর, ভক্ত তৃপ্তিকর,
ভৃগু পদরেখা বক্ষের মাঝে ।
ভক্তের অধীন, তিনি চিরদিন,
এ কথা কেবল তাঁহাকে সাজে ॥
বনমালা গলে, আলোকে উজলে,
কাল রঙ্গে ভাল সৌন্দর্য্য ধরে ।
কৌস্তুভ মণিতে, ভূষিত বক্ষেতে,
দোলে আনন্দেতে, প্রেমের ভরে ॥
মঙ্গল জ্যোতিতে, তাঁর চৌদিকেতে,
বিজলী লহরী, রেখেছে ঘেরে ।
নভে, ভবে কিবা, সদা করে দিবা,
ভকত মনেতে আনন্দে হেরে ॥

দয়ার আধার, ভবকর্ণধার,
যেরূপে যখন প্রকাশ পায়।
তাহা বর্ণিবার, সাধ্য আছে কার,
যে হেরে, চরণে মিলায়ে যায়॥
শ্রীমুখমণ্ডলে, কোটী ইন্দু খেলে,
মন প্রাণ গলে হেরে সে ছাঁদ।
আর কি নয়ন, ছাড়ে সে বদন,
সর্ব্বস্ব যে ধন, প্রেমের-ফাঁদ॥
অলকা, তিলকা, সুধা মাখা মাখা,
নয়ন বঙ্কিম মাঝারে তার।
ভাবে ঢল ঢল, নয়ন কমল,
হাসি সুমধুর বদনে তার॥
আজি নিরাকার, ধরিয়া আকার,
সাকার মাঝারে শোভিত রয়।
না জানি কি মনে, এসে এই বনে,
রাধে! রাধে! করি ঘোষিছে জয়॥
ধর্ম্ম প্রচারিতে, জীব উদ্ধারিতে,
মধুর মূরতি ধরিয়া হরি।
বংশী বাজাইয়া, মন আকর্ষিয়া,
আছেন বসিয়া কিশোরী স্মরি॥
বলয় শোভিত, করে সুললিত,
লীলা নীলোৎপল সাদরে ধরে।
আপনার মনে, আপনি কেমনে,
ঘুরা'ছেন তারে প্রেমের ভরে॥

ক'রেছেন আলো, সর্ব্ব ভূমণ্ডল,
সর্ব্ব হৃদয়ের পরম ধন।
করুণা তাঁহার, অসীম অপার,
বহিছে অনন্ত সাগর বন॥
মদনমোহন, রূপেতে এখন,
গোপিকার মন ছলিতে হরি।
নিরুপম শোভা, সর্ব্ব মনলোভা,
রহিলেন তথা বিকাশ করি॥

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গীত।

কোথা নটবর, প্রাণের দোসর, দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ।
তোমার কারণ, কাতর জীবন, এ বিপদে কর ত্রাণ॥
সম্পদ বিপদ, পরম আস্পদ, ও পদে সমান গণি।
না জানি ধরম, না জানি করম, হে প্রাণ-বিভব-খনি॥
মিনতি সতত, করি বিধিমত, সঁপিনু জীবন পদে।
বড় আশা করি, কহিব কি হরি? না ফেল কলঙ্ক হ্রদে॥
যথায় রাখিবে, অধমা রহিবে, শ্রীপদে হইয়ে নত।
নাহি দেখা দিবে, হৃদয় কাঁদিবে, রহিবে তোমাতে রত॥
দেখি দেখি করি, রহি পথ ধরি, হেরিতে মোহন বেশ।
কোথা দিয়ে গেলে, রাখি সবে ফেলে, নাহিক দয়ার লেশ॥

বৃন্দার খেদ ও গোপিকার আত্মসমর্পণ।

জয় জগন্নাথ, করি প্রণিপাত, গ্রহণ করহে সবে।
আজি কথামত, ব্রজাঙ্গনা যত, শ্রীপদে রাখিতে হবে॥
আশ্রয় বিহীনা, অতি দীনহীনা, তোমারে লভিতে হ'ল।
পতি পুত্র মুখ, সংসারের সুখ, ত্যজিল আশার স্থল॥
বিষাদ সাগরে, অসার সংসারে, চরণ আশ্রয় দেখে।
সর্ব্ব বিসর্জ্জন, করিল এখন, গোপিকা কলঙ্ক মেখে॥
আর কেহ নাই, ত্রিজগত ঠাঁই, দয়াময় তুমি দেখ।
আত্মজন এবে, বৈরী সবে ভবে, তুমি হে চরণে রেখ॥

তোমায় লভিতে, সর্ব্বস্ব ত্যজিতে, পরম আনন্দ হয়।
অসহ অসুখ, হয় পূর্ণ সুখ, কি কহিব ইচ্ছাময়!
এ দেহ তোমার, তারে উপহার, তোমারি চরণে দিব।
জগতের পতি, অগতির গতি, কলঙ্ক মাথায় নিব॥
এই দুই করে, ধরিব আদরে, চরণ কমল দু'টি।
হৃদয়ে লইব, সাধ মিটাইব, সর্ব্বাঙ্গ ভূমেতে লুটি॥
নয়নে হেরিব, ও পদ বিভব, আর না হেরিব কোন।
মাথার ভূষণে, বাঁধিব যতনে, তোমার চরণ ধন॥
হৃদয়ে ধরিব, আর না ছাড়িব, চরণে মিশিব তব।
সব ভুলে যাব, ওহে শ্রীমাধব, ভব ভয় বৃথা সব॥
তোমার হইয়ে, এ বিশ্বে আসিয়ে, কেমনে পরের হই?
তুমি যে আমার, ভুলি সেই সার, অসারে মজিয়া রই?
হৃদয় মাঝারে, ধরিলে তোমারে, কলঙ্ক ইহাতে হয়।
পতি পুত্র লয়ে, দাসী সম হ'য়ে, থাকা হে কলঙ্ক নয়!
ঘোর ব্যবহার, মায়া অন্ধকার, তাতেই বিষাদ এত।
মজিয়া থাকিব, তোমারে ভুলিব, মোহের বাসনা যত॥
সংসার চিন্তায়, হারালে আত্মায়, তাহে না কেহই দোষে।
যত দোষ হায়! ও পদ সেবায়, জগৎ তাহাতে রোষে॥
নিবিড় নিকুঞ্জে, তোমাকে হে ভুঞ্জে, যত যোগীজন সুখে।
কব কিবা আর, হ'ল অভিসার, সেই কুঞ্জ সর্ব্বমুখে॥
তোমায় ভাবিতে, সকল ভুলিতে, হয় হে জগতপতি।
তাই হ'ল কিনা, অধর্ম্ম কামনা, এমনি লোকের মতি॥
নারী বলে তাই, কোন কথা নাই, সকল বচন খাটে।
সহস্র পুরুষে, পরম পুরুষে, মিলিছে কিছু না রটে॥

যার মনে যাহা, সে কহুক তাহা, কিছুই দোষ না আসে।
তবে দুঃখ হয়, হৃদয়ে উদয়, হরি দূষে যদি হাসে॥
দেখ ব্রজাঙ্গনা, কিরূপ কামনা, সদাই হৃদয়ে করে।
দেখ তারা কার, ভবকর্ণধার, কাহারে পতিত্বে বরে!
ছার এ জীবন, কি জন্য ধারণ, বল না কাহারি তরে;
যদি না প্রাণেশ, তোমার উদ্দেশ, নাহিক হৃদয়ে করে?
বহু পুণ্যফলে, নাথ! ধরাতলে, তোমায় সাকার দেখি।
ও রূপ মাধুরী, সর্ব্বমুগ্ধকরী, হৃদয়ে চিরিয়া রাখি॥
ধ্যানে জ্ঞানে হায়, ধরা নাহি যায়, যাহার সৌভাগ্য ছবি।
সেই নিরুপম, পুরুষ উত্তম, ব্রজের গৌরব রবি॥
কি আছে আমার, দিব উপহার, সকলি পেয়েছি পদে।
তবু দেহ মন, করি সমর্পণ, মিটাইব আজি খেদে॥
এ দশ ইন্দ্রিয়, অতি বড় প্রিয়, তোমার চরণে দিব।
বলি হরি বোল, দিব বক্ষ কোল, চরণ পঙ্কজ নিব॥
বাক্যতে মনেতে, দেহেতে জ্ঞানেতে, রেণুতে রেণুতে ধরি।
মিশাইয়া, ওরে! আস্বাদিব তোঁরে, এ দেহে ভালরে করি॥
আজি নিরাকারে, ভুঞ্জিব সাকারে, মিটায়ে মনের সাধ।
মানস নয়ন, করি দরশন, ঘুচাবে উভয় বাদ॥
যা হ'তে উদয়, আজি তাহে লয়, করিব এ দেহ মন।
কৃতার্থ হইব, স্বরগ ভুঞ্জিব, অবনীতে অনুক্ষণ॥
দিয়া দেহ মন, করিব সাধন, যে সাধ মনেতে হায়।
চরণের সুধা, মিটাইয়ে ক্ষুধা, আস্বাদ করিব তায়॥
তুমি দয়া করি, লবে করে ধরি, তোমার ক্রোড়েতে তবে।
পার্থিব ভুলিয়ে, জ্ঞানে লীন হ'য়ে, আলিঙ্গিব সুখে সবে॥

তুমি, আমি জ্ঞান, আত্মা অভিমান, আর না কিছুই রবে।
আকারে আকারে, জ্ঞানে একাকারে, অনন্ত মিলন হবে॥
তারব্রহ্ম রূপে, ঘোর মোহকূপে, আছে যে অধম হরি।
করিবে প্রচার, দয়া সে তোমার, বিশ্বচরাচর ভরি॥
নাম তব লয়ে, ঘোষিবে নির্ভয়ে, জগত আনন্দে মাতি।
কিবা রবি শশী, তারকা রূপসী, গাইবে দিবস রাতি॥
এই দেখ হরি, তব নাম করি, এ দেহ দিলাম তোরে।
ইচ্ছা হয় নাও, কিম্বা ফেলি দাও, শ্মশানে মশানে এরে॥
আসুক দুর্গতি, যথা তব মতি, কাঁদিব ও নাম ধরি।
হরি দয়াময়, বিপন্ন আশ্রয়, তব নামে যাব তরি॥
নামের গুণেতে, অভাগী এ মতে, পাইবে বিপদে ত্রাণ।
অনাথা তারণ, পতিত পাবন, চরণে লইবে স্থান॥
অপরাধ কত, করি শত শত, সে সব গণিলে তুমি।
না থাকে আমার, স্থান রহিবার, জগৎ তোমার ভূমি॥
দোষ পদে পদে, করিছে শ্রীপদে, ঘৃণিত অধম হ'য়ে।
তাহা যদি ধর, ভস্মীভূত কর, এ ছার হৃদয় ল'য়ে॥
সৃজেছ হে তুমি, রক্ষিবে হে তুমি, তোমার ধরম মানি।
কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম, ওহে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তোমা বই নাহি জানি॥
তুমি যাহা কর, ওহে বংশীধর, সেই ত ধরমময়।
তুমি হে রক্ষিলে, অনন্ত অখিলে, ধরম রক্ষিত হয়॥
আজি দীননাথ, করি প্রণিপাত, কৃপা কর অধমেরে।
দুস্তর সাগর, তুমি পার কর, পদতরি দিয়া মোরে॥

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ।

গোপীরা বংশী শ্রবণে।

বুঝিয়া হৃদয় আশ, গোপীকার সহবাস,
আজি ইচ্ছাময় ইচ্ছা করি।
অপূর্ব্ব বাঁশরী রবে, হৃদয় আকর্ষি সবে,
রহিলেন আনন্দে শ্রীহরি॥
হৃদয়ে পশিল বেণু, হ'ল মুগ্ধ মন তনু,
আত্মহারা গোপিকা হইল।
গোকুলে যে যথা রও, কৃষ্ণদাস দাসী হও,
এই রব হৃদয় ভেদিল॥
সঘন বেণুর নাদে, নাচিয়া পরমাহ্লাদে,
ধন জন ত্যজি লাজ ভয়।
ত্বরায় চলিল তথা, বাজিছে মুরলী যথা,
করিয়ে ধ্বনিতে বিশ্ব জয়॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি, মুরলী সঙ্গীত তুলি,
প্রেমে হরি নাচিতে লাগিল।
আপনি মত্ত যে রবে, উন্মত্ত করিল সবে,
তাঁর নৃত্যে সকলে নাচিল॥
রাধা বই নাহি আর, ত্রিকোটী বিশ্বমাঝার,
তাই রাধা বলে মোর বাঁশী।
কেমনে তোমারে পাব, তব ঋণ শোধ দিব,
প্রাণ আছে তব পথ আ'শি॥

বেণু রবে জ্ঞানহারা, কৃষ্ণ হৃদে হেরে তারা,
কৃষ্ণ বলি চলিল উল্লাসে।
যে কার্য্য করিতেছিল, বংশী রবে বিস্মরিল,
ছুটিল সব হরিপদ আশে ॥
না আছে চৈতন্য কার, ত্যজিল স্বর্ণ সংসার,
বারেক না ভাবিয়া তাহায়।
এমনি একাগ্র মন, তিলমাত্র বিলম্বন,
না সহিল যাইতে তথায় ॥
কোন পথে কোথা যায়, কিছু নাহি জানে তায়,
তবু যায় নিরাতঙ্ক চিতে।
বিপদ ভঞ্জন হরি, তারে সবে দয়া করি,
হাতে ধরি থাকেন রক্ষিতে ॥
তিনি না দেখালে পথ, কে পায় তাঁহার পথ,
ধন্য গোপী ধরেছ জীবন!
সুখে হরি ধরি বুকে, চল তুমি স্বর্গ সুখে,
তোরে হরি করিছে রক্ষণ।
ওই শুন বাজে বাঁশী, কোথা কৃষ্ণ অভিলাষি!
দেখা দিয়ে রাখ ওহে প্রাণ।
ওই শুন রাধে বলি, আনন্দে পড়িছে গলি,
যেই হরি করে সর্ব্ব ত্রাণ ॥
কৃষ্ণ অভিলাষী যারা, কেমনে রহিবে তারা,
আজি হরি ডাকিছে যখন।
এই হেতু যেথা যত, ছিল কৃষ্ণ অনুগত,
শুনি বংশী ধাবিল তখন ॥

আগু পাছু না ভাবিল, কৃষ্ণপানে প্রধাবিল,
কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে ধরিয়ে।
পথে কত গোপী যায়, কেহ নাহি কারে চায়,
এত মুগ্ধ শ্রীহরি স্মরিয়ে॥
একই ধেয়ানে চলে, নিজ ভাবে প্রাণ গলে,
যত যায় বংশীধারী কাছে।
অপরূপ বেণুস্বরে, হৃদে কৃষ্ণ নৃত্য করে,
গোপী মুগ্ধ, ধায় স্বর পাছে॥
লজ্জা, ভয় পরিহরি, কৃষ্ণ-পথ অনুসরি,
গোপাঙ্গনে সকলেই ধায়।
কি ভয় তাহার আছে, ভবভয় যার কাছে,
আপনা আপনি লয় পায়?
কোন বাধা নাহি রয়, বন্ধন ছেদন হয়,
যেই কৃষ্ণ নাম মাত্র করি।
আজি ব্রজে সেই হরি, উদ্ধারিবে ব্রজপুরী,
কার সাধ্য রাখে গোপী ধরি?

কৃষ্ণ সমীপে গোপীদের গমন।

চরণ পাইতে, গোপিরা ত্বরিতে,
ধাবিল সবেতে, কাননে তবে।
পতি, পুত্র, পিতা, কার বন্ধু, ভ্রাতা,
না পারে নিরস্তা, করিতে সবে॥

ধরিবে কাহারে? সবে একেবারে,
হরিপদ স্মরে, উন্মাদ প্রায়।
কে করে বন্ধন? ভবেশ যখন,
বন্ধন মোচন, করেন হায়॥
যাহার মায়ায়, ধরি হেন কায়,
কতরূপে হায়, সময় যায়।
হাসিতে, কাঁদিতে, সঞ্চিতে, বঞ্চিতে,
লাভেতে, ক্ষতিতে, বিফলে হায়!
আজি গোপিকায়, রোধিল সবায়,
পতি বা পিতায় প্রবোধ দিয়ে।
তিল অদর্শন, প্রমাদ কারণ,
আজি সে বদন দেখেনা চেয়ে॥
একান্ত যাহারা, পড়িলেক ধরা,
হইয়া কাতরা ত্যজিল প্রাণ।
অন্তরে পাইল, শ্রীকৃষ্ণে মিলিল,
কেহ বা লভিল করিয়া ধ্যান॥
অপূর্ব্ব মূরতি, আজি ব্রজপতি,
মোহি স্বর্গক্ষিতি আছেন যথা।
অনঙ্গ মোহিনী, ব্রজের কামিনী,
সম সৌদামিনী মিলিল তথা॥
বিদ্যুতের মালা, এমতি উজলা,
চৌদিকে আসিয়া হেরিল হরি।
কি শোভা কহিব, উপমা কি দিব,
মানসে হেরিব নয়ন ভরি॥

পেয়ে দরশন, দুর্ল্লভ চরণ,
সার্থক জীবন করিল বোধ।
হেরিতে লাগিল, আনন্দে গলিল,
নয়ন ভাসিল, কণ্ঠও রোধ ॥
তৃপ্তি-লাভ করি, হেরি প্রাণভরি,
সেই দেবদেবে প্রণাম করে।
লয় পদধূলি, হৃদে, শিরে তুলি,
লুটায় ধরণী প্রেমের ভরে ॥
কি করে জানে না, বচন সরেনা,
গদ গদ ভাবে শ্রীমুখ চাহে।
কৃতাঞ্জলি করি, গলে বস্ত্র ধরি,
প্রফুল্ল বদনে চাহিয়া রহে ॥
কেহ নেত্র মুদি, সে মধু মূরতি,
হেরিতে লাগিল বিকল হয়ে।
কেহ কৃষ্ণ বলি, আনন্দে উথলি,
পড়িল চরণে তুলসি দিয়ে ॥
জয় কৃষ্ণচন্দ্র, জয় শ্রীগোবিন্দ,
হের হের নাথ কৃপা হে করি!
অধমা রমণী, গোপিকা কামিনী,
নাহি কিছু জানি, জানত হরি ॥
ভজিলে তোমায়, দুঃখ দূরে যায়,
সবারি মুখেতে শুনিতে পাই।
তাই তব পদে, এড়াতে বিষাদে,
অধমার স্থান পাইতে চাই ॥

কোথাও যাবনা, কারে ভজিব না,
ভজনার ধন শ্রীপদ হয়।
করযোড় করি, আর কেন হরি,
এতেক বঞ্চনা উচিত নয়॥
পাছে ভজি ব'লে, কত শত ছলে,
কত লোভ দিয়ে, দূরেতে রাখ।
কৃপণতা কেন, কব তুমি হেন?
কৃপা করি দেব বারেক দেখ॥
আবিরের সাজ, করে দিব আজ,
নীরদ বরণ ঢাকিব তব।
ব্রহ্মমূর্ত্তি করি, হেবিব শ্রীহরি,
কদম্ব কুসুমে পূজিব সব॥
চন্দ্রমল্লিকার, স্তবক মাঝার,
তোমারে সাদরে রাখিব ধরি।
পারিজাত ফুল, হেথা অপ্রতুল,
মন পারিজাতে পূজিব হরি॥
এই ধরাতলে, তুমি হে আনিলে,
আনিলে কি বলে, তুমিই জান।
পতি, পুত্র দিলে, কত কি স্বজিলে,
কারে রাখ, কার বধছে প্রাণ॥
কাঁদি কার তরে, হাসি বা কেন রে?
দয়াময় হরি তোমার খেলা!
কেহ কার নয়, তবু নিজ হয়,
আত্মা ভুলে রয়, মায়ার মেলা॥

নিজ দুঃখে এত, হইনা বিব্রত,
আত্মীয় স্বজন নিমিত্ত যত।
নিজের উপায়, নাহি করি হায়!
পর তরে হায়! কেন রে রত?
কি কৌশল তব, কি রূপেতে কব,
এ ভ্রম কেন যে হৃদয়ে দাও।
ভুলাইয়া রাখ, দেখে নাহি দেখ,
অধম বলি কি নাহিক চাও?
তবে গোপীগণে, সজল নয়নে,
করে প্রণিপাত শ্রীহরি পদে।
চরণ কমল, দেখে অবিরল,
তবু আশা কার মিটে না হৃদে॥
কি যেন টানিছে, নয়ন কাড়িছে,
তাই দু-নয়ন ফিরেনা আর।
মন, প্রাণ হারা, যেন মাতোয়ারা,
শ্রীপদ পীযূষ করেছে সার॥

গোপিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

ভাঙ্গিতে গোপিকা ধ্যান, কৌতুকে বংশীবয়ান,
হাসি হাসি কহিতে লাগিল।
কেন গো সবে আসিলে, এ ঘোর নিশীথকালে,
কি বিপদ ব্রজেতে ঘটিল?

এসেছ কি নিরাপদে, এ পথে যে পদে পদে,
হিংস্রক জন্তু অগণন।
দুর্গম এ পথ দিয়ে, আসিয়াছ কি ভাবিয়ে,
রাজভয়ে হেথা কি গমন ?
কিম্বা নিশি সুশোভন, আকৃষ্ট করেছে মন,
তাই এলে কানন ভিতর।
দেখিতে মাধুরী সার, অপরূপ চন্দ্রমার,
কিবা হাসে কুসুম নিকর॥
অপূর্ব্ব জগত শোভা, হয় সর্ব্ব মনোলোভা,
নাহি দোষ ইহাতে কখন।
দেখনা মলয়-বহ, লতিকা পত্রিকা সহ,
খেলা লয়ে সুখেতে মগন॥
মল্লিকা বালিকা প্রায়, হাসিয়া লুটায় পায়,
কুমুদের কতই উল্লাস।
শেফালিকা পরিমলে, গন্ধবহ কিবা খেলে,
হেলে দুলে কেতকী বিলাস॥
দেখ সব জীবগণ, পাইয়া নবজীবন,
আনন্দেতে নাচিছে কেমন!
ময়ূর ময়ূরী সাথে, কুরঙ্গিনী লয়ে নাথে,
যূথে যূথে করে বিচরণ॥
নভে দেখ পূর্ণশশী, এলায়ে সুষমা-রাশি,
হাসি হাসি ডাকিছে সবায়।
চকোর পরম সুখে, উড়িতেছে ঊর্দ্ধমুখে,
পিকবর সুপুচ্ছ দেখায়॥

কোকিল মধুর রবে, করিতেছে সুখী-সবে,
কি আনন্দ আজি ব্রজধামে।
দেখহ নয়ন ভরি, মন, প্রাণ তৃপ্তি করি,
যাও ফিরি করি পূর্ণ কামে॥
যাই'ছ না কেন বল, আসিয়াছ কি সকল,
শুনিয়া মধুর বংশীরব?
দোষ তবে নাহি দিব, বংশী গুণ কি কহিব,
কাড়ে মন, প্রাণের বৈভব॥
তোমাদের দোষ নয়, এ দোষ আমার হয়,
তাই বনে এসেছ সকল।
স্থাবর জঙ্গম আদি, ব্যাকুলিত হয় যদি,
তোরা কেন না হবি পাগল?
ভাল ভাল দেখা হ'ল, আজি মোহ তিরোহিল,
ফিরি যাও ত্বরা নিজালয়।
আমারে অন্তরে রেখ, মানস, নয়নে দেখ,
হইবেক ভক্তির উদয়॥
লভিবে বৈকুণ্ঠধাম, হবে পূর্ণ মনস্কাম,
পূর্ণানন্দে ভাসিবে হৃদয়।
প্রেমেতে বিহ্বল রবে, পরমার্থ-জ্ঞান হবে,
পাবে সুখ অনন্ত অক্ষয়॥
যাও গোপী ত্বরা যাও, আমার এ বাক্য লও,
গৃহকার্য্য করগে সাধন।
কার পিতা কার ভাই, ভ্রমিতেছে ঠাঁই ঠাঁই,
গুণবতী হয়ে ক্ষুণ্ণ মন॥

দুগ্ধের বালক কার, করিতেছে হাহাকার,
ফুকারিছে ডাকি মা মা করে।
মা হ'য়ে কঠিন এত, নহে কার ধর্ম্মমত,
যাও সতি! ফিরে যাও ঘরে॥
পতি পরিহার করি, এসেছ কি মনে করি?
এ কামনা নহে ত উচিত।
ঐহিক বিনষ্ট হয়, পরকাল নাহি রয়,
শিখাব কি আছেত বিদিত!
পরম সুন্দর যদি, হয় কেহ গুণনিধি,
তাহে'ও ভজিলে পাপ হয়।
দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, রোগী, মূর্খ, মন্দ, ধর্ম্মত্যাগী,
সে'ও ত্যজ্য সতীরত নয়!
পতি রমণীর গতি, পতি-ধর্ম্ম, মুক্তি, পতি,
পতি তার আরাধ্য দেবতা।
অতি অভাজন যেই, পরপতি ভজে সেই,
ধিক্ তারে! ওগো গোপসুতা!
কি ভাবিয়া কর আশ, হবে যে নিরয় বাস,
গোপিকা কি নাহি ভাব মনে?
ধরম বিহীন এত, ব্রজের রমণী যত,
বড় ব্যথা পেলেম্ এমনে!
এইরূপে পুনরায়, ঘেরিয়া মোহমায়ায়,
গোপিকায় সংসারে পাঠান।
অনিত্য সুখেতে পুনঃ, আবরিয়া জ্ঞান, গুণ,
উপদেশ দেন ভগবান॥

গোপীর হৃদয়ময়, আছিলা যে পদদ্বয়,
মায়াতে আবরি সেইক্ষণ।
বড়ই নিঠুর হয়ে, কহিলেন নিরদয়ে,
যাও গোপী! গৃহেতে এখন॥
কোমল কামিনী মন, তাহে পতি পুত্রধন,
আত্মীয় স্বজনে পড়ে মনে।
অধর নীরস হ'ল, সঘন শ্বাস বহিল,
অধোমুখে কাঁদে দুনয়নে॥
কজ্জল নয়ন জলে, পড়িল ধরণীতলে,
লাজমুখী চাহিতে না পারে।
পদ নখে ধরাতল, খুঁড়িল হয়ে বিকল,
কেহ কথা নাহি বলে কারে॥
ধন্য হরি তব মায়া, বিনা ঐ পদছায়া,
কার সাধ্য পারে হে খণ্ডিতে?
আজি ব্রজে মহামায়া, রাধারূপে ধরি কায়া,
তোমা তরে আছেন কাঁদিতে॥
কন্দর্পের দর্প হরি, সমূলে বিনাশ করি,
মৃদু হাসি বাজালেন বাঁশী।
গোকুলে যে যথা রও, কৃষ্ণ দাস দাসী হও,
হও কৃষ্ণে একান্ত বিশ্বাসী॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থ সর্গ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

একি অপরূপ রূপসী হেরি !!
এ যে নীরদ বরণী, দেবী কাত্যায়নী,
আলোকে বিমান উজলিছে ধ্বনি,
পুরুষ আকারে মহেশ মোহিনী ?
চিনিয়াও যেন চিনিতে নারি !
সেইত চরণ, সেইত বরণ,
সেই নিরুপম সুধাংশু-বদন,
অধরে মধুর হাস্য বিমোহন,
হৃদয় তামস বিনাশ কারি ॥
এই কিগো শ্যামা, কিম্বা সেই শ্যাম,
রূপে নিরুপম বঙ্কিম যে বাম ;
করেতে বাঁশরী করি রাধা নাম
জগত মোহিছে কাড়িছে প্রাণ ?—
রাধা সদা হরি, হরি, হরি বলে,
হরি রাধা বলি পড়ে ঢলে ঢলে,
প্রেমে মাতোয়ারা উভয় ব্যাকুলে
এক প্রাণ যেন দু দেহে স্থান ॥

আমরা অধমা মুরলীর রবে,
এলেম ধাইয়া হেরিতে মাধবে,
প্রাণ একবারে সঁপি তাঁরে সবে,—
নিদ্রা, জাগরণে করিয়া ধ্যান॥
নামেতে উন্মাদ, হেরিলে উন্মাদ,
বিধুবদনের বংশীতে উন্মাদ,
রূপেতে উন্মাদ—একি গো প্রমাদ,
শ্যামচাঁদ তবু নাহিক চান?
কুলটা কহিয়া প্রাণে ব্যথা দিয়া,
হরি বংশীধারী বিমুখ হইয়া,
কহিলেন কিনা দেখ গৃহে গিয়া,
পতি, পুত্র ধন যা আছে সব।
অগতির গতি, হয়ে ব্রজপতি,
এ কেমন রীতি, কহেন এমতি?
সতী কি অসতী হ'লে তিনি পতি—
চাহিনা কিছুই ঐহিক রব॥
আজি হস্তে লভি এ ধন ত্যজিব,
কখন কি আর তা'হলে পাইব,
স্বামী পুত্র লয়ে চির কি রহিব?
তবে পদ কেন নাহিক স্মরি?
ব্রজের রতন জনম হইতে,
প্রাণ সমর্পণ করেছি পদেতে,
আজি সেই পদ লভিয়া ভাগ্যেতে,
কোন প্রাণে তারে নাহিক ধরি॥

তিনি ডাকিলেন এসেছি তাহাই,
নতুবা তাঁহারে কি ভাগ্য যে পাই,
ওরূপ মাধুরী কোথা ছাড়ি যাই ?
মন ছাড়ে কই, আমিত ছাড়ি !!
হায়, দয়াময় ! এত নিরদয়,
তোমার হৃদয় দিলে পরিচয়,
তুমি হে কেমন অনাথা আশ্রয়,
কিছুতে তাহা বুঝিতে নারি ?
রহিব ও পদে মজিব ও পদে,
অর্পিব জীবন, পদ-কোকনদে,
সম্পদে বিপদে, লুটিব ও পদে,
হরি পদধূলি মাখিব গায়।
হরি হরি বলি ভুলিব সকলি,
পরাণ বুঝাব হরি হরি বলি,
যদি প্রাণ কাঁদে কহিব কেবলি,
দুঃখ যাবে সব চরণ ছায় ॥
পথে পথে যাব ভিক্ষা করি খাব,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা পেলে হরিগুণ গাব,
হরি হরি ধ্বনি সকলে শুনাব
দেখি হরি কিগো নিদয় রও !
পড়িলে বিপদে ডাকিব তোমায়,
নিদ্রা, তন্দ্রা পেলে রব বৃক্ষছায়,
জাগাইব জ্ঞান ও নাম সুধায়,
দেখি তুমি কিনা প্রসন্ন হও !

পতি, পুত্র কথা সব তব খেলা,
তোমারে পাইলে কে চাহে সে মেলা?
যে ভয় দেখায়ে করিছ বিকলা,
গোপিকা সে ভয় নাহিক মানে।
তোমার চরণ-নূপুর-বাদন
তোমার মোহন বাঁশরী, রমণ!
সুধামাখা তব অনুপ বদন
গোপিকা মানসে কেবল জানে॥
হও বা না হও তুমি আমাদের।
আমরা ত সব তব চরণের,
কি বঞ্চনা কর? ওই শ্রীপদের
এত কিহে ভার গোপিকা হ'ল?
চরণ হইতে গোপীকা ঠেলিতে,
যদি তুমি, হরি! পারিলে সহিতে,
কোথা যাব বল? কাঁদিতে কাঁদিতে,
ভব কারাগারে আছেত স্থল॥
বড়ই আশায় পূজিহে তোমায়,
তুমি ভবভয় রক্ষার উপায়,
তোমা' পূজি' হ'ল বিপরীত হায়!
তোমার কথায় বুঝাহে গেল,
অথবা তারিতে কৃপণতা তব,
'তাহাই ছলনা করিছ কেশব,
দেখাইছ মায়া দেখাইছ ভব,
মরমে বিঁধিয়া সরম শেল॥

অধর্ম্ম বলিয়া দেখাও কি ভয়!
তোমার পূজায় অধর্ম্মের জয়,
সেই সাহসেতে ওহে কৃপাময়
চরণে লভিতে এসেছি সবে!
তুমি শরীরীর শরীর কেশব,
তুমি নিত্য, প্রিয়, সকল বান্ধব,
আত্মা, প্রাণ, মন, তোমাতে উদ্ভব
তুমি মাত্র সার-স্মরণ ভবে॥
মুক্তি দাতা হ'য়ে গুরুভার লয়ে,
কি রূপে কহিলে এরূপ নিদয়ে,
যাও গোপী যাও থাক সুখে লয়ে
পতি পুত্র ধন যা আছে সব?
তবে কি চাহনা ভজিতে তোমায়?
তবে ভজ বলে কে বংশী বাজায়?
কে আনিল বনে সব গোপিকায়?
আজি বংশীধারি হ'লে কি নব?
কে বস্ত্র হরিল, চক্ষু ফুটাইল,
"আমি হরি" বলি হৃদয় হরিল,
সংসার হইতে কাননে আনিল?
কোন মুখে বল যাইতে ফিরে?
তবে কি হে তুমি নও সেই হরি,
নন্দের নন্দন, হৃদয়-বিহারি?
সে যে ব্যথাহারি সর্ব্বগোপিকারি,
বল কেবা তুমি মাথার কিরে!!

না জানি কংসের কত অনুচর,
ছদ্মবেশে তারা এ ব্রজনগর,
হে ব্রজনাগর! ফিরে নিরন্তর,
সতত বিপদ ঘটায় আনি।
পতি বলি হরি ভজিতে দিবে না,
জগপতি হরি সে কথা মানে না,
নাশিবারে হরি তাদের কামনা,
কত ছলে ফিরে নাহিক জানি॥
কমল লোচন! ওহে বিড়ম্বন,
করো না, করো না, ধরি ও চরণ,
হ'ল বহুদিন এ কথা পোষণ,
তাহারে ছেদন করোনা আর!
যাহারা নিয়ত ছিল গৃহে রত,
তাহাদের তুমি করিয়া এমত
উন্মত্ত, তোমারে লভিতে সতত—
কি বলি অর্পিছ সংসার ভার?
প্রাণেশ! হৃদেশ! এ বাদ সেধ না,
জীবন রবে না, যদি বিড়ম্বনা,
কর তুমি, প্রভু! সব গোপাঙ্গনা,
ত্যজিব পরাণ চরণ ধ্যানে।
মানসে হেরিব, নয়ন মুদিব,
তব পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিব,
কমলার ধন সুখে আলিঙ্গিব,
শরীরে কি কাজ লভিলে প্রাণে?

হৃদয়ের নিধি! পরাণের ধন!
মন আকিঞ্চনে তব আলিঙ্গন,
সাধনে লভিয়া স্বসাধ পূরণ,
মনে মনে করি মরিব সুখে।
ওই চূড়া পাখা, ওই অঙ্গ বাঁকা,
ওই সুবদনে অলকা তিলকা,
প্রাণে প্রাণে সব করি মাথা মাথা,
সাদরে রাখিব ধরিয়া বুকে॥
পতিরে যা দেয় তোমারে তা' দিব,
পিতা পুত্র স্নেহ তা'ও সমর্পিব,
যা'তে যা প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিব,
তব শ্রীচরণে জীবনার্পিয়ে!
থাকিবে না কিছু যা দেছ আমার,
তোমাতে উদ্ভব—হইবে তোমার—
হইব আমিও তোমার আবার—
তোমার সকল তোমায় দিয়ে॥
তোমাতে উৎপত্তি তোমাতেই লয়,
সৃজিত যে সব তবেচ্ছায় হয়,
জগত আধার! ওহে দয়াময়!
তোমার নিকট কি দোষ আছে?
দয়াতে তোমার ভব কর্ণধার!
যখন দিয়াছ দর্শন সবার,
তখন কি কভু গোপিকা আবার,
করিবে তোমারে কখন পাছে?

চরণে লুটিবে, হৃদয়ে ধরিবে,
স্পর্শনে তোমার অবশ হইবে,
গোপীকা তোমার পরিচয় দিবে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি মাতিবে সবে।
জয় জগন্নাথ! জগত রঞ্জন,
যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্র-হৃদয়-রতন,
ব্রহ্ম, সনাতন, শ্রীপতি, সুজন,
সৌভাগ্যে সবার উদেছ ভবে॥
কে চিনিতে পারে তোরে চিন্তামণি,
কি ধন যে তুমি, সর্ব্ব সুখখনি?
অন্তরের ধন অন্তরে এখনি,
এস না বারেক দয়া হে ক'রে।
বসাই যতনে হৃদি-পদ্মাসনে,
হেরি প্রাণ ভরি মানস-নয়নে,
পূজি পাদপদ্ম ভকতি কুসুমে,
সাধ মিটাইয়া প্রেমের ভরে॥
নিত্য তব সাথে করিব রমণ,
সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে করিব পূজন,
জীবাত্মায় আত্মা করিব ঈক্ষণ,
ঘুচা'ব জনম মরণ হরি!
ভোগের বাসনা সম্ভোগে তোমার,
ভোগ লোকে জন্ম না হইবে আর,
উত্থান পতন বিনা অনিবার—
লইব স্মরণ চরণ তরি॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অগোচর,
তুমি সনাতন অব্যক্তের পর,
সৃজন, পালন, সংহার তোমার
অনন্ত অক্ষয় তোমার গেহ ॥
হে পরম গতি, জগত আধার,
হে পরম ধাম! আধার সুধার,
ওঁকার স্বরূপ সর্ব্বমূলাধার,
তোমায় লভিলে ফিরে না কেহ ॥
পাপ, তাপ, পুণ্য স্পর্শে না তোমায়,
অনিত্যের তুমি একান্ত আশ্রয়,
নিত্য, শুদ্ধ তুমি, নিত্য-সুধাময়,
কি সাধ্য তোমায় বর্ণিব আমি?
তোমায় লইয়া করিব রমণ,
পরমাত্মা ল'য়ে জীবাত্মা যেমন,
জ্ঞানরূপ ভক্তি করিবে মিলন,
ওহে ভক্তাধীন অনঙ্গ-স্বামী ॥
কে তুমি কে, আমি বুঝিব তখনে,
অনিত্য ঘুচিবে, নিত্যের মিলনে,
দেহে, প্রাণে ভাব না রবে জীবনে
নিত্য সম্মিলনে কেশব তবে।
অচৈতন্যে রব মিলনে তোমার,
তোমাতে মিলিলে চেতনা কি আর?
আমি হেন জ্ঞান না রবে আত্মার,
নিরাকারাকার মিলিবে যবে ॥

দেহধারী হ'য়ে জন্মিয়াছ ভবে,
'দিয়া দরশন তারিবে হে সবে,
অধমা রমণী বঞ্চিত কি হবে,
চরণ স্মরণ লভেছে যা'রা ?
দাও স্থান তব শান্তি নিকেতনে,'
সুখময় তব অভয় চরণে,
যোগীন্দ্র, মুনিন্দ্র যে পদ ধারণে,
আছে মাতোয়ারা, চেতনা হারা ॥

শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভে গোপিকার অবস্থা।

অতি তুষ্ট হয়ে অম্বুজ নয়ন,
নিজ মহামায়া করি সম্বরণ,
গোপিকা নয়ন করি উন্মীলন,
দেখালেন তাঁর বিভূতি কত।
তাঁহার হাস্যের জ্যোতিতে তখন,
কুন্দকুসুমের আভা প্রকাশন,
অরণ্যানী হ'ল আনন্দে মগন,
মেদিনী হইল স্বরগ মত ॥
সবে পুলকিত, সবে কৃষ্ণগত,
বিমুক্তাত্ম সবে, সবে পদানত,
নির্ব্বাক সকলে, ভাবেতে মোহিত,
গদগদ ভাবে চাহে সে মুখ।

প্রেম অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ন,
হৃদয় অবশ না করে স্পন্দন,
দশেন্দ্রিয় সবে হারাল চেতন,
লভিয়া সবাই স্বরগ সুখ ॥
মন, বুদ্ধি, জ্ঞান পিপাসা মিটায়ে,
পিয়ে সে পীযূষ অতীব বিস্ময়ে,
স্নেহ, মায়া, ভক্তি যেন দেহ পেয়ে,
লুটায়ে লুটায়ে পড়িল তবে।
কোথা অহঙ্কার, কোথা ক্রোধ, কাম,
কুবৃত্তি, প্রবৃত্তি? হইল নিষ্কাম,
পেলে যেন সবে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম,
কৃষ্ণগত যেন হইল সবে ॥
কিছু হৃদে নাই কৃষ্ণ ছাড়া আর,
আত্মা, মন, বুদ্ধি হ'ল একাকার,
কত ভালবাসা হইল সবার,
পরস্পর স্থান লভিল তবে।
মৃত্তিকার হেন দেহের ভিতরে,
অযুত গোপীকা সম সকাতরে—
ইন্দ্রিয় সকলে, হাহাকার স্বরে,
বলে শ্রীচরণ দিতে হে হবে ॥
পরিতৃপ্ত কাম পেয়ে ইষ্টধন,
চাহিলনা ফিরি সুখ অগণন,
অমূল্য রতন লভি কোন জন,
চাহেনা যেমতি সামান্য ধন।

অনন্য বাসনা হ'য়ে কৃষ্ণপ্রাণা,
বিবেক কুসুমে পূজে সুখ নানা,
অচল ভক্তিতে হয়ে এক মনা,
প্রাণ ভরি চাহে সে চন্দ্রানন ॥
সব গোপীগণ আনন্দে মগন
পরম পুরুষ সমক্ষে এখন,
সব ভুলে গেল এত অচেতন,
ভাসিতে লাগিল নয়ন জলে ;
বলে হৃষিকেশ ! এস হে হৃদয়ে,
রাখ কৃষ্ণ ! সবে চরণ আশ্রয়ে,
তরাও অধমে তব কাছে লয়ে
এইমাত্র কথা বদনে বলে ॥
ক্রমে স্থির হ'ল শরীর স্পন্দন,
আধ আঁখি হ'ল মুদ্রিত নয়ন,
প্রাণবায়ু মৃদুগতিতে কেমন,
ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ হইয়া এল ।
নিঃশব্দ সকল, সবে অচঞ্চল,
মুদ্রিত নয়ন, সবাই বিহ্বল,
প্রাণকৃষ্ণে ভাবি সবাই বিকল,
অন্তরে তাঁহারে ধরিতে গেল ॥
যে ভাবে যে ছিল রহিল তেমন,
পরমাত্মা লাভে হ'ল স্তব্ধ মন,
ফুকারি বা কেহ উঠিল কখন
নয়নে অজস্র বহিল জল ।

এস কৃষ্ণ মোর, এস প্রাণসখা,
বাকা বংশীধারি ! দাও হৃদে দেখা,
দেখি ও বদনে অলকা তিলকা,
দাও পাদপদ্মে অধমে স্থল ॥
ধরি জন্ম বৃথা, ভুলি পূর্ব্ব কথা,
আইলাম কোথা, যাইব বা কোথা,
ছিলাম বা কোথা, যাইব বা কোথা,
করিলাম ক্ষয় সময় হায় !
সংসারে পড়িয়ে, কুহকে নাচিয়ে,
মায়াবিনী কোলে সকল হারিয়ে,
কি সুখে যে আছি আক্ষেপ মিটিয়ে,
কহি কৃষ্ণ তোরে নিকটে আয় ।
অহঙ্কার, দ্বেষ, রাগেতে বিশেষ,
দহিতেছে প্রাণ নাহি সুখ লেশ,
লোভেতে আবার যাতনা বিশেষ,
দিবস রজনী দহিছে কত ।
প্রবৃত্তি সদাই বাসনা অনলে,
পুড়াইছে প্রাণ সদাই বিরলে,
বিলোপিছে জ্ঞান ঘোর তমোবলে,
দীনের দিনত হইল গত ॥
কোথা ভক্তি পাব তোমারে বাঁধিব,
বিবেক কোথায় মায়াকে রোধিব,
জ্ঞান চক্ষে কিসে তোমারে হেরিব
অতীব অধম হয় যে মন ।

কেমনে মিশিব ওই পাদপদ্মে,
ছদ্মবেশী মন রহে সদা ছদ্মে,
দুরাদৃষ্ট বশে থাকি লোভ সঙ্গে,
হারালেম হায়! চরণ ধন॥
দিয়াছ হৃদয়ে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ,
একেরি পীড়নে যাতনা অশেষ—
তিনের শাসনে, মরি হে প্রাণেশ!
কোন দিকে দেখি নাহিক ত্রাণ।
আগুণ ধূমেতে, দর্পণ রজেতে,
যেমতি আবরে, নাথ! সেইমতে,
বিমোহিয়া জ্ঞান, কামনা সততে
করিছে নিরয়ে অনন্ত স্থান॥
ইন্দ্রিয়, মানস বুদ্ধির উপরে,
অনুরাগ, দ্বেষ, প্রভুত্ব আচরে,
মোহ অন্ধকারে জ্ঞান চক্ষু হরে,
দেয় দুঃখ কত কহিব কারে?
লইলাম স্থান তোমার চরণে,
দিবে বলি বল এ শত্রু দমনে,
জ্ঞান চক্ষু দিবে, হেরিব যতনে,
তোমারে প্রাণেশ ত্রিভঙ্গাকারে॥
সহা নাহি যায় আর বিড়ম্বনা
কৃপা করি নাথ বারেক দেখনা,
কি দুর্গতি করে ইন্দ্রিয়, বাসনা,
ঘোর তমজালে ঘেরিয়া মন।

সব তব খেলা কে বুঝিতে পারে,
সুমতি, কুমতি দাও সবাকারে,
কারে দণ্ড কর, দণ্ডধর কারে,
কারে দাও, তুমি শিবত্ব ধন ॥
মৃত্তিকার এই শরীর মাঝারে,
কি করি রেখেছ কহ জীবাত্মারে!
কতই কামনা দিয়াছ বা তা'রে,
নাহি যার শেষ অনন্ত কালে।
মরণ কালেও বাঁধা বাঁধি কত,
ধন পুত্র লয়ে তখনো বিব্রত,
কেহ নহে কার, সম্বন্ধ এমত,
তবু বদ্ধ রয় কি মায়াজালে?

গোপিকাদিগের স্তব।

হে আত্মা রমণ, বিঘ্ন বিনাশন, পাতকী পাবন হরি!
কৃপা সন্নিধান, মঙ্গল নিদান! দাও হে চরণ তরি ॥
জগত রঞ্জন, হে দীনতারণ, মদনমোহন, কানু!
আহা কি হেরিনু, প্রেমে গলে গেনু, সখরে করিছে ভানু ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত, বিশাল বক্ষের শোভা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন, কৌস্তুভ রতন, ভকত মানস লোভা ॥
সরোজ বদন, করুণা-নয়ন, মোহন-মুরলীধারী!
হে বিধির বিধি, ব্রজাঙ্গনা নিধি! কি পূজা করিবে নারী?

ভ্রূযুগ বঙ্কিম, নয়ন রক্তিম, কটাক্ষে সৃজন যার।
পলকে প্রলয়, দৃষ্টে পাপক্ষয়, তুমি সে মঙ্গলাধার॥
তুমি অন্ত আদি, তুমি হে অনাদি, পতিত পাবন তার!
কাতর হইয়ে, ডাকি প্রাণ দিয়ে, চরণ করিয়ে সার॥
বিপদ বারণ! পুরুষ রতন! পরাণ গ্রহণ কর।
তব দাসী দাসী, হে রাধা বিলাসি, তাহার কলুষহর॥
তোমা লয়ে হাসি, নেত্র নীরে ভাসি, নিরখি বদন তব।
প্রাণে মিশি যাই, ধরা নাহি পাই, খুঁজি এ স্বরগ ভব॥

এই হেরি যেন, পরক্ষণে কেন, নাহিক দেখিতে পাই?
কোথায় লুকাও, পুনঃ দেখা দাও, হৃদয়ে কোথা এ ঠাঁই॥
এস কোথা দিয়ে, যাও কাঁদাইয়ে, এ রীত তোমার কেন?
তুমি যে হৃদয়-ধন দয়াময়, শোভে কি তোমার হেন?
কি সাধ্য কাহার, ওহে প্রেমাধার! বুঝিবে তোমার মায়া।
তুমি যদি দল, করি নানা ছল, কে দিবে চরণ ছায়া?
প্রবৃত্তিও দাও, নিবৃত্ত করাও, কিসেতে নহ হে বল?
পাতকী পাবন! জগত তারণ! আশা ও চরণ তল॥

এ ভব সাগরে, কে উদ্ধার করে? তুমি হে শান্তির তরি।
আশ্রয় কেবল, জীবন সম্বল! তোমায় বিপদে স্মরি॥
পাঠায়েছ ভবে, যেরূপে সম্ভবে, তেমনি হেথায় আছি।
সুখ দুঃখ দাও, কর যাহা চাও, পরাণ ভাসায়ে দি'ছি॥
আর কি চাহিব, আছে কি বলিব, ধূলাতে মিশিব নাথ!
তুমি চলি যাবে, দেহ পদ পাবে, মিলিবে চরণ সাথ॥

তুমি ছাড়া আর, কিছু না আমার, থাকিবে হৃদয় মাঝে।
নয়ন কখন, দেখিবে না কোন, না রবে বিভিন্ন কাজে॥

নাসিকা শ্রবণ, রসনা স্পর্শন, সবাই অভেদে মেলি।
তোমায় শ্রবণে, তোমায় স্পর্শনে, লইয়া করিবে কেলি॥
বাসনাতে তুমি, রসনাতে তুমি, আত্মা সাথে তুমি রবে।
অনন্ত-শয়নে, পরম রমণে, হৃদয় বিভোর হবে॥
জ্ঞানেতে উদয়, চৈতন্যে উদয়, আমার সবেতে তুমি।
প্রবৃত্তিতে তুমি, নিবৃত্তিতে তুমি, রহিবে অনন্ত স্বামি!
বৃথা মায়া পাশ, ছিঁড়ি তার আশ, বিভ্রম দেখায়ে দেবে।
জ্ঞান চক্ষু দিয়ে, মোহ বিলোপিয়ে, চরণ-বৈকুণ্ঠে নেবে॥

দেবেন্দ্র সহিত, হ'য়ে পদে নত, গাইব মধুর নাম।
পড়িব ঢলিয়া, মজিব গলিয়া, ভুঞ্জিব পরম ধাম॥
দেখিব মহেশ, ওহে হৃষীকেশ! তোমার প্রসন্নে তবে।
সে মনোমোহিনী, শক্তি স্বরূপিনী, অসুর নাশিনী ভবে॥
বন্দনা শুনিব, পূজিতে শিখিব, কিছুত নাহিক জানি।
সাধ মিটাইব, হৃদয়ে রাখিব, জগতমোহন-স্বামি!
কিসে তুষ্ট হও, কিসে প্রাণে রও, তখন বুঝায়ে নিব।
তোমায় আবার, হৃদয়ের বার, হইতে নাহিক দিব॥

কব কি নিঠুর! তাই সুরাসুর, ও পদ নাহিক পায়।
বড় দুঃখ হয়, কিছুতে তোমায়, নারিনু তুষিতে হায়!
কি সাধ সাধিব, কেমনে জানিব? বলত তাহাই করি।
অধম কেমন, মনের মতন, জানিবে করিতে হরি?

যাহা লক্ষ্মী জানে, এই ক্ষুদ্র প্রাণে, কেমনে করিব বল ?
অধমা মানবী, হে নীরদ ছবি ! সম্ভব তাহা কি হ'ল ?
এত বলি সবে, গোপিকা নীরবে, বিহ্বল হইয়া কাঁদে।
কৃষ্ণময় সব, ক'রে অনুভব, লভিয়া শ্রীকৃষ্ণ চাঁদে ॥

এই বিশ্বচয়, যা হতে উদয়, দেখিল তাহাকে আজ।
আর কি হেরিবে, যিনি সর্ব্ব জীবে, তিনিই তাদের মাঝ ॥
বিভোর ভাবেতে, নয়ন নীরেতে, ভাসাল হৃদয় সবে।
বলে দয়াময় ! হইলে নিদয়, কি বল পৌরুষ হবে ?
দাও শ্রীচরণ, বলিয়া তখন, পড়িল ধরায় লুটি।
উঠিল না আর, আস্বাদিতে তাঁর, চরণ কমল দুটি ॥
সবে বিলুণ্ঠিত, প্রেমে বিগলিত, মুরারি চরণ তলে।
হরিনাম মুখে, করে মহাসুখে, হরিনামে সুখে গলে ॥

কি মুখেতে বলে, ভাসি' নেত্র জলে, কে পারে বুঝিতে তায়।
কেন কাঁদে, হাসে, কি ভাবেতে ভাসে, কে অন্ত তাহার পায় ?
কার সাথে খেলা, কাটাইয়া বেলা, এমন প্রেমেতে খেলে !
কার ভাবে পোড়ে, থাকে মহাঘোরে, কেমন খেলুনী পেলে !!
সবাই উন্মাদ, বড়ই প্রমাদ, হইল তাদের দশা।
দেহ আছাড়িয়া, ফেলে কি ভাবিয়া, ভাঙ্গিয়া ভবের আশা ॥
অরুণ নয়ন, কি ভাবে মগন, কি যেন দর্শন করে।
তুলি দুই কর, বলে "পীতাম্বর", বড়ই কাতর স্বরে ॥

কম্পিত কখন, হরষে মগন, চকিত কখন হয়।
হাসে নাচে গায়, চৌদিকে বেড়ায়, দেখে সর্ব্ব হরিময় ॥

অদ্বৈত ভাবেতে, গোপিকা সবেতে, এমতি আচারে যথা।
স্বর্গীয় প্রসূন, করে বরিষণ, দেব অগণন তথা॥
তাদের সঙ্গীতে, দুন্দুভি ধ্বনিতে, ধরিল মধুর রব।
সব একাকার, বিশ্ব চরাচর, মাতিল আনন্দে সব॥
তারকামণ্ডল, সম সমুজ্জ্বল, শশাঙ্ক মাঝেতে ধরি।
গোপিকা নিকরে, তেমতি আচরে, শ্রীনাথে বেষ্টন করি॥
গভীরা রজনী, সর্ব্ব স্তব্ধ প্রাণী, হরিতে বিভোর সবে।
হরি মাত্র রব, করিছে উদ্ভব, যমুনা পুলিনে তবে॥

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চম সর্গ।

গোপীর শ্রীহরি প্রাপ্তি ও তাঁহার অন্তর্ধ্যান।

তারকামণ্ডল পরিবৃত শশী
উদিলে যেমতি রজনী রূপসী,
কত শোভা ধরে অম্বরেতে বসি,
সেইরূপ আজি শোভিল ভবে।
মহামায়ারূপী ব্রজাঙ্গনাগণ
পাইয়া পরম পুরুষ রতন,
ইন্দ্রিয় কুসুম দামেতে কেমন
হৃদয়মোহনে সাজালে তবে॥
কালিন্দীর সেই পবিত্র পুলিন,
কৌমুদী মাখিয়া হ'ল তমোহীন,
শীতল মলয়া বায়ুতে বিলীন,
বিমল সৌন্দর্য্যে প্রকাশ হ'লু।
সকলে নিস্তব্ধ, সবে মুগ্ধ প্রায়,
রজনী বিহগে বেহাগেতে গায়,
অমৃত বরষে পূর্ণ চন্দ্রমায়,
ঢল ঢল নাচে কালিন্দী জল॥
বিমুগ্ধ পাদপ হইয়া বিলাসী,
বিতরে অনিলে সৌরভের রাশি
ফেলে রাশি রাশি কুসুমের হাসি—
সুখময়ী রাতি মাধুরী-ভরা।

সুধা স্রোত বহে মলয়া হিল্লোলে,
সুখের সঙ্গীত কালিন্দী কল্লোলে,
কি সুন্দর শোভা চন্দ্রমার কোলে,
আনন্দে মাখান আজি রে ধরা ॥
আহা সেই স্থানে শ্রীব্রজকিশোর
গোপিকা মধুর প্রেমে হ'য়ে ভোর,
সবার হৃদয় হরি মনচোর,
কতই মনের হরষে রন।
ক্রমে ধীরি ধীরি সবে লভি জ্ঞান,
দেখিল নয়নে সে বংশী বয়ান,
প্রীতি কুসুমের অঞ্জলি প্রদান,
করিয়া স্পর্শিল চরণ ধন ॥
তনু পুলকিত, হৃদয় কম্পিত,
লভি সে চরণ প্রাণ আকুলিত,
নেত্র বিগলিত, চৈতন্য মোহিত,
হইল সবার নৈসর্গ সুখে।
কি সুখ ভুঞ্জিল লভি পদতল,
সে সুখে কমলা মুগ্ধ অবিরল,
যেই পাদপদ্ম দেবের সম্বল,
সে সুখের সীমা কব কি মুখে!
আহা সুকুমার শ্যাম জলধর,
প্রেমময় হরি মুরলী অধর,
ভব ভাসাইলে ভাবেতে শ্রীধর!
কব কি তোমার করুণা আর?

দিয়াছ শিশুতে যেই ভালবাসা,
দিয়াছ জননী হৃদয়ে যে আশা,
স্ত্রী পুংসে দিয়াছ সে সুখ পিপাসা
সেই প্রেমে বদ্ধ তুমি না কার?
শত্রু বৈরিভাবে তব নাম লয়ে,
যায় সদানন্দে সুখে মুক্ত হয়ে,
কত যে হে প্রেম ধরেছ হৃদয়ে
তার কি হে আছে সীমানা আর?
প্রেমেতে নাচিলে, প্রেমেতে গাইলে,
প্রেমিক হইয়া প্রেম শিক্ষা দিলে,
ভবেতে ভবেশ! ভব ভাসাইলে,
ধন্য হে ভবেন্দ্র! করুণাধার! ॥
উঠি গোপবালা নমে সম্মুখেতে,
কত নমস্কার করিল পশ্চাতে,
অতি দীন ভাবে দক্ষিণ বামেতে,
শ্রীহরি চরণে কাতর হ'য়ে।
মুখে হরি বলে প্রেমে পড়ে ঢলে,
বদন কমলে নেত্র ধারা গলে,
হরি নামামৃত পিয়ে কুতূহলে,
রহিল অন্তরে শ্রীহরি লয়ে॥
কি যে কথা কহে; কারে কিবা বলে
নাহি বুঝা যায়, টলে কোন ছলে,
কভু নাচে গায়, কভু ভাসে জলে,
হরি নামে হ'ল উন্মাদ প্রায়।

সম্মুখে যে হরি দেখে না তাহায়,
ঢলি ঢলি পড়ে নামের সুধায়,
যত হরি বলে নাহিক ফুরায়,
যত সুধা চায়, ততই পায়॥
কিছুতে তাদের আশা না মিটিল,
হরিনাম সুধা সবে মাতাইল,
প্রাণ ভরি পিয়ে দুঃখ মিটাইল,
চাহিল না ফিরি চরণ পানে।
অতুল বারিধি সদৃশ আকার,
হরিনাম সুধা কহিব কি আর,
ক্ষুদ্র প্রাণ কিন্তু এত ক্ষুধা তার,
কিছুতে নিবৃত্তি নাহিক মানে॥
সম্মুখেতে হরি—হৃদয়েতে হরি,
বদনে সতত বলে হরি হরি,
হস্তে ধরে হরি, জপমালা করি,
কর্ণ বিমোহিত ও নাম শুণে।
ক্রমে হরি বলে নাচিতে লাগিল,
শ্রীহরি চৌদিকে আনন্দে উথিল,
উল্লাস হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপিল,
স্থাবর জঙ্গম নাচিল শুনে॥
অসীম সৌন্দর্য্য ভুবনে উদিল,
তারকা বেষ্টিত শশী নিমজ্জিল,
এ যে জগ'পতি ভক্তেতে ঘেরিল,
এ হেন সৌন্দর্য্য কোথা কে হেরে?

ক্ষীরোদ সাগরে যত দেবগণে,
করেছেন স্তুতি বেদ উচ্চারণে,
এ হেন আনন্দ হয়নি সেখানে,
নাচে গোপী যথা শ্রীনাথে ঘেরে ॥
হরি বলে হরি নাচিছে মাঝারে,
হরি বলে গোপী ডাকে কৃপাধারে,
হরি বলে স্বর্গে দেবতা হুঙ্কারে,
হরিময় শব্দে ব্যাপিল বন।
নামে বিমোহিত চেতনাচেতন,
মধুর নামেতে মাতিল ভুবন,
দেবতা গন্ধর্ব্ব দেখিয়া নৃত্যণ,
হরি পদে সব সঁপিল মন ॥
আনন্দের ধ্বনি তুলিয়া সজনি,
যমুনা সানন্দে সহ প্রতিধ্বনি,
হরি বোল বলি প্রফুল্ল বদনী,
কূলতরু সহ নাচিল কত।
বেতস কুঞ্জেতে বিহগ সঙ্গীতে,
হরিনাম সুধা লাগিল ক্ষরিতে,
ফুল্ল ফুলদল প্রেম মাধুরীতে,
মাধবে পূজিতে হইল নত ॥
বিলাস বিহীন ভাবে ব্রজাঙ্গনা,
প্রাণ কান্তে পেয়ে পূরায়ে কামনা,
প্রেমে ঢালি দেহ, হৃদয় বাসনা,
সুধু মাত্র হরি বদনে বলে।

আর কিছু নয় সুধু হরি বোল,
মুখেতে, অন্তরে বলে হরি বোল,
মন, প্রাণ, জ্ঞানে হরি নাম রোল,
সবে একতানে স্বরগে তুলে ॥
গলিল নয়ন, হৃদয় গলিল,
হরিনাম সুধা বক্ষ ভাসাইল,
শেষে ব্রজাঙ্গনা যোগেতে বিকল,
হইয়া পড়িল বিলুপ্ত জ্ঞান।
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে হরিকে বাঁধিল,
প্রাণ, মন, জ্ঞান তাঁরে সমর্পিল,
অন্তর আত্মায় আত্মাকে রক্ষিল,
ধরাতে করিল শরীর স্থান ॥
ক্রমে সংজ্ঞা লভি ভাবিল তখন,
লভেছি এবার হৃদয় রঞ্জন,
আমরাই ধন্য তাহাই এখন,
নাচিছেন হরি সানন্দ মনে।
অমনি চকিতে শ্যাম জলধর,
ত্যজিলেন সর্ব্ব গোপিকা সত্বর,
অযুত গোপিনী না হেরি শ্রীধর,
হাহাকার শব্দে ধাবিল বনে ॥
হায় একি হ'ল, কৃষ্ণ কোথা গেল,
সেই সৌম্য জ্যোতি কোথায় লুকাল,
কোন অপরাধে হইল বিরল,
যমুনা পুলিনে নাহিত আর!

এত যে আনন্দ এত যে উৎসব,
নিরানন্দ হ'ল বিনা সে কেশব,
থামিল সঙ্গীত মুরলীর রব,
শশাঙ্ক হইল মলিনাকার ॥
হাহাকার শব্দে গগন ভেদিল,
পূর্ণ-ইন্দু দুঃখে ঢলিয়া পড়িল,
কুসুম নিচয় নীরবে কাঁদিল,
শ্যামচাঁদ বিনা শোভা কি আর ?
যাহার সৌন্দর্য্যে মেদিনী মোহিত,
যার বংশীরবে সকলে স্তম্ভিত,
যার সোহাগেতে গোপী প্রফুল্লিত,
কোথা সেই হরি আনন্দাকার ?
রাখি কুসুমেতে সুন্দর হসন,
রাখি মৃগকুলে ত্রিভঙ্গ নৃত্যণ,
রাখি কোকিলেতে মুরলী বাদন,
দয়াল হরি গেলেন কোথা ?
সর্ব্বত্র তথাপি নয়ন বাহির,
অন্তরে তথাপি করিয়া অস্থির,
হত গর্ব্ব করি প্রাণেশ সুধীর,
ব্যথাহারী গেল দিয়া কি ব্যথা ॥

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত।

ষষ্ঠ সর্গ ।

বৃন্দা ।

হায়, বল কেন, নিদয় এমন,
হলেন মুরারি গোপিকা প্রতি ।
কি দোষে সবায়, ত্যজিয়া হেলায়,
করিলেন হরি দুর্গতি অতি ॥

এত তুষ্ট হ'য়ে, নিজ সাথে লয়ে,
পরম আনন্দে মাতায়ে সবে ।
কেন অন্তর্ধ্যান, দয়ার নিধান,
হলেন কাঁদাতে গোপিকা তবে ?

আনন্দের ধ্বনি, করি প্রতিধ্বনি,
এখনো বাজিছে অম্বর পথে ।
এর মাঝে কেন, নিরানন্দ হেন,
মিশিতে আসিল অম্বর রথে ॥

এই পূর্ণ শশী, আনন্দেতে বসি,
কত হাসাহাসি হাসালে ভবে ।
এর মাঝে কেন, পুনঃ দুঃখ হেন,
শোকেতে মগন করিল সবে ॥

এই কি উচিত, জগতের হিত,
কান্দাতে এমত তুষিয়া এত ।
সুখী সবে করে, বঞ্চহ কি ক'রে,
নির্ম্মম বিধাতা ! এ কি হে রীত ॥

ভাঙ্গিছ গড়িছ, কত কি করিছ,
তব মন কথা কে বুঝে বল?
তুমি যাহা কর, শোভে হে সুন্দর!
লভ কিবা সুখ করিয়া ছল?
তোমার স্বজনে, যদি দু-নয়নে,
নিরবধি জল পড়িল হরি।
একি হ'ল ভাল? বল দেখি কাল,
কোন প্রাণে আর তোমারে স্মরি!
বিষাদে মগন, হয়ে সর্ব্বক্ষণ,
তোমার চরণ ভুলিয়া যাই।
মনে করি, হায়! এ দুঃখ ধরায়,
রক্ষা করে হেন কেহত নাই॥
পরক্ষণে তব, হে সর্ব্ব-বিভব,
অপার করুণা দেখিতে পাই।
অমনি মনেতে, বিপুল আশাতে,
হৃদয় টানেছে তোমার ঠাঁই॥
আজি দিয়া দুঃখ, হইয়া বিমুখ,
কেন প্রাণনাথ বঞ্চিলে সবে!
এসে দেখা দাও, সবারে বাঁচাও,
এতে কি পৌরুষ হইবে ভবে?
কি দোষ করিল, তা'ই হারাইল,
গোপিকা তোমার চরণ ছায়া।
লভি একবার, সেই সর্ব্বসার,
কেমনে বঞ্চিল কুহক মায়া?

তুমি পরিত্রাণ, কর যেই প্রাণ,
সে প্রাণে কেমনে পরশে পাপ ?
কহ জগদীশ, প্রাণেশ অধীশ,
কেমনে আবার প্রবেশে তাপ !!
লভিলে তোমারে, সবে আশা করে,
আর না কখন যাতনা হবে ।
দেখে গোপী দশা, হলেম বিবশা,
চূর্ণ হ'ল আশা চির এ ভবে ॥
অসাধ্য সাধনে, গোপিকা যতনে,
ও পদ রতনে লভিতে গেল ।
কি হইল হায়, পাইল না তায়,
লভিল কেবল বিরহ শেল ॥
একি অলক্ষণ, দেব ! অঘটন,
সামান্য মানবী উপরে বল ।
পরিত্রাণ তবে, কি করি সম্ভবে,
অধম জীবের ? যদি হে দল !
নাহি বুদ্ধি বল, মানস চঞ্চল,
ক্ষণভঙ্গু দেহ বাসনা ভরা ।
লোভ, ক্ষোভ কত, আছে শত শত,
রেখেছে করিয়া জীয়ন্তে মরা ॥
নাহি তিল ক্ষণ, নাথ হে এমন,
বাসনা বিরাম হৃদয় মাঝে ।
যে সময়ে মন, করি সমর্পণ,
ভাবি ও চরণ ভুলিয়া কাযে ॥

অবশ হৃদয়, কিসে বশে রয়,
কখন যে হবে, নাহি সে আশ।
প্রাণেশ ! কি হবে, আসি এই ভবে,
বিষাদ অর্ণবে বেঁধেছে পাশ ॥
দয়াল বলিয়া, ছিলাম ভুলিয়া,
পড়িল অশনি হৃদয় মাঝ।
আপনি যখন, দুর্গতি এমন,
ছিন্ন আশা-লতা করিলে আজ ॥
করি দরশন লভি শ্রীচরণ,
তথাপি এমন কাঁদিতে হ'ল।
অধম অধম, না জানে ধরম,
জীবন ধারণে হবে কি ফল ?
হে ভবতারণ ! তোমার চরণ,
করিয়া স্মরণ বিষাদে মরি।
ঘোর নিরাশায়, প্রাণ দেখ যায়,
কি আছে উপায়, কি সাধ্য তরি ॥
নাহি আছে পথ, তব মনোরথ,
করিতে পূরণ জনম তরে।
আর কিবা আশা, হে ভব-ভরসা !
গোপিকা যখন কাঁদিয়া মরে ॥
কি গতি দীনের, হীন জীবনের,
করিয়াছ নাথ বলত শুনি।
অথবা কেবল, বরষিতে জল,
করেছ নয়ন, হে দীনমণি ?

সর্ব্ব উচ্চ তুমি, নরাধম আমি,
সে পদ চিন্তিতে কেমনে পারি?
হইব কেমন, মনের মতন,
সে কভু সম্ভব বুঝিতে নারি?
তবে কি পাব না, যেমতি কামনা,
হৃদয়ে হয়, হে হৃদয় নিধি?
লভিতে তোমার, ওহে বিশ্বাধার,
চরণ কমল বিধির বিধি!
রে নিঠুর কাল, তোমার করাল,
শাসনে সকল পায় হে লয়।
তাই সহিলে না, ভুঞ্জিতে দিলে না,
যে সুখে গোপিকা চরণে রয়॥
পুনঃ ধীরি ধীরি, হৃদি মাঝে ফিরি,
আনিলে তা'দের ঐহিক জ্ঞান।
ক্রমে হৃদি হ'তে, কাড়িলে বঞ্চিতে,
শ্রীহরি চরণ, শান্তির স্থান॥
কেমনে নিদয়ে, সে পুণ্য হৃদয়ে,
আনিলে অসার অলীক কথা।
যথা ভগবান, লয়েছেন স্থান,
কি করি অদৃষ্টে প্রবেশ তথা॥
যারা সম্মুখেতে, হৃদয় মাঝেতে,
অপার সুখেতে শ্রীকৃষ্ণে হেরে।
হরিপদ রেণু, মাখি করে তনু,
পবিত্র নিয়ত প্রেমের ভরে॥

কোন অপরাধে, বিশাল বিষাদে,
ফেলিলে তাদের হৃদয় পুনঃ।
কিসে মায়া ছার, প্রকাশি আবার,
হরিলেক জ্ঞান, সে সাধুগুণ?

কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীবৃন্দার শোক।

দেখা দাও, দেখা দাও, দেখা দিয়ে হে বাঁচাও,
প্রাণ যায় তোমার বিহনে।
অবোধ অবলা জাতি, সৌভাগ্য আনন্দে মাতি,
অপরাধী হয়েছি চরণে॥
কেমনে অহং ত্যজি, তোমার চরণ ভজি,
অহঙ্কার পরিশূন্য কর।
এই অহঙ্কার হতে, মজিয়াছি বিধিমতে,
রহিয়াছে জ্ঞান আত্মপর॥
এ আমার পতি, ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা,
তুমি. আমি নানারূপ জ্ঞান।
তুমি, আমি ভিন্ন হই, ফলে কিন্তু আমি নই,
তুমি মাত্র কেবল আস্থান॥
তবু যদি আমি রই, তোমারি পদার্থ হই,
তোমা ছাড়া কি নিত্য রয়েছে?
তোমা হ'তে বিশ্বেশ্বর, স্বর্গ, মর্ত্ত, চরাচর,
রূপ, গন্ধ বিকাশ হ'য়েছে॥

অরূপ হইলে পর, তোমাতেই পরাৎপর!
অভেদ হইয়া লীন হয়।
আবার ইচ্ছাতে তব, নিজ হতে রূপোদ্ভব,
সৃষ্টির ইচ্ছাতে বিকাশয়॥
একমাত্র তুমি নিত্য, কেবল তুমিই সত্য,
তব মায়া অসীম অপার।
কে বুঝে তোমার খেলা, বিশ্ব জগতের মেলা,
শাশ্বত হে তুমি সর্ব্বাধার!
জনম তোমাহে হতে, করম তোমাহে হতে,
তোমা হতে ভিন্ন রই কেন?
তুমিই বলিতে পার, কোথা হতে এ বিকার,
আত্মা মাঝে হয় জ্ঞান হেন॥
তুমিই পৃথক কর, নিজ বলি ক্রোড়ে ধর,
মায়াচক্রে তুমিই ঘুরাও।
তুমিই চৈতন্য দিয়া লও সাথে কি ভাবিয়া,
তুমি আশা সঙ্কর পূরাও॥
মৃত্তিকার মূর্ত্তি কর, আত্মা তাহে বদ্ধ কর,
কতই ইন্দ্রিয় দাও তাহে।
কতই মমতা দিয়ে, রাখ তারে প্রবোধিয়ে,
ভুলাইয়া যদি ফিরে চাহে॥
অচ্ছেদ্য, অদাহ্য যাহা, বিস্মৃত রাখিয়ে তাহা,
সংসারেতে কতই ঘুরাও।
পিতা, মাতা. পুত্র, দারা, কারার প্রহরী তারা.
স্নেহের রজ্জুতে বাঁধি দাও॥

অতীন্দ্রিয় বুদ্ধি মন, নাহি পায় দরশন,
হেন স্থান দিয়াছ আত্মায়।
প্রত্যক্ষের হয় বার, অনুমান সাধ্য কার,
চিন্তাতেও নাহি ধরা যায়॥
এমন পরম ধন, চিনিল না বুদ্ধি মন,
কি আশ্চর্য্য একস্থানে রহে।
অদ্ভুত তোমার খেলা, ভঙ্গ দাও গেল বেলা,
আরো নাহি ভিন্নাভিন্ন সহে॥
এ মিলন করি দাও, তোমার তুমি হে লও,
কেন বৃথা ঘুরাও কেশব?
তোমা ছাড়া আর ভিন্ন, হইয়া এরূপ ছিন্ন,
থাকিতে পারি না যে মাধব॥
চাহিয়া চাহিয়া রই, অন্তরে অস্থির হই,
ভাবি এই শ্রীমুখ মাধুরী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে প্রাণ, কৃষ্ণরূপ ধ্যান জ্ঞান,
কৃষ্ণ মন-হৃদয়-বিহারী॥
হেন কৃষ্ণ ত্যজি গেল, হৃদয়ে বিন্ধিছে শেল,
বিফল এ দেহরে ধারণ।
যদি না হেরিব তাঁয়, নয়নে কি ফল হয়!
এই করে কিবা প্রয়োজন॥
এ শরীরে ঘৃণা যদি, কেন বহি নিরবধি,
বিসর্জ্জন করিব সত্বর।
এ হৃদয় ফাটাইব, ধুলি সাতে মিশাইব,
পদ রেণু হব নিরন্তর॥

উত্থিত যা মাটি হতে, মিলিবে যাহা মাটিতে,
তারে রাখা বৃথা বিড়ম্বন।
মনে ছিল এই পণ, করিব দেহ অর্পণ,
কই হরি করিল গ্রহণ?
চন্দন কুসুম দিয়ে, শ্রীচরণে সমর্পিয়ে,
মন সাধ নাহি পূরে আর?
পাদপদ্ম পাব বলে, পূজি তাঁরে অশ্রুজলে,
কিন্তু হলো কি ফল আমার?
আমার এ দেহ হ'তে, আর কি আছে জগতে,
এত প্রিয় সমর্পণ করি।
পূর্ণ করি মনস্কাম, স্মরিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম,
চন্দন লিখনে গাত্র ভরি॥
সঁপিব—শ্রীচরণেতে, ডাকি সেই জগন্নাথে,
যমুনাতে ত্যজিব পরাণ।
অর্চ্চিত কুসুম যথা, যমুনায় ভাসে তথা,
সেইমত হব অন্তর্দ্ধান॥
আমার যে আত্মারাম, পেয়ে পরমাত্মধাম,
আর নাহি বিরহেতে রবে।
অনন্ত অনন্ত সাথে, অবিরাম—লভি নাথে,
অনন্ত আনন্দ ভুঞ্জইবে॥
কায়ার অনিত্য মায়া, আর কি হবে করিয়া,
কৃষ্ণ যদি বিরাগ ইহাতে?
যে প্রাণ বাহির যাও, শ্রীকৃষ্ণে অঞ্জলি দাও,
দেহ লয়ে শ্রীনাথ পদেতে॥

গাঢ় প্রেম আলিঙ্গনে, স্মরি সে অনন্ত ধনে,
চিরধ্যানে শরীর ত্যজিব।
অভিন্ন হয়ে রহিব, প্রাণকৃষ্ণে নেহারিব,
কৃষ্ণ নাম সদা উচ্চারিব॥
জ্ঞানেতে রহিবে হরি, মনেতে রহিবে হরি,
বুদ্ধি হবে হরিতে জড়িত।
অনন্ত মোহেতে রব, করি হরি অনুভব,
বিষে যেন দেহ জর্জ্জরিত॥
অনন্ত নৈসর্গ-সুখ, বহিবে পূরিয়া বুক,
কত সুধা পিয়াবে হৃদয়।
অতৃপ্ত অন্তর তবু, পিতে সেই সুধা অম্বু,
মোহমাঝে চেতনা ভুঞ্জয়॥
শান্তি সুখ অন্তরেতে, বহিবে বাসনা স্রোতে,
বৈজয়ন্ত সুখ কি মধুর।
প্রাণে হরি নেত্রে হরি, যথায় তথায় হরি,
হরিময় পীযূষ প্রচুর॥
হরির সংসর্গে তবে, হরিমাত্র অনুভবে,
সর্ব্বব্যাপী সহিত ব্যাপিয়া।
সেরূপ মোহনচূড়া, সেইমত পীতধড়া,
ধরি রূপ বেড়াব নাচিয়া॥
মুখেতে শ্রীরাধা বলি, প্রেমেতে পড়িব গলি,
কই রাধা হৃদয় আমার।
প্রিয় সখি বৃন্দা তবে, প্রাণরাধা আনি দেবে,
মুখে বুকে হব একাকার॥

ছাড়িবনা রাধা আর, গোপিকায় সবাকার,
প্রাণে প্রাণে মিলিব কেমন।
তাহারা আমার সাথে, নাচিবেক হাতে হাতে,
বাজাইবে বাঁশরী তেমন ॥
সবে দিবে হরিবোল, আমি দিব হরিবোল,
হরি লয়ে সময় বহিবে।
নিত্যদাসী হ'য়ে তাঁর, তাঁ'তে হব একাকার,
ভিন্ন প্রাণ নাহিক রহিবে ॥
তাঁহার মনের মত, শিখিব করম যত,
তাঁরি কার্য্য সতত করিব।
আমি যে পৃথক্ আর, নাহি রব তিল তাঁর,
তাঁরে লয়ে আনন্দ ভুঞ্জিব ॥
কামনা, ভাবনা সাথে, ধরি তাঁরে হাতে হাতে,
অন্তরেতে বাঁধিব তাঁহায়।
অভাগিনী, এ জীবন, করিব রে বিতরণ,
প্রেম ধন লাভের আশায় ॥
যদি না পাইব তাঁয়, পড়িব চরণ ছায়,
অবশ হইব পরশনে।
সময় বহিয়া যাবে, বিমুগ্ধ হইব ভাবে,
পতিভাবে পাব কৃষ্ণধনে ॥
বলিতে বলিতে সবে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহারবে,
অরণ্যানী কুরঙ্গিনী প্রায়।
ব্যাধেতে আক্রান্ত মত, ধাবিল ব্যাকুলে যত,
ভবতারণের পদ ছায় ॥

ভাবেতে বিমুগ্ধ সব, বাহ্য নাহি অনুভব,
অন্তরেতে কৃষ্ণছাড়া হয়ে।
যাহা দেখে কৃষ্ণ বলে, পরস্পরে কৃষ্ণ বলে,
পদ ধরি পড়ে লুটাইয়ে ॥
অশ্রুজলে স্তনভাগ, বিলুপ্ত কুঙ্কুম রাগ,
কেশ বেশ আলু থালু সব।
গন্ধের মালিকা জীর্ণ, বক্ষের তাড়নে ছিন্ন,
মুখে মাত্র হাহাকার রব ॥
কোন সখি কারে ধরে, কৃষ্ণ বলি পদে পড়ে,
বলে তুমি সেই কি মাধব।
কোন অপরাধে বল, কাঁদাইয়া হে সকল,
ঘৃণা করি ত্যজিলে কেশব ॥
ব্যথাহারি ব্যথা দাও, কেমনে কাঁদাতে চাও,
ভবে দেখা দাও হৃষিকেশ।
তব মূর্ত্তি যে হেরেছে, তার কি বাসনা আছে,
তোমা ছাড়া ? অনাদি, অশেষ !

বিরহ-বিধুরা গোপীদের কৃষ্ণ অন্বেষণ।

গোপিকা সকলে, অতীব বিহ্বলে,
ভাসি নেত্রজলে শ্রীহরি বিনা।
শোকার্ত্ত হৃদয়, আছাড়ি ছাটায়,
ধূলায় লুটায় হইয়া দীনা ॥

লোহিত লোচন, অস্পষ্ট বচন,
স্তম্ভিত কথন হইয়া রয়।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস, কার ঘনশ্বাস,
কেহ বা হতাশ, শোকেতে হয়॥
বলে কৃষ্ণধন, জগত রঞ্জন,
কি জন্য এমন বর্জ্জন কর!
দাসীর যে দাসী, চরণাভিলাষী,
ওহে গুণরাশি কি দোষ ধর?
তব মনোমত, সাধ্য কি এমত,
ওহে জগন্নাথ আমরা করি?
এ যে বুদ্ধি মন, তোমারি সৃজন,
তাহাতে কেমন তোমারে ধরি?
যা দে'ছ তাহার, ওহে গুণাধার,
অধিক আবার বুদ্ধি কি হবে?
অধম যেমন, করেছ সৃজন,
তেমনি ত'মন অধম রবে॥
তব কৃপা-কণা, বিনা কি বল না?
যাহে ব্রজাঙ্গনা মুকতি হয়।
যদি কর দয়া, দাও পদ ছায়া,
তোমার হে দয়া অমিয়ময়॥
ডাকিবে যে পথে, যাইব সে পথে,
সুপথে, কুপথে কি ভয় করি!
তোমা ছাড়া হ'লে, মরি অশ্রুজলে,
সংসার সাগরে তুমি হে তরি॥

তুমি হে সাধনা, তুমিই বঞ্চনা,
তুমি আরাধনা, করম নানা।
বিবেক, বাসনা, যতন, যাতনা,
প্রবৃত্তি, কামনা, মানস, মানা॥
যে জ্ঞানে সদয়, সে জ্ঞানে নিদয়,
যথা অভিপ্রায় তেমতি কর।
কার সাধ্য বলা? খেল কোন খেলা,
হাসি, কান্না মেলা অখিল পর!
নিজে বংশীরবে, ডাকি গোপী সবে,
আনিলে এ ভব-কাননে হরি।
নিজে ঘুরাইতে, কতই ছলেতে,
খেলিছ রঙ্গেতে চাতুরী করি॥
কভু বল এস, প্রদান সাহস,
বাড়ায়ে বিলাস লুকাও তবে।
আমরা ললনা, কি জানি বলনা,
বুঝা ও ছলনা সম্ভব কবে?
অজ্ঞানিত তব, কি আছে মাধব,
তবে কি জানাব কহত আর?
দেহ বুদ্ধি মন, জ্ঞান আত্মাধন,
পতিতপাবন! সম্ভূত কার?
সর্ব্ব তোমা হ'তে, এ বিশ্ব-জগতে,
অনন্ত রূপেতে প্রচার পায়।
নির্লিপ্ত আত্মাকে, ফেলি কুম্ভপাকে,
কত দুর্ব্বিপাকে ঘুরাও তায়॥

দাও সাথে তার, মন বুদ্ধি আর,
জ্ঞান অহঙ্কার অনন্ত মায়া।
দশেন্দ্রিয় দিয়ে, খেল তারে নিয়ে,
অন্তরে থাকিয়ে, সৃজিয়া কায়া॥
পতি, জায়া করি, হে দয়াল হরি,
মায়ার মাধুরী প্রচার ভবে।
হে ভবতারণ, কে করে গণন,
কি বন্ধে বন্ধন রেখেছ সবে॥
এ হয় আপন, ওই পরজন,
কি মোহে বন্ধন করেছ আর।
কে করে সন্ধান, সবে হতজ্ঞান,
নিজে নাহি জ্ঞান, নিজে যে কার॥
পঞ্চভূত সবে, তোমার প্রভাবে,
সচেতন রবে স্বকার্য্য করে।
মন বুদ্ধি জ্ঞান, সকলে সমান,
হয় হে উত্থান তোমার তরে॥
অন্তরে অন্তরে, তব জ্যোতিঃ ধরে,
সবে পরস্পরে চেতনা পায়।
স্বকার্য্যে সবাই, থাকে হে সদাই,
তব স্পর্শে তাই সক্ষম হয়॥
দশেন্দ্রিয় যত, তব অভিপ্রেত,
নিযুক্ত নিয়ত নিয়মে রয়।
আত্মাতে কেমন, করিছে বহন,
এই বিশ্বজ্ঞান হে সুধাময়॥

তাই সবে কয়, শুনি শান্তিময়,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ময় হে কৃপাময়!
অনন্ত নয়ন, অনন্ত বদন,
অনন্ত শ্রবণ, তোমার হয়॥
সর্ব্বগুণান্বিত, তথাপি সতত,
ইন্দ্রিয় রহিত হইয়া রও।
নির্ব্বিকার হয়ে, সর্ব্ব বিসর্জ্জিয়ে,
আপনারে লয়ে আপনি রও॥
সর্ব্ব জীব দেহ, তব বাস গেহ,
তথাপি হে কেহ চিনিতে নারে।
আছে বিদ্যমান, সর্ব্বত্রে সমান,
হে বংশীবয়ান! সৃজনাকারে॥
স্থাবর, জঙ্গম, পদার্থ সঙ্গম,
ওহে সর্ব্বোত্তম ছাড়া কি তুমি?
তুমি সর্ব্বাধার, বিশ্ব মূলাধার,
নিরাকারাকার স্বরগ ভূমি॥
রজ্জুর আকার, দেখে সর্পাকার,
যেমতি কাহার ভ্রমেতে হয়!
সেরূপ জগত, হয় পরিণত,
তব মায়াভূত, কিছুই নয়॥
অতি সূক্ষ্ম বলে, কিবা জলে, স্থলে,
স্বর্গ রসাতলে শূন্যেতে আছ।
নাহি ধরা যায়, বুদ্ধিতে তোমায়,
যদিও হৃদয় মাঝারে নাচ॥

এত সন্নিহিত, তবু দূরাতীত,
জ্ঞান বহির্গত হইয়া রও।
অচ্ছেদ্য হইয়া, সর্ব্ব দেহে গিয়া,
ধরি মহামায়া অসংখ্য হও॥

তুমি আছ ব'লে রয়েছে সকলে,
এই ভূমণ্ডলে, হে জগন্নাথ।
স্থিতিতে তোমার, এ বিশ্বভাণ্ডার;
তোমাতে আবার হয় হে পাত॥

তুমি সূর্য্য জ্যোতিঃ, তুমি শূন্য ক্ষিতি,
পুরুষ, প্রকৃতি তুমি হে সব।
জ্ঞানগম্য সুধু, তুমি ব্রজবিধু!
বিশ্ব জগতের বিকাশে তব॥

আছে হৃদে স্থান, তাই তব জ্ঞান,
ওহে কৃপাবান্ মানবে পায়।
তব নাম সবে, স্বর্গ, মর্ত্ত, ভবে,
আনন্দ উৎসবে অখিল গায়॥

আজি অকস্মাৎ, হৃদে বজ্রপাত,
করি প্রাণনাথ! কোথা হে গেলে।
বিহনে তোমার, অখিলান্ধকার,
বিষম বিষের বিধিল শেলে॥

তুমি ভক্ত লয়ে, থাকি নিরালয়ে,
ফিরাছ যে লয়ে, ফিরিছি সদা।
মনের যে গতি, সুমতি, কুমতি,
তার রীতি নীতি তুমিই প্রদা॥

তুমি জীবাধার, আত্মার আকার,
হৃদয় মাঝারে লুকায়ে আছ।
বাহিরে আবার, অনন্ত আকার,
প্রকৃতি তোমার নয়ন কাছ॥
প্রকৃতি আশ্রয়ে, ব্রজে কৃষ্ণ হয়ে,
কোন অভিপ্রায়ে জন্মেছ তুমি।
তুমি তাহা জান, হে গোপিকাপ্রাণ,
কর সর্ব্বত্রাণ স্বরগ ভূমি॥
দাও দেখা দাও, জীবন বাঁচাও,
দুরাশা মিটাও হৃদয়নাথ।
তুমি যে কেমন, কমল লোচন,
দাও হেন জ্ঞান লহ হে সাথ॥
ভব অন্ধকারে, না লভি তোমারে,
যাতনা সাগরে, জীবন যাবে।
এ বিপদে ফেলে, এ নিশিতে গেলে,
ভাবি নাই ভুলে, তুমি পলাবে॥
রক্ষক হইয়া, প্রাণে ব্যথা দিয়া,
এ বাদ সাধিয়া যদি হে যাও।
বল কি করিব, সংসারে ঘুরিব,
তোমারে ডাকিব, দেখা হে দাও॥
পর্ব্বত কন্দরে, বেড়াব কাতরে,
ধরিব তোমারে নয়ন দিয়া।
কোথা পলাইবে, নূপুর বাজিবে,
হৃদয় বাঁধিবে ভকতি দিয়া॥

একলা নির্জ্জনে, ধরিব এমনে,
এমন বন্ধনে বাঁধিব তবে।
পলাবার পথ, ওহে জগন্নাথ,
রোধিব এমত কোথা না যাবে॥
আত্মা বিসর্জ্জিব, তোমাকে অর্পিব,
ধন, প্রাণ, মন মনের সাধে।
যা কিছু সম্বল, দিব পদতল,
হৃদয় কমল লুটাবে পদে॥
হৃদয় আকাশে, তুমি হে সুহাসে,
উদিবে হরষে মোহিত হয়ে।
অন্তরেতে তবে, পূর্ণ জ্যোতিঃ হবে,
আঁধার না রবে সুধার ভয়ে॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় শূন্য, লভি মহাপুণ্য,
দেব অগ্রগণ্য হইব তবে।
হেরিব তোমায়, কহিব কথায়,
শুনিব তোমায় নভে কি ভবে॥
তুমি জাগরণে, নিদ্রাতে, স্বপনে,
উৎসবে, ব্যসনে জাগিবে মনে।
জীবন যেমন, বহিবে, রমণ!
তুমি হে তেমন রহিবে সনে॥
হৃদয়েতে তুমি, বাহিরেতে তুমি,
সর্ব্বত্রেতে তুমি কেবল রবে।
সকল স্বজন, তুমি মাত্র ধন,
তোমা ছাড়া কোন না বোধ হবে॥

সর্ব্ব ব্রহ্মময়, এ জ্ঞান উদয়,
হবে কৃপাময়! দয়াতে তব।
সুধা বহি যাবে, তব আবির্ভাবে,
জ্ঞানের প্রভাবে বুঝিব সব॥

গোপীদের বিভ্রম।

গোপিকা সকল, ভাবেতে বিকল, কৃষ্ণময় হেরে সব।
বিলুপ্ত চেতন, হইয়া তথন, কৃষ্ণ করে অনুভব॥
কেহ কৃষ্ণ হয়ে, উন্মাদ হৃদয়ে, কাহার ধরিল স্তন।
বধিতে পুতনা, চারু চন্দ্রাননা, তেমতি ভাবেতে রন॥
কেহ বকাসুর, কেহ অঘাসুর, কেহ বৎসাসুর হ'ল।
কোন গোপীজন, শ্রীহরি মতন, বধিতে করিল ছল॥
দুঁহে হেলি বাম, যথা কৃষ্ণরাম, দাঁড়াল কদম্বতলে।
নাচি নাচি কত, ব্রজবাল শত, গোপিকা খেলে সে ছলে॥
কেহ গাভী সমা, রূপে নিরুপমা, লাফে লাফে গোঠে ধায়!
হরির মুরলী, সম সুরাবলি, কোন সখী সুখে গায়॥
কেহ প্রেমাবেশে, মনের হরিষে, কৃষ্ণ ভাবি কাছে যায়।
প্রেম অশ্রু জলে, প্রাণ দিয়া ঢেলে, মুঞ্জুকেশ ভাবি চায়॥
তুলিয়া অঞ্চল, ভাবেতে বিহ্বল, কোন সখী কারে কয়।
গোবর্দ্ধন ধরে, রেখেছি উপরে, কর কি ইন্দ্রকে ভয়?
এস সর্ব্বে লয়ে, থাকহ নির্ভয়ে, দেখুক দেবেন্দ্র তবে।
এ ঘোর বৃষ্টিতে, তোদের নাশিতে, সাধ্য না তাহার হবে॥

কেহ বলে থাক, চক্ষু মুদি রাখ, দাবাগ্নি করিব পান।
কিছু ভয় নাই, আমি ও বলাই, করিব তোদের ত্রাণ॥
কালেয় দমন, করিতে যেমন, কোন গোপী কার শিরে।
উঠি অকস্মাৎ, করে পদাঘাত, বধিতে যমুনা নীরে॥
কেহ মুদি আঁখি, গাত্রে ধূলি মাখি, চরণ পীযূষ পিয়ে।
বাহ্য জ্ঞান হারা, আনন্দের ধারা, বরষে নয়ন দিয়ে॥
কুরঙ্গ নয়না, কোন ব্রজাঙ্গনা, মালা বাঁধি হাতে কার।
"কোথা যাবে" বলে, হেথা উদূখলে, বদ্ধ থাক এইবার॥
কেহ কহে শোকে, হে জাঁতি চম্পকে, প্রাণেশ্বর কোথা জান?
মালতী যূথীকে, বল শেফালিকে, কোথা সে গোপিকা প্রাণ?
বল সখি! বল, সে কর-কমল, স্পর্শেছে তোর কি গায়?
ব্রজ সুধাকর, নব নটবর, এ দিকে যখন যায়?
তুলসী কল্যাণী, জগ-চিন্তামণি-চরণ-কমল-প্রিয়ে!
হরি সুখে ধরে, তোমার মঞ্জরে, অলিকুল সাথে নিয়ে॥
তুমি স্থির জান, কহ সে সন্ধান, ছাড়াত রহ না তাঁর!
কোন পথ দিয়া, কাড়ি গোপী হিয়া, গেছেন করুণাধার?
হে চূত পিয়াল, বকুল রসাল, হে নিম্ব, কদম্ব, আম!
জম্বু, কোবিদার! বনস্পতি সার! কোথায় ত্রিভঙ্গ শ্যাম?
ধন্য পৃথ্বি তোরে, তপস্যার জোরে, ধরেছ হৃদয়ে তব।
কেশব চরণ, দুর্লভ রতন, দেবের বাঞ্ছিত, সব॥
বৃক্ষরাজী ছলে, মহা সুখে গলে, ধরেছ কি রোমাঞ্চন?
মনে হেন লয়, এ সুখ উদয়, লভি সে অমূল্য ধন॥
ওগো কুরঙ্গিনী, অরণ্য রঙ্গিনী, কোন পথ বল ধরি?
তোদের নয়নে, অমৃত সিঞ্চনে, তুষিয়া গেছেন হরি!

এই স্থানে কেন, পাইতেছি যেন, সে কুন্দকুসুম বাস ?
যাহা হরিপ্রিয়া, চরণে অর্পিয়া, পূজেন সে শ্রীনিবাস !!
কমলা-রঞ্জন, কমল রতন ! কমলাখি কোথা জান ?
ধরিয়া কমল, হাসিয়া বিমল, হরিল তোদের প্রাণ !
সখি ! দেখ দেখ, এই দিকে দেখ, জিজ্ঞাস লতিকা তবে।
এরা ঠিক জানে, হরি কোন খানে, গেছেন লুকায়ে সবে ॥
রয়েছে এখন, প্রাণ বিমোহন, পুলক রঞ্জিত কায়।
বুঝি পীতাম্বর, দিয়াছেন কর, তাই এ সৌন্দর্য্য হায় ॥
চলিতে চলিতে, বালুকা রাশিতে, মুরারি চরণ হেরি।
সবাই বিহ্বল, চৈতন্য বিকল, দাঁড়াল সে চিহ্ন ঘেরি ॥

কোন গোপীকা।

ধরি পদ-লেখা, পেতে কৃষ্ণ দেখা,
চলে চটুলাখি ভাবে আথা মাথা।
গিয়া দূরান্তরে, হেরে সকাতরে,
রমণী রঞ্জিত চরণের রেখা ॥
বলে ধন্য সতী, সেই পুণ্যবতী,
করে যে বসতি সেই বক্ষোপরি !
শ্রীবৎস লাঞ্ছন, যাহাতে শোভন,
জগত পূজন সর্ব্ব মুগ্ধ করি !!
কার পদ সখি, বলগো নিরখি,
হৃদি পরে কারে লয়েছেন হরি ?

গোপিকা যে এত, তাঁর মনোমত,
জানিনা কহত এ কে সহচরি ?
কৃষ্ণ পাশে পাশে, পূরি মন আশে,
গিয়া ঘেঁসে ঘেঁসে লভেছে সে কর !
মোহন মুরলী, যে করে উতলি,
রাধে রাধে করি বাজে মনোহর !!
সে আঁখি সুন্দর, মন মুগ্ধকর,
পড়িয়াছে তাঁর বদন কমলে।
না জানি কেমন, সখি সেই জন,
রমণী রতন এই ভূমণ্ডলে ?
সখি গো হেথায়, দেখা নাহি যায়,
সেই পদদ্বয়, দেখ ভাল করি।
মনে হেন লয়, কুশাঙ্কুর ভয়,
দেছেন আশ্রয় তাঁহারে মুরারি ॥
ওগো দেখ দেখ, হেথা এসে দেখ,
তুলেছেন হরি কুসুম নিচয় !
চরণাগ্র ভাগ, ক'রেছে গো দাগ,
কুসুম কতই পতিত গো রয় ॥
গুঞ্জ পুঞ্জ ফুলে, বাঁধি কুতূহলে,
সাজায়ে সুন্দরী সুন্দর শোভায়।
মনোরম মালা, পরায়ে সে কালা,
প্রেম প্রীতিদান করেছে হেথায় ॥

বৃন্দার উক্তি।

সে প্রকৃতি দেবী চেন না তাঁহায়,
পরম পুরুষ পার্শ্বে শোভা পায়,
পলাতে পারেনি পড়ি প্রেমদায়,
তাই বুঝি সখি এনেছে হেথায় !!
কোথা পলাইবে প্রকৃতি ছাড়িয়ে,
স্বর্গ মর্ত্ত সব হয় তারে নিয়ে,
এ যে বৃন্দাবন গহন কানন,
সব সে প্রকৃতি চরণ সেবিয়ে !!
দেহি পদ বলি সাধে বনমালী,
প্রেমে পড়ি ঢলি দেন করতালি,
কিসে হবে সুখী বিনা চন্দ্রমুখী,
সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার যা হ'তে সকলি ॥
প্রকৃতি আশ্রয়ে শরীর ধারণ,
প্রকৃতি লইয়ে সতত সাধন,
এ বিশ্বচরণ যে শক্তি কল্পন,
তাহারে ছাড়িতে সম্ভব কেমন ?
তাই কাছে কাছে আগু কভু পাছে,
কখন হৃদয়ে সাদরে ধরেছে;
কখন হেসেছে কখন সেধেছে,
যোগেশ্বর যোগমায়ারে তুষেছে !
হন ভগবান সর্ব্ব শক্তিমান,
নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ বচন প্রমাণ,

হলে শক্তিহীন; হন অতি দীন,
তাই শক্তিপদ করেন আহ্বান॥
কারে লয়ে হাসে, কার সুখে ভাসে?
কার বা শক্তিতে জগত প্রকাশে?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কারি বা বিভব,
পরমা প্রকৃতি, বিনা শূন্যাকাশে?
তাই সে আরাধ্য করে আরাধনা,
নিষ্কাম হইয়া, করেন কামনা,
নিশ্চল হইয়ে, তবু কায়া লয়ে,
প্রকৃতি উদ্দেশে করে উপাসনা॥
কি হবে আপনি হলে শক্তিমান,
কে করিবে স্বাদ, কে দিবে সম্মান,
পরমা প্রকৃতি বিনা সে শ্রীমতী,
অচিন্ত্য অব্যক্তে দিবে কে সন্ধান?
তাই সখি সেই শক্তিরে সাদরে,
লয়ে গেছে হরি গভীর প্রান্তরে,
পরমা যোগিনী লভে, সবাকারে
গেছেন ভাসায়ে শোকের সাগরে॥
অতি তৃপ্তি লভি পেয়ে সে প্রকৃতি,
কি হবে যে গতি না ভাবি এমতি,
ঘটায়ে দুর্গতি, জগতের পতি,
কোথা লুকালেন অগতির গতি!!

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

সপ্তম সর্গ।

শ্রীরাধা বর্জ্জন।

ক্রমে ধীরি ধীরি, বনে বনে ফিরি,
এলো গোপনারী সকলে মেলি।
যথা শ্রীরাধারে, শ্যাম ছলিবারে,
কানন মাঝারে গেছেন ফেলি॥
দেখে প্রেমাঙ্গিনী, রাধা বিনোদিনী,
ধূলা বিলুণ্ঠিনী শোকার্ত্ত অতি।
শ্যাম কোথা গেলে, ফেলিয়া বিরলে,
ভাসি নেত্রজলে কাঁদিছে সতী॥
বিরহে বিহ্বলা, বিষাদে বিকলা,
শোকে শশীকলা মলিনা দুঃখে।
ভাসায় ধরণী, হয়ে হতমানী,
কৃষ্ণসোহাগিনী আনত মুখে॥
মনে এ ধারণা, করিত নবীনা,
শ্যাম তাঁরে শুধু বাসেন ভাল।
তাই প্রেমে ঢলি, গরবে উথলি,
কহিতে লাগিল লভিয়া কাল॥
কুশাঙ্কুরাঘাতে, পারিনা চলিতে,
প্রতি পদ যেতে পেতেছি ব্যথা।
বল হে কি করি, প্রাণেশ শ্রীহরি!
তার দয়া করি শঙ্কটে যথা॥

ওহে কৃপা কর, নাথ ধর ধর,
নব কুশাঙ্কুর বাজিছে পায়।
রাখ এ বিপদে, পদ কোকনদে,
বাজে যেন হৃদে কুলিশ প্রায়॥
প্রেমে পড়ে ঢলি, কিশোরী কেবলি,
ডাকি বনমালী এরূপ কহে।
যাইতে পারি না, কি করি বলনা,
বধনা ললনা প্রাণেশ ওহে!
কতদূর আর, যাবে প্রেমাধার!
চলিতে যে নারি তোমার সাথ।
যদি তুলি লও, আমারে বাঁচাও,
যাতনা ঘুচাও হৃদয়নাথ!
এতেক শুনিয়া, বদন চাহিয়া,
শ্রীহরি হাসিয়া কহিল তবে।
স্কন্ধ আরোহণ, করহ এখন,
করিব গমন যথেচ্ছা হবে॥
বড় হরষিতে, শ্রীরাধা স্কন্ধেতে,
যেমতি উঠিতে উদ্যত হ'ল।
অমনি কোথায়, সেই ব্রজরায়,
একেবারে হায় মিলায়ে গেল॥
হায় প্রিয়তম, হে রাধারমণ,
কোথায় গমন করিলে তুমি!
ঘোর আঁধারেতে, ফেলি গহনেতে,
কোন পরাণেতে ত্যজিলে তুমি?

কোথা বল যাই, কেবা দেয় ঠাঁই,
প্রাণের কানাই, এখন আর।
কিঙ্করী তোমার, করে হাহাকার,
ওহে প্রাণাধার! হব বা কার?
অভাগিনী দুঃখে, কাঁদে হেঁটমুখে,
কুসুম চৌদিকে দেখ হে আসি।
কাঁদে গহনেতে, চন্দ্রমা খেদেতে,
তারকা সবেতে দুঃখেতে ভাসি॥
এই ঘোর বনে, যত জীবগণে,
কাতর স্বননে কাঁদিছে সবে।
কোথা হে মাধব, একি রীত তব,
যাওয়া কি সম্ভব বিজনে এবে?
বিসর্জ্জিয়া গেলে, একাকিনী ফেলে,
পরিচয় দিলে প্রেমের ভাল।
ভালবাসা তব, বল কারে কব,
অরণ্যে রোদিব নিঠুর কাল॥
অরণ্যে রহিব, অরণ্যে কাঁদিব,
অরণ্যে খুজিব চরণ তোর।
বনফুল দিয়ে, মালিকা গাঁথিয়ে,
চরণে অর্পিয়ে রহিব ভোর॥
অশ্রুজল দিয়া, ধূলি ভিজাইয়া,
পদ রেণু তব মাখিব দেহে।
ভূমিতে শুইব, নেত্র মুদি রব,
তোমারে হেরিব হৃদয় গেহে॥

পলাইলে কাল! ঘেরি শোক জাল,
এতে যদি সুখী তুমি হে আছ!
তাই হরি! ভাল, রব চিরকাল,
এ ঘোর কাননে না যাব কাছ!
গেছ তুমি গেছ, রেখেত হে গেছ,
হৃদয় ভিতরে চরণ তব।
সেই নিরখিয়ে, যতনে লইয়ে,
কাটাব দিবস রজনী সব॥
কোথা পলাইবে, নাহি ধরা দিবে?
হৃদয় রহিবে তোমার কাছে।
অন্তরে বাহিরে, কাছে আর দূরে,
তোমার চরণে প্রাণতো আছে!!
নিকটে থাকিলে, আনন্দ হেরিলে,
অদর্শনে দেখা হয় হে প্রাণে।
এর বেশী আর, হবে কি আমার?
জাগিবে সতত শ্রীধার জ্ঞানে॥
সকলি গিয়াছে, দেহ মাত্র আছে,
জীবন র'য়েছে তোমার তরে।
মনে হ'ত কাল, বাস তুমি ভাল,
সে সুখ সম্বল, ঘুচালে কি রে?
ফুটালে নয়ন, দিলে জ্ঞান ধন,
তুমি হে আপন, নহ হে কার!
ছিল গর্ব্ব হেন, করিলে খণ্ডন,
জগত-জীবন! সাধনা-সার!

সুখেতে বঞ্চিতে, এ বাদ সাধিতে,
কে পারে ভবেতে, ত্রিভঙ্গ কাল।
শিরেতে তুলিতে, চরণে দলিতে,
এ ভাল বাসা হে? তোমারি ভাল?
সদয়, নিদয়, তব ক্রীড়া হয়,
অগ্রেতে উদয় হয়নি মনে।
হাঁসাতে কাঁদাতে, পার বিধি মতে,
তাই হাতে হাতে ত্যজিলে বনে॥

গোপী গীত।

শ্রীকৃষ্ণ চরণ করি অন্বেষণ;
কহি নানারূপ বিলাপ বচন,
একত্রে সকলে দেখিতে দেখিতে
আইল হেথায় যত সখীগণ॥

দেখে সুনয়না কোকিলা সুকণ্ঠা,
প্রিয় কান্ত বিনা কাতরা শ্রীমতী,
কোথা প্রিয়তম কোথায় রমণ,
কোথায় গমন করিলে এমন,
ছাড়িয়া আমারে, বিজন কান্তারে,
কোথা প্রিয়! বলি করিছে রোদন!!

সব সখী মেলি আসিল তথায়
চমকিত সবে শুনি বারতায়,
হয়ে হতশ্বাস না লভি সেথায়
আকুল অন্তরে কাননে বেড়ায়!

ক্রমে ধীরি ধীরি কৌমুদী ডুবিল,
খদ্যোতের জ্যোতিঃ নাহিক রহিল,
আকাশ কুসুম আঁধারে মুদিল
সুখতারা দুঃখে পূরবে উদিল॥

রজনী দুঃখিনী মলয়া নিশ্বাস
ছাড়ি অহরহঃ হইয়ে হতাশ,
স্বজাতি দুঃখেতে ত্যজিয়া বিলাস,
কালিমা অম্বরে লুকাল সুহাস॥

পাদপ দারুণ শোকেতে মগন,
হাহাকার শব্দে বিহঙ্গমগণ,
কোথা গেলে শ্যাম লুকালে এমন,
দেখা দাও বলি করিছে রোদন!

আঁধার উদিলে নিবৃত্তি হইল
তবে গোপি সবে কাতরে চিন্তিল
বৃথা অন্বেষিব, লভিতে মাধব
ধরা নাহি দিলে কি করি ধরিব॥

হায় সুখ নিশি কাল কি হইলে?
কালারে ঢাকিতে জ্যোৎস্না তিরোহিলে
তোহে লয়ে আর কি হবে বিরলে,
শ্যাম ধন যদি নাহি ধরে দিলে॥

আবার প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ মিলন
আশ্বাসি, আসিল যত গোপীজন
যমুনা পুলিনে হয়ে এক মন
শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাতে হইল মগন॥

কোথা হে কেশব, গোপিকাবল্লভ, দেবতা দুর্ল্লভ ধন।
অধিষ্ঠানে তব, ব্রজের গৌরব, ব্যাপিয়াছে ত্রিভুবন॥
হয়ে তব বাস, কমলা আবাস, লভিয়াছে এই ভব!
ব্রজে সব সুখী, হেরে বিধুমুখী, প্রেমেতে আকুল সব॥
সবাকার প্রাণ, হে বংশীবয়ান, লভিয়া তোমার পদ।
আছে মাতোয়ারা, নেত্রে বহে ধারা, অর্পিয়া তোমায় হৃদ॥
অভাবে তোমারি, যারা প্রাণ ধরি, রয়েছে জীবিত প্রাণে।
বারেক আসিয়া, দেখ হে চাহিয়া, বাঁচাও জীবন দানে॥
সম্ভোগের পতি, অগতির গতি, অভীষ্ট প্রদান কর।
তোমাতে বিলাস, থাকে যার আশ, লভে সে স্বরগপুর॥
সর্ব্বান্তর গত, সর্ব্বত্র ব্যাপিত, রয়েছে নয়ন তব।
সে নয়নে নাথ, করি দৃষ্টিপাত, পূরাও বাসনা সব॥
বিপদ তারণ, ত্রিতাপ বারণ, লজ্জা নিবারণ হরি।
কালেয় গঞ্জন, দাবাগ্নি দমন, ভীতচিত ভয়হারী॥

বুঝেছি হে ভাল, নহ তুমি কাল, কালের অন্তক হও।
কৃষ্ণ তাই তোরে, ডাকি সকাতরে, কেন অগোচরে রও !!
জ্ঞান বুদ্ধি সাক্ষী, হে কমল আঁখি, মাধব মুরলীধর।
সংসার ভয়েতে, পড়ি শ্রীপদেতে, ডাকি হে সুন্দরবর ॥
পাদপদ্ম দান, করি রাখ প্রাণ, ব'স হে হৃদয়ে আসি।
বারেক বদনে, চাহ সুনয়নে, স্মরগ সন্তোষে হাসি ॥
হৃদে পদ দাও, বাসনা ঘুচাও, পাদপদ্মে লীন হই।
ফণি ফণাপ'রে, অর্পিলে কি ক'রে, তাই ভাবি দুঃখে রই ॥
শত্রু নাশিবারে, দিলে অকাতরে, সাধনে কেহ না পায়।
কি তব ধরম, কি তব করম, হৃদয় ফাটিয়া যায় ॥
চঞ্চলা কমলা, সে পদে অচলা, হ'য়েছে মাধুরী লাভে।
যোগী জন ধন, যে চারুচরণ, নির্জ্জনে নিয়ত ভাবে ॥
অনায়াসে হায়, সেই পদদ্বয়, দিলে হে কালের মাথে।
কিন্তু নাহি পায়, যে যাচে তাহায়, রহে যে চরণ সাথে !!
বুঝি বাঁকা বলে, অ'নাসে অখিলে, এরূপ আচার ধর।
শত্রুকে সাদরে, লহ ক্রোড়ে করে, মিত্রের দুর্গতি কর ॥
কমল লোচন, আর বিড়ম্বন, করোনা চরণে ধরি।
চরণ সুধায়, ওহে কৃপাময়, রক্ষহ কিঙ্করী হরি ! ॥
সৃজন তোমার, ব্যাপ্ত চরাচর, রয়েছে বিকাশ ভাল।
অনাদি অতুল, সর্ব্ব দেবমূল, দিতেছে হৃদয়ে আল ॥
অতি সূক্ষ্মাধার, পুরুষ আকার, তুমিই আদিতে ছিলে।
তাহাতে এমত, জগত বিস্তৃত, শক্তিগুণে প্রকাশিলে ॥
অবিদ্যা আশ্রয়ে, চৈতন্য ভুলায়ে, বিবেক বিকৃত করি।
আপন হইতে, জীব শতে শতে, করিলে সম্ভূত হরি ॥

চৈতন্যস্বরূপ, তেজঃ অপরূপ, দিলে হে আপন হ'তে।
নিতান্ত বিকৃত, জড়ভাবে স্থিত, সৃজিলে জীবন যতে' ॥
নানা কর্ম্মে রত, করিয়া বিব্রত, নিয়ত ফিরাও সবে।
করম চক্রেতে, ঘুরাও যেমতে, কে তাহা নির্ণিবে ভবে?
করম গতিমত, কারে নিকটেতে, কারে বা করিছ দূর।
কারে মোক্ষ দিয়ে, রাখিছ হৃদয়ে, কারে বা করেছ সুর ॥
অধোগতি যত, কীট পঙ্গু তত, অধম করমে হয়।
তোমারি সন্ধান, না বুঝে যে প্রাণ, অধম সেইত রয় ॥
পাপ পরায়ণ, যত জীবগণ, অধম করম ভোগে।
পশু কীটচয়, নানারূপ হয়, কতই যাতনা ভোগে ॥
পুণ্যাচারী যত, কর্ম্মফল মত, দেবযোনি ক্রমে যায়।
উচ্চ হ'তে আর, হয়ে উচ্চতর, ব্রহ্মের চরণ পায় ॥
করম বিহীনা, জ্ঞান বুদ্ধি হীনা, অতি দীনা সবে হই।
কিছুই চাহি না, কিছুই বুঝি না, ও পদ মাধুরী বই ॥
ইহা ধর্ম্ম নয়, তাও দয়াময়, তুমিই কহিয়াছিলে।
ধরম বর্জ্জিত, অধমা ঘৃণিত, তারাগি সে জ্ঞান দিলে ॥
স্বজনে ত্যজিলে, তুমিও বর্জ্জিলে, কোথায় দাঁড়াব নাথ।
হৃদি শতদলে, লইয়া বিরলে, থাকিব তোমার সাথ ॥
যে হৃদে আস্থান, ও পদ মহান্, দিয়াছ করুণা করি।
অধম আরণ, সম্ভবে কখন, তার কি দুর্দ্দশা হরি?
স্বরগ নিরয়, যথা মতি হয়, রহিব হে অকাতর।
সুধু তব পদ, এ হৃদ-সম্পদ, চির ভোগ যেন করে ॥
চাহিনা সুধুই, চাহি সুধু ওই, চরণ কমল ধন।
হে প্রেম-আধার, রাখ আর মার, বঞ্চনা করোনা ক্ষণ ॥

পতি পুত্র ধন, সুখ অগণন, কমল্ব-নয়ন! আর।
তব মুখ চেয়ে, ওহে এ-হৃদয়ে, না করি আশা হে কার॥
ইথে যে যা বলে, সুখী হ'ব ব'লে, বলাতে নাহিক ডরি।
সংসারের কথা, হৃদে দেয় ব্যথা, ইচ্ছা না বারেক স্মরি॥
তোমারি ইচ্ছাতে, খেলে মনোমতে, সে খেলাতে সাঙ্গ দিয়ে।
আজি তোমা ধনে, লইয়া বিজনে, খেলিব হৃদয়ে নিয়ে॥
কোথায় রাখিব, কিবা সমর্পিব, বিনা এ হৃদয় ধন।
তুমি হে যেমন, স্বরূপ তেমন, আছে কি মনোমতন॥
দেহ কোন ছার, এরে উপহার, তোমারে কি দিব বল?
জ্ঞান বুদ্ধি মন, বাসনা চেতন, এইত তোমার স্থল॥
কলঙ্কিনী হয়ে, তোমারে লইয়ে, রহিব তোমাতে মজি।
গোপিকা অধম, ক'বে সর্ব্বজন, গোপীর তাহাই রুচি।
ভাল কেহ যেন, কহে না কখন, এই ভিক্ষা পদে চাই।
গোপী তোমা বই, চাহেনা কিছুই, বিনা ও চরণ চাই॥

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত।

অষ্টম সর্গ।

রাস-লীলা আরম্ভ।

হরি হে রহিলে কোথা আসি দেখা দাও,
আরো কি অধমা বলি কাঁদাইতে চাও?
মনে কি করেছ নাথ নাহি দেখা দিবে,
তোমার বিরহ ব্যথা গোপিকা সহিবে?
ভগবান অংশুমালী উদিছে গগনে,
গোপিকার সুখ সূর্য্য কোথায় এক্ষণে?
দুঃখ পরে সুখ দেখি ভুঞ্জিতেছে সবে,
কমলিনী সুবদনী হাসিছে নীরবে,
সবাই আনন্দ মুখী নিশা অবসানে,
প্রাতঃ সমীরণ সুখ আশ্বাসিছে প্রাণে॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আহা আশ্চর্য্য মিলন,
যমুনা স্পর্শিছে কিনা অসীম গগন!
অরুণ উদয় হ'ল অম্বুরাশি কোলে,
সুবর্ণ তরঙ্গ কিবা সমীরণে দোলে!
আমরা কি নাহি পাব মদনমোহনে?
আরো কি রবেন হরি লুকায়ে বিজনে?
প্রাতঃ সমীরণ তাঁর পূজিতে চরণ,
আনিছে মনের সাধে সৌরভ রতন।

বিহগে বিভাষে তাঁরে বন্দিছে সুখেতে,
কত দেব মহামুনি ডাকিছে প্রাণেতে।
কত পুষ্প প্রস্ফুটিত যমুনা পুলিনে,
কদম্ব কেশর লয়ে পূজিছে চরণে।
ময়ূর ময়ূরী কত হরিণ হরিণী,
কপোত কপোতী, সহ আছে উল্লাসিনী,
শুক শারী সহ মেলি ডাকিছে সদাই,
এস হেথা গোপিনাথ জীবন জুড়াই !
কুরঙ্গিনী লাফে লাফে খুঁজিয়া বেড়ায়,
কোথায় প্রাণের হরি নাহি দেখা পায় !
কুল-তরু সারি গাঁথি লয়ে ফুল কত,
তোমায় পূজিতে নাথ ! আছে অবনত।
কোথা জগন্নাথ, হরি, জগত-তারণ,
কৃপা করি রক্ষ ওহে অধমা জীবন !!
প্রাণেশ ! তোমায় প্রাণ করিয়া অর্পণ,
হয়েছি আমরা ধন্য হয়ে অভাজন !
বারেক নয়নে নাথ ! দেখ কৃপা করি,
সাধ্য কি অধমা নারী তুষিবে শ্রীহরি !
পথে পথে অন্বেষিতে করেছি ভ্রমণ,
এমন সৌভাগ্য কোথা লভিব চরণ !
কৃপাময় কৃপা করি যদি দেখা দাও,
অধম তারণ তবে অমৃত সিঞ্চাও।
অভীষ্টপ্রদ হে, তুমি, সর্ব্ব তুষ্ট কর !
জীবের বাসনা'পরি তুমি দণ্ডধর !!

সর্ব্বারাধ্য তুমি দেব, সর্ব্ব শক্তিমান,
অনাথা আশ্রয় তুমি, সকল প্রধান;
দীনের তারণ তুমি, সদা নিত্যানন্দ,
যোগের ঈশ্বর তুমি, সর্ব্ব দেববন্দ্য;
তোমার নয়ন-কান্তি সরোজ সমান,
তাহার কটাক্ষে নাথ! কাড়িয়াছ প্রাণ;
কোথায় ত্যজিয়া সবে বিজনে লুকালে?
সাধ্য কি তোমায় ধরি, ধৃত কোনকালে?
কে পায় তোমার অন্ত ওহে অন্তর্যামী,
কালের-দমন, হরি, ত্রিজগতস্বামি!
নয়ন পথেতে নাথ! হও আবির্ভূত,
ওহে কৃষ্ণ, কৃপাময়, অনাদি, অচ্যুত!
তুমি সর্ব্ব-বুদ্ধি-সাক্ষী, আমরা কিঙ্করী,
পূরাও প্রার্থনা, ওহে বিপিনবিহারি!
জগত সৃজেছ তুমি, করিছ পালন,
সকলে তুমিই তুষ, রাধিকা-রমণ!
তব পাদপদ্মে বাস করেন কমলা,
পূজেন সতত সুখে হইয়া অচলা!
অনায়াসে পদ দিয়ে কালের দলিলে,
যাহার পাইতে ছায়া ব্যাকুল অখিলে!
বড়ই পেয়েছ ব্যথা আজি কৃপা করি
দাও সে চরণ, নাথ! হৃদয়েতে ধরি!
আহা কি মোহন হাসি, নিভৃত সঙ্কেত,
প্রেম-মিশ্র সে কটাক্ষ তব অভিপ্রেত,

হইয়া মনেতে, ওহে! মরি বিরহেতে,
বারেক উদয় হও নয়ন পথেতে!
আহা মরি শ্রীচরণে কত ব্যথা হয়,
করকায়, কুশাঙ্কুরে মরি সেই ভয়!
হৃদয় কোমল অতি তাই মনে করি,
রাথ যদি শ্রীচরণ সযতনে ধরি!
আহা সেই কোকনদ সদৃশ চরণ,
জীবের বাসনাপ্রদ শান্তি নিকেতন,
বিপদতারণ যাহা, সাধনে সন্তোষ,
স্মরণে বিনাশ যাহা করে সর্ব্ব দোষ,
পাপের উদ্ধার পথ, বৈজয়ন্তী ধাম,
অনাথার গতি মুক্তি দুঃখেতে আরাম,
দাও সে চরণ নাথ, প্রাণের সম্বল,
মুছাই যতনে তাহা দিয়া এ কুন্তল!!
হায়! বিধি কেন পক্ষ দিয়াছে নয়নে,
অনিমেষে মনসাধে হেরিব কেমনে?
সেই পূর্ণ প্রেমময় আনন্দ বদন,
কুঞ্চিত কুন্তল আহা যাহে সুশোভন।
কিবা নিরমল ছবি অনঙ্গ মোহন,
ধরাতে উদিত যাহা করিতে তারণ!
হে অচ্যুত! বংশী স্বরে আনিয়া হেথায়,
ত্যজি গেলে নিশাকালে কেন বা হেলায়?
যাহা কর কমলাক্ষি! তব শোভা পায়,
চরণ ছায়াতে রাখ হইয়া সদয়!

এ দেহ অর্পণ ভাবে করেছি তোমায়,
লহ নাথ দেহাঞ্জলি, জীবের-সহায়!
নিখিল ভুবন তব চরণে শোভিছে,
দয়া মায়া দুই পাণি সুখে বিরাজিছে,
অমৃত ক্ষরিছে তব রাজীব নয়নে,
প্রদান করিছে আশা এ তিন ভুবনে;
তব রূপ করে, নাথ! ভুবনের আলো,
তব পাদপদ্ম, নাথ! অনাথা সম্বল,
তব হৃদ হয়, নাথ! সবার আশ্রয়,
মাতা, পিতা, পতি তুমি যেবা যাহা কয়;
কোথায় রহিলে হরি আসি দেখা দাও,
কোন প্রাণে আরো বল কাঁদাইতে চাও॥
গোপীকার কোন কষ্ট না পার সহিতে!
কি ভাবিয়া নিজে দুঃখ দিতেছ এমতে?

গোপাঙ্গনাগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা।

এইরূপে গোপাঙ্গনা কতই দুঃখেতে,
ভাসাইল বনস্থলী নয়ন নীরেতে।
কতই বিলাপ করি হরিগুণ গানে
দর্শন লালসে সবে রহিল সেখানে।
হেনকালে পীতাম্বর, রাধিকা-রমণ,
বিপিন বিহারী, হরি, শ্রীমধুসূদন,

মন্মথমোহনরূপী, মুরলীবদন
হাসি আসি দিল দেখা রাজীবলোচন ॥"
দেখিয়া আনন্দে তবে গোপিকামণ্ডলী,
ফেলিল আনন্দে অশ্রু করি কৃতাঞ্জলি।
প্রফুল্ল তাদের হ'ল নয়ন কমল,
ফিরিয়া পাইল যেন হস্ত পদ বল;
কালিমা বদন আভা উজ্জ্বল হইল,
দেব জ্যোতিঃ যেন তাহে প্রবেশ করিল।
সবাই বিহ্বল হ'ল পেয়ে মনোচোর,
কি করিবে তাঁরে লয়ে এই ভাবে ভোর ॥
কুসুমকুমারী যত কুসুমের মাঝে,
ধরিল শ্রীকৃষ্ণপদ কুসুমের সাজে।
কোমল বাহুতে কণ্ঠে কেহ রচি হার,
করকমলেতে কেহ ধরি কর তাঁর,
কেহবা তাঁহার বাহু নিজস্কন্ধে লয়ে,
কেহবা চরণ ধরি লুটায়ে পড়িয়ে,
কেহবা হৃদয়ে পেয়ে সে পদকমল,
সুখেতে বিহ্বল হ'ল উন্মত্ত চঞ্চল ॥
কেহ কটাক্ষেতে তাঁরে হেরিতে হেরিতে,
নিজ ওষ্ঠাধর কোপে লাগিল দংশিতে।
চর্বিত তাম্বূল কেহ করিতে গ্রহণ,
অঞ্জলি পাতিয়া তাহা করিল ধারণ।
নয়ন ষট্পদ দিয়ে যতেক রমণী,
বদন কমল মধু পিয়ে উন্মাদিনী।

করিতে লাগিল পান বিভোর হইয়ে,
পিয়ে যথা জহ্নু মুনি মন্দাকিনী নিয়ে ॥
কেহবা অন্তরে লয়ে আনন্দে বিহ্বলা,
নেত্র নিমীলিত করি রয়েছে বিকলা;
স্থির সৌদামিনী সম একান্তে পুলিনে,
যোগেতে মগন যেন থাকে যোগীজনে;
অন্তরে ঈশ্বরে তবে করি আলিঙ্গন,
অন্তর লইয়া পদে করিছে অর্পণ ॥

শোভিলেন শ্রীগোবিন্দ লয়ে গোপীগণে,
পরমাত্মা শোভে যেন সত্বাদি মিলনে;
কালিন্দীর সুখকর পুলিনে তখন,
লইয়া নবীনা যতে, জগৎ পূজন,
কতই করিল ক্রীড়া আনন্দে বিস্তর,
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি শ্যাম নটবর;
অলিকুল সঙ্কুল কুসুমে যথায়,
গুন্ গুন্ স্বরে সুখে সদা গুঞ্জরয় ॥
নৈশ অন্ধকার হেথা নাহি দেখা যায়,
এখনো শোভিছে শশী পশ্চিমের গায়;
বিতরিছে অংশু তার স্বর্ণ রশ্মি দিয়ে,
অসীম সৌন্দর্য্য দেখি আছেন চাহিয়ে।

নিজ নিজ উত্তরীয় লয়ে গোপীগণ,
রচিল আসন তবে অতি সুদর্শন,

অন্তর্যামী ভগবানে বসাক্ষে তথায়,
যোগীর হৃদয় মাঝে যাঁর বাস হয়।
ভক্তের বাসনা বশে কিবা নাহি কর ?
হে দয়াল হৃষীকেশ কত রূপ ধর !
প্রাণের ভিতর থাক অলক্ষিত হয়ে,
আবার শরীরী হয়ে বস ভক্ত লয়ে;
যে আশা যেমন করে পরম যতনে,
পূরাও তাহার আশ সুধা বিতরণে।
ধন্য দেব, মহামতি, জগত-আধার,
তোমার অসীম প্রেম অনাদি অপার !

বসিলেন সুখে হরি, বৈজয়ন্তী ধামে,
যেমতি বসেন হর্ষে লয়ে লক্ষ্মী বামে,
সেইমত রাধা বামে শোভিল তাঁহার,
ঘেরিল অযুত গোপী সম চন্দ্রহার,
কি মূরতি মনোহর শোভিল তখন,
গগন ছাইল আসি যত দেবগণ ;
আহা কি আনন্দ হেথা গোপিকা ভুঞ্জয়ে,
তুচ্ছ হয় মোক্ষলাভ এ সুখ ভাবিয়ে !
কোন গোপী শ্রীচরণ লয়ে বক্ষোপরে,
সাদরে চঞ্চলা সম সেবে প্রেমভরে,
কহিতে লাগিল তবে অতি ধীরে ধীরে;
অস্পষ্ট মধুর স্বরে ভাসি সুখ নীরে,

নাথ হে বাসনা বড় ছিল চিরদিনে,
হৃদয়ে ধরিব পদ পরম যতনে,
সার্থক হইল আশা হে মধুসূদন!
এই ভিক্ষা দাও আজি যেন এ চরণ,
শয়নে স্বপনে পাই এখন যেমন,
প্রাণ ছাড়া নাহি হই, হে নীলরতন!

এত শুনি মুঞ্জকেশী হাসিয়া তখন,
কহিলেন প্রেমভরে শুন সখীগণ,
স্বার্থ রয় যেই স্থানে তথায় নিশ্চয়,
উভয় উভয় প্রেমে ব্যাকুলিত রয়,
যদ্যপি তোদের মত ভজিলাম সবে,
তোদের প্রেমের শোধ লভিতাম তবে,
কিন্তু আমি নাহি ভজি কাহাকে কখন,
সেই হেতু এই ঋণ রবে চিরদিন,
সুধিব তোদের ঋণ সময় আসিলে,
নাহি রবে কোন দুঃখ আমায় ভাবিলে!
গোপনে আমায় যেবা করে আরাধনা,
তার পদ বক্ষে ধরি, কখন ছাড়িনা॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গোপীকার উক্তি।

জ্ঞানের উদয় হতে যতনে তোমায়,
হৃদিপদ্মে বসাইয়া দেখি কৃপাময়।
পূজি পাদপদ্ম দুটি সাধ হে যেমন,
জগত-তারণ, কৃষ্ণ, গোপিকা ভূষণ!
বাসনা কুসুম কত আনন্দ চন্দনে,
অঞ্জলি পূরিয়া ঢালি ও চারুচরণে,
কিন্তু তাহে মন সাধ পূরেনা মাধব,
জানত হে অন্তর্যামী গোপিকা বান্ধব!
এই করে পাদপদ্ম ধরিব যতনে,
বদন কমল তব হেরিব নয়নে,
হৃদয়ে যা' হেরি তাহা হেরিব বাহিরে,
প্রাণের বাসনা যত পূরাব শরীরে,
নিজ অঙ্গে তব অঙ্গ মিশাব সুখেতে,
মোক্ষের অধিক সুখ লভিব দেহেতে,
অনন্ত সুখের স্রোত ব'বে দুইধারে,
অন্তর দেহের সুখ পৃথক আকারে,
বড়ই সৌভাগ্য ওহে গণিব তখন,
দেহ প্রাণে যদি হয় এ হেন মিলন!
নশ্বর এ দেহ তবে সার্থক হইবে,
জনমের দুঃখ যত সকলি নিবিবে॥

অবনীতে স্বর্গ সুখ ভুঞ্জিব সুখেতে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য বিভিন্নতা না রবে এমতে,
কিবা স্বর্গ কিবা মর্ত্ত্য কি আছে এমন ?
তোমারি চরণ হয় স্বর্গ নিকেতন !
যেমন দেহীহে মোরা সৃজেছ মাধব,
দেহধারী হয়ে সুখী করহ যাদব !
জগতের স্থায়ী সুখ উঠে তোমা হ'তে,
চিদানন্দ তাই হরি কহে সর্ব্ব মতে,
আত্মায় বসতি তব, প্রকাশ তথায়,
জ্ঞানের আশ্রয়ে মাত্র তোমা' বুঝা যায় ;
খুলহ কবাট যবে হৃদয়ে আসিয়ে,
তখনি দেখিতে পাই প্রেম চক্ষু দিয়ে ;
গুণের সাগর নাথ সুখের আস্পদ,
গোলোকবিহারী তুমি বিপদ্ সম্পদ,
বিশ্বপতি, বিশ্বম্ভর, বিশ্বের ভূষণ,
অনাথার নাথ তুমি অধম তারণ !
কল্পতরু তুমি, দেব ! তুমি কৃপাময়
যোগের আরাধ্য তুমি, যোগীর আশ্রয়,
ভক্তের রঞ্জন তুমি, আত্মার ঈশ্বর,
প্রাণের পরাণ তুমি সর্ব্ব গুণাকর !
দেবের আরাধ্য তুমি ব্রহ্মাদির গতি,
প্রকৃতি, পুরুষ, তুমি অখিলের পতি,
সর্ব্বজ্ঞ সচ্চিদানন্দ সবার ঈশ্বর,
আমরা চরণ ছায়া যাচি পীতাম্বর !

দয়া কর দয়াময় হে দীনদয়াল,
সম্বর সম্বর হরি তব মায়াজাল!

হেন স্তুতি করি সবে পরম আনন্দে,
চৌদিকে ঘেরিল গোপী সে কিশোর চন্দ্রে,
আলোমালা শোভে যথা পৌর্ণমাসী কোলে,
তেমতি রূপসী আভা সৌন্দর্য্যে উজলে;
অথবা নীরদ মাঝে চপলা যেমন,
আলোকে বিমুগ্ধ করে সবার নয়ন;
সেরূপ সুন্দর শোভা ধরিল পুলিনে,
নবীন কিশোর লয়ে যতেক নবীনে॥
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা অমরা পুরীতে,
যথা ঘেরে পুরন্দরে আনন্দ ধ্বনিতে,
তদ্রূপ আনন্দ ধ্বনি করি উত্তোলন,
ভগবান হৃষীকেশে ঘেরে গোপীগণ;
হাতে ধরাধরি করি সকলে বেষ্টিল,
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে নাচিতে লাগিল।
প্রতি দুই দুই মাঝে ধরি দুজনার,
কণ্ঠদেশ গাঢ়রূপে ল'য়ে আপনার
হৃদয় নিকটে সুখে, কতই ভঙ্গীতে,
নাচিলেন রাসেশ্বর রমণী মোহিতে॥
অসংখ্য গোপিকা মাঝে অসংখ্য হইয়া,
সকলে তুষেন কৃষ্ণ সমান করিয়া;

মধুর নূপুর বাজে কিঙ্কিনী মধুর
বলয় ঘনিক্কণ মরি আরো সুমধুর,
তুমুল শবদে আহা সুন্দর কেমন,
প্রেমের তরঙ্গ খেলে পুলিনে তখন।
মরকত মণি যথা ধরে শোভা রাশি,
স্বর্ণ বর্ণ মণি মাঝে সৌন্দর্য্য বিকাশি,
সেরূপ ধরিল শোভা ব্রজ-কাল-শশী,
বেষ্টিত হইয়া প্রেমে গোপিকা রূপসী।
বঙ্কিম ঠামেতে আহা মধ্যেতে দাঁড়ায়ে,
মদন মোহন রূপ কিবা প্রকাশিয়ে,
সকলে বিহ্বল করি নবীন নাগর,
নাচিল বামেতে রাধা করি সমাচর॥
সকলে চৌদিকে নাচে সখার সহিত,
নাচিলেন রাসেশ্বর হ'য়ে হরষিত॥
রাস আরম্ভনে যত দেবতা কিন্নর,
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র কত গন্ধর্ব্ব অপ্সর,
আসিলেন সেই স্থানে নভোমণ্ডলেতে,
বিমান সমূহে, ছায়ি স্বর্গ সৌন্দর্য্যেতে।
দুন্দুভি ধ্বনিত হ'ল আকাশ পথেতে,
পুষ্পবৃষ্টি অবিশ্রান্ত লাগিল পড়িতে,
সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বপতি সপ্তম স্বরেতে,
শ্রীকৃষ্ণের যশগান লাগিল করিতে,
পদন্যাস, ভুজকম্প, সহাস্য বিলাসে,
রাসস্থলী কি বাহার পাতিল উল্লাসে;

সুকম্পিত কটীতট সুবঙ্কিম ঠামে,
কিবা দুলে দক্ষিণেতে কিবা দুলে বামে।
সুকুচমণ্ডল কাঁপে পদন্যাস ভরে,
অপরূপ ব্রজবালা কিবা শোভা ধ'রে;
শ্রীকৃষ্ণকামিনী সবে হ'য়ে অচেতন,
লভিল মুরারি সঙ্গ প্রেমেতে কেমন!
ক্রমেতে শিথিল দেহ, সুসিক্ত বদনে,
সুন্দর অলকা গুচ্ছ পড়িল কেমনে,
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা চারুচন্দ্রানন,
পৌর্ণমাসী কোলে যেন নীরদ রচন॥
ক্রমেতে কবরী কাঞ্চি বিশ্লথ হইল,
তবু সম বিদ্যুন্মালা নাচিতে লাগিল।
নানা রাগে রঞ্জিত হইয়া গোপবালা,
নৃত্যের ছলেতে লভে শ্রীকৃষ্ণে বিমলা;
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া রহে পূর্ণ সুখে,
কপোলে কপোল ন্যস্ত করে চন্দ্র মুখে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিত হ'ল সেই গুণ গানে,
জগত হইল পূত প্রেম সুধা পানে।
আলাপেন এক গীত রমণীরঞ্জন,
ভিন্ন গীত গোপবালা করে আলাপন,
উন্মত্ত ব্রজের নারী কৃষ্ণগুণ গানে,
না রহিল বাহ্যজ্ঞান বিহ্বল এমনে॥
ধরে কৃষ্ণ হৃদয়েতে, হেরে কৃষ্ণ ধনে,
আত্মা ল'য়ে পরমাত্মে পূজে সযতনে।

শ্রীকর কমল আহা চন্দন চর্চ্চিত,
কেহ লয় স্কন্ধদেশে চুম্বি শত শত,
কোন গোপী নিজ গণ্ড স্থাপি গণ্ডস্থলে,
চর্ব্বিত তাম্বূল হেতু রহে হেন ছলে॥
কোন গোপী নৃত্য করি আনন্দে কেমন,
নিজ কুচযুগোপরি, করিয়া যতন,
লইয়া মুরারী হাত, রাখিল তাহায়,
পরশে অবশ হয়ে লুণ্ঠি পড়ে পায়;
কমলা বল্লভে, গোপী কমলা সমান,
ভগবানে লভি সঁপে দেহ মন প্রাণ॥
কোথায় কুণ্ডল পড়ে, উত্তরী কোথায়,
বিভোর অদ্ভুত লভি দলে সব পায়।
চঞ্চল সুকেশ মালা স্খলিত হইল,
কর্ণোৎপল প্রেম নৃত্যে কোথায় পড়িল!
যেমত বালক নিজ প্রতিবিম্ব লয়ে,
নাচে প্রেম বিলাসেতে অতি সুখী হয়ে,
সেইরূপ রমাপতি রমণীভূষণ,
করেন কতই খেলা আপনি আপন।
কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজাঙ্গনা সম কৃষ্ণ প্রায়,
কৃষ্ণ বিনা যে হৃদয়ে কিছু নাহি হায়!
ছায়ার সমান তারা হইয়া তখন,
কৃষ্ণ সহ নৃত্য করে প্রেমে অচেতন।
কায়া আছে হেন জ্ঞান না আছে কাহার,
পরমাত্মা লয়ে আত্মা উন্মত্ত সবার॥

পীতাম্বর সহ মেলি আত্মা দরশন,
করিল গোপিকা সবে সাধনে যেমন।
জ্ঞানযোগে ভগবানে লভিয়া যেমত,
মোক্ষলাভ করে যোগী হয়ে প্রেমে নত,
সেরূপ অচ্যুতে লভি বাসনা যতেক,
তাঁতেই করিল ন্যস্ত গোপিকা প্রত্যেক,
পরম-পবিত্র-সঙ্গ লভি কামনায়,
হইল পবিত্র সর্ব্বে অতুল ধরায়!

সাধনায় কিবা সুখ নিশ্চেষ্ট হইয়ে,
বাসনা পূরাতে যদি পার তাঁরে লয়ে?
পরম সুখেতে নৃত্য কর হরি সাথে,
গোপী যথা নেচে ছিল ধরি হাতে হাতে।
অনুরাগ ভরে তাঁরে কর আলিঙ্গন,
আত্মাতে মনেতে তাঁরে করিয়া বন্ধন,
প্রেম ভরে যদি কেহ লভে সে রতন!
কি কার্য্য যোগেতে আর যোগীর সাধন?
কামনা সাধনা সম যদি হয় রত,
অবশ্য মিলে সে হরি সাধনে যেমত।
সামান্য সেবায় তিনি যত তুষ্ট হন,
সে ঋণ শুধিতে হায়! চির বাধ্য রন!
কৃতজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে ভগবানে কয়,
কার কাছে কভু ঋণী না থাকেন হায়!

এই দায়ে শ্রীগোবিন্দ গৌরাঙ্গ হইয়া,
সে ডোব কৌপীন পবি তুষেছেন হিয়া,
মানময়ী শ্রীরাধাব পবিত্র প্রেমেতে,
স্বর্গ মর্ত্ত চবাচর বিহ্বল যাহাতে ॥

কোথা গো হৃদয় দেবী শ্রীমতী আমায়,
লয়ে তব সহচরী যত বাসনায়।
ভজ সেই নিরঞ্জনে বিবলে হৃদয়ে,
আনন্দকাননে নৃত্য কব কৃষ্ণ লয়ে।